সীবন-শিক্ষা-সোপান

অর্থাৎ

সর্ব্বপ্রকার সেলাই কার্য্য শিক্ষার

সচিত্র আদর্শ গ্রন্থ।

শিল্পী প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীজানকী নাথ বসাক প্রণীত।

প্রকাশিকা

শ্রীমতী নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী

মনোমোহন লাইব্রেরী,

২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

সভ্যনামধেয় ইংরাজদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার ভাবার্থ এই—ঈশ্বর মানবের আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু পরিচ্ছদ উহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করে। বাস্তবিকও সুপরিচ্ছদ দ্বারা যে মানব মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নগ্ন ক্ষপণক অপেক্ষা বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত নরনারী মাত্রই যে সমধিক সুন্দর দেখায় তাহা কে না জানে। বঙ্গীয় প্রবচনেও "পিন্ধালে ওড়ালে নারী, বেড়িলে ঘেরিলে বাড়ী" অনুসারে নারীর পরিচ্ছদ (বসন ভূষণ) পরিধান দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনই সূচিত হইতেছে। ফলতঃ কায়িক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন জন্য পৃথিবীর নর অপেক্ষা নারীরাই সমধিক ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্যই ভারত ললনারাও বসন ভূষণের সহিত অঞ্জন, মঞ্জন, উবটন, সিন্দূর, চন্দন, অলক্তক প্রভৃতি নানা উপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্তা। সর্ব্বাপেক্ষা শীত প্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসিনী মহিলারাই অতিশয় পরিচ্ছদ-প্রিয়া। তাঁহারা নিত্য নূতন ফ্যাশানের পরিচ্ছদ (বডিস, ব্লেজ, গাউন, ড্রয়ার, শেমিজ, জ্যাকেট, কেমিসোল কর্সেট প্রভৃতি) পরিধানে শৌখ মিটাইয়া সভ্যতা ও বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের গৃহে অবস্থান কালীন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও শয়নের পোশাক, বহির্গমন ও ভ্রমণের রকমওয়ারি পোশাক, অশ্বারোহণের পোশাক, বলনাচের পোশাক, শোকের পোশাক, বিবাহের পোশাক, প্রভৃতি ঋতুভেদে কতপ্রকার

বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ রাখিতে হয়। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, রুশিয়া দেশের কোন কোন অতি বিলাসিনী শৌখিন রাজ্ঞী দৈনিক এক এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক পরিচ্ছদের মূল্য সহস্রাধিক টাকা।

প্রাচ্যভূমে পাশ্চাত্য সভ্য জাতির অভ্যুদয় সহকারে শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। অধুনা নব্যা, সভ্যা ভারতাঙ্গনারা পরিচ্ছদের আদর করিতে শিখিয়াছেন। নকলনবিস বাবুদিগেরত কথাই নাই। সম্পন্ন শৌখিন বিশেষতঃ বিলাত ফেরতা বাবুরা পূর্ণমাত্রায় সাহেব সাজিয়া বসিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের দেখা দেখি দেশের প্রায় সাড়ে পোনের আনা লোকই কোট, কামিজ পরিতে শিখিয়াছে। বলা বাহুল্য যে সাহেব সাজিবার প্রধান উপাদান সাহেবী পোশাক, যাহা সমস্তই সেলাই করা কাটা কাপড়।

ভারতের হিন্দুস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িষ্যা ও নেপালে হিন্দু দরজী অল্প সংখ্যক দৃষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় হিন্দুলোকেই সেলাইএর কাজ করে না। হিন্দুস্থানীরা বলেন "সিনা সব্‌কো আতা" অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই সেলাই করিতে জানে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ঘাগরা, কুর্ত্তা, কাচলী প্রায় নিজেরাই সেলাই করিয়া পরে। বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের ঘরে স্ত্রীলোকেরা কাঁথা সেলাই করিতে জানেন। মুর্শিদাবাদ, মালদহের অনেক হিন্দু বিধবা সুন্দর সুজনী সেলাই করিয়া দিনপাত করেন। পরিধেয় ছিন্নবস্ত্র সেলাই প্রায় ঘরে ঘরেই করা হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে যাহাকে সেলাই জামা বলা যায়, তাহা বঙ্গের কোন হিন্দুই জানে না। ভাল রকম বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর, মশারী সেলাই করিতে হইলেই মুসলমান দরজীর দ্বারস্থ হইতে হয়, ইহা সামান্য পরমুখ-প্রেক্ষিতার

বিষয় নহে। কোন কারণে দরজী সাহেব মেহেরবানী না করিলে বাবু সাহেবদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

ব্যবসায়ের হিসাবে এবং উপার্জ্জনের অনুরোধেও সীবন তুচ্ছ কার্য্য নহে। পুঁজি পাটা না হইলেও দরজী এক জোড়া কাঁচী আর একটী সুঁচ মাত্র সম্বল লইয়া স্বাধীন ভাবে নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে। একটী সেলাইএর কল সংগ্রহ করিতে পারিলে দরজী দৈনিক অতিকম একটাকা রোজগার করিতে পারে। ভাল রকম কাট ছাঁট করিতে জানিলে তাহার বেতন ৩০৲। ৪০৲ টাকা। তেমন ওস্তাদ ওস্তাগারের বেতন ৭০৲। ৮০৲ টাকাও আছে। বিলাতি কটাবদিগের বেতন তিন চারিশত টাকা। বিলাতে অনেক পতিপুত্র হীনা স্ত্রীলোক সেলাই দ্বারাই সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন। কিন্তু বঙ্গের অবীরা নিষ্কর্ম্মা, ভদ্র কন্যার পক্ষে একমাত্র পাচিকা বৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন উপজীব্য নাই। অনেকেই অগত্যা আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া দুঃখের জীবন অতিবাহিত করেন। সেলাই শিখিতে পারিলে অনেক ভদ্র পরিবারের বিধবা যে ঘরে বসিয়া স্বাধীন ভাবে অন্ততঃ আট আনা দৈনিক উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লেপ, তোষক কাঁথা, সুজনী, মশারী, বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, পর্দ্দা, চাঁদোয়া, টুপি, কুঁড়জালী, ঝোলা, বটুয়া, কতই প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পশমী, ও রেসমা কাপড়ের উপর রেসম ও জরির ফুল তোলা, শাল, জামিয়ারের হাঁসিয়া প্রস্তুত করা পঞ্জাবী ও কাশ্মীরী স্ত্রীলোকদিগের চারু কারু কার্য্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও বঙ্গের তাস ক্রীড়ারতা মহিলারা সীবন-শিক্ষায় যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার প্রধান কারণ সীবন-শিক্ষার কোন উপায় বিদ্যমান নাই। অনেক বিদুষী ভদ্র মহিলা আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের সীবন-শিক্ষার

ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলেও শিখেন কোথায়, আর শিখায় কে। বঙ্গদেশে সেলাই শিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই, এমতাবস্থায় তাঁহাদিগকে অনুযোগ করা বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা নাটক নভেল বিস্তর লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সীবন-শিক্ষার উপযোগী কোন এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন নাই, কারণ বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় লিখন পঠন ভিন্ন অন্য কোনরূপ বৃত্তিতে ব্যুৎপন্ন নহেন।

আমি পঠদ্দশাতেই সেলাই যৎসামান্য শিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন চাকরী করিতেছিলাম, তখন ভাল ভাল দরজী রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার সেলাই শিখিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। কার্য্যগতিকে আসামের গৌহাটীতে প্রথমে সেলাইএর কারবার আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর দার্জ্জিলিং, বর্দ্ধমান, কলিকাতা ও পুরীতে অবস্থান কালীন সেলাইএর দোকান খুলিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়াছিলাম। অদ্যাপিও সেলাই আমার উপজীব্যের অন্যতম বৃত্তি। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপী অভ্যাস ও অভিজ্ঞান বশতঃ কোন বন্ধুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সীবন-শিক্ষা-সোপান প্রণয়ন করিলাম। কতিপয় ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে বহুল চিত্রাদি প্রদর্শনে পুস্তকখানি শিক্ষার্থীর উপযোগী করিতে যত্নের ত্রুটি করিনাই। ভাষাও যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করা হইয়াছে। ভরসা করি ইহাতে বর্ণিত প্রণালী ও প্রদর্শিত চিত্রাবলী অনুসারে শিক্ষার্থী দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা সেলাই কার্য্য শিখিতে পারিবেন। বঙ্গের নিরুপায় বিধবা ও চাকরী অপ্রাপ্ত যুবকেরা যে এতৎ সাহায্যে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং তাহা হইলেই আমার ইহার প্রণয়ন-শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে। ইতি—

শ্রীজানকী নাথ বসাক।

কলিকাতা। ৮২ই জুন, ১৯১১ সাল।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
সীবন কি	...	১
রিপুকর্ম্ম	...	৩
সেলাই	...	৪
লবকী	...	৫
পেস্নুজ	...	৫
তুরপাই	...	৬
বখেরা	...	৭
জিঞ্জিরা	...	৮
ওরমা	...	৯
কাজঘর	...	১০
আইহুক	...	১১
বোতাম মোড়া	...	১২
বোতাম টাঁকা	...	১৩
লেস, ফিতা, কার	...	১৪
ফুলতোলা	...	১৫
হনিকোম্	...	১৭
মার্কাতোলা	...	১৮
বস্ত্রকর্ত্তন	...	১৯
সজ্জাব	...	২৪
নিমা	...	২৫
কামীজ	...	২৮
কোট	...	৩৪
প্যাণ্টলুন	...	৪০
পায়জামা	...	৪৩
নিকার্ বকার	...	৪৪
ওয়েষ্টকোট	...	৪৫
সিনাবন্ধ	...	৪৮
মিরজাই	...	৪৯
চাপকান	...	৫০
আসকান	...	৫১
চোগা	...	৫৩
পার্সীকোট্	...	৫৪
ওভার কোট	...	৫৪
পঞ্জাবী	...	৫৪
স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ	...	৫৫
শেমিজ	...	৫৫
বডিস্	...	৫৯
কেমিসোল	...	৬১

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
ব্লৌজ	...	৬২	দোলাই	...	৮৮
জ্যাকেট	...	৬২	বালাপোষ	...	৮৮
কম্বাইনেশন্	...	৬৪	সুজনী	...	৮৯
সলুকা	...	৬৬	চন্দ্রাতপ	...	৯০
কাঁচলী	...	৬৭	জীর্ণ সংস্কার	...	৯০
ঘাগরা	...	৬৭	টরণ বা পরিবর্ত্তন	...	৯৩
গাউন	...	৬৮	সেলাইএর কল	...	৯৪
পেটিকোট	...	৬৮	টক্‌মেকার	...	১০২
নাইট্ ড্রেস	...	৬৮	ব্রেইডার	...	১০৩
অ্যাপ্রণ	...	৭১	হেমার	...	১০৩
শিশুদিগের পরিচ্ছদ	...	৭৩	বাইণ্ডার	...	১০৪
ওভার অল্	...	৭৪	কুইল্টীং	...	১০৪
ঘাগরা	...	৭৫	ফুট হেমার	...	১০৫
নিকারবকার	...	৭৫	রফ্লার	...	১০৫
অন্যান্য কাপড়	...	৭৫	রফল্ বা চুনট	...	১০৫
লেঙ্গটা	...	৭৫	পফিং রফ্লার	...	১০৬
জাঙ্গিয়া	...	৭৯	রফ্লার-শায়ারিং	...	১০৬
ঝোলা	...	৭৯	লেসহেমিং	...	১০৬
টুপী	...	৭৯	ফেলার	...	১০৬
বটুয়া	...	৮৩	পরিশিষ্ট	...	১০৮
কুড়জালী	...	৮৫	সূচীরক্ষণ	...	১০৮
সুজারী	...	৮৬	চুনটকরণ	...	১০৯
প্রক্ষার্ভার	...	৮৭	সাধারণ মন্তব্য	...	১০৯

সীবন-শিক্ষা-সোপান।

সীবন কি।

সীবন বা সেলাই কার্য্য বলিলে ছিন্ন, কর্ত্তিত বা দগ্ধ বস্ত্র সূচী সংলগ্ন সূত্র দ্বারা সংস্কার কিংবা তদ্রূপ একাধিক খণ্ড পরস্পর যোজনা করা বুঝায়। সেলাই কার্য্যের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রথম সূত্রপাত। পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে আস্ত কাপড় কোন মাপ অনুসারে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পুনরায় যুড়িতে হয়, সুতরাং পরিচ্ছদের অঙ্গ বিশেষ কাটা কাপড়ের জন্য প্রথমে মাপ অনুসারে কাপড় কাটা, পরে তাহা যুড়িবার জন্য সেলাই করা, এই দুই প্রকারে সেলাই কার্য্যের প্রয়োজন হয়। সেলাই কার্য্য যত প্রকারের হইতে পারে, তাহা সমস্তই এই দুই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং সীবন বলিলে প্রকৃতার্থে উক্ত দ্বিবিধ প্রক্রিয়ারই উপলব্ধি জন্মে।

মানব জাতির আদিমাবস্থায় বস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ হইলে প্রথমে সেলাইএর যে প্রয়োজন ঘটিয়াছিল, তাহা দৈবাৎ অনবধানতা বশতঃ ছিন্ন, অস্ত্র কর্ত্তিত, কীটদষ্ট বা দগ্ধ, অপচয়িত বস্ত্র বিশেষের যোজনা বা জীর্ণ সংস্কারার্থ, তজ্জন্য মাপ জোক, হিসাব অনুসারে বস্ত্র কর্ত্তনের প্রয়োজন

হইত না। তদবস্থায় সেলাই প্রক্রিয়াই সীবন কার্য্যের প্রথমাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। সূচী-জীবী ব্যক্তিরাও প্রথমে সেলাই প্রক্রিয়াই অভ্যাস করে। তাহাতে সিদ্ধহস্ত হইলে পরে ক্রমশঃ কাপড় কাটিতে শিক্ষা করে। এমতাবস্থায় সীবন কার্য্যে যদিও প্রথমে কাপড় কাটা ও পরে তাহা সেলাই করিয়া যুড়িবার প্রয়োজন হয়, তথাপি শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথমে সেলাই, পরে কাপড় কাটা শিক্ষা করাই যুক্তি যুক্ত। এই হেতু সীবন-শিক্ষা-সোপানে প্রথমেই বিবিধ সেলাইএর প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল। ইহার প্রধান কারণ এই, কাপড় কাটিতে হইলে শরীরের বা অন্য প্রয়োজনের উপযোগী মাপ জোকের হিসাব জানার আবশ্যক হয়। এ বিষয়ে সিদ্ধ হস্ত হইতে হইলে বিস্তর কাপড় কাটিয়া নষ্ট করিয়া অভ্যাস করিতে হয়। কাজে কাজেই নানা প্রকারের কাটা কাপড়ের বিভিন্ন প্রণালীর মাপ ও আকৃতির অনুরূপ কাপড় কাটা তাদৃশ সহজ সাধ্য বিষয় নহে। প্রকৃতার্থেও সীবন কার্য্যের মধ্যে কাপড় কাটাই শক্ত বিষয়, এ জন্য সেলাই কার্য্যে অভিজ্ঞ দক্ষ কর্ত্তকের কর্ত্তিত বস্ত্র সকল দীর্ঘকাল সেলাই দ্বারা এই কার্য্যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে পরে কাপড় কাটা আরম্ভ করিতে হয়, অন্যথায় অজ্ঞতা হেতু ভুলক্রমে কাপড় কাটিয়া ফেলিলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে, বিশেষতঃ মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বস্ত্র অসাবধানে ও ভুলক্রমে কাটিয়া নষ্ট করিলে ক্ষতি পূরণের জন্য দায়িত্ব ঘটিতে পারে, এমত স্থলে প্রথমে সেলাই প্রক্রিয়ায় বিশেষ দক্ষতা জন্মিলে পরে ক্রমে কাপড় কাটিতে সাহস করা কর্ত্তব্য। এই কারণে আমরাও প্রথমে সেলাই মাত্রের সাধারণ সংজ্ঞা ও প্রণালী বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

রিপু কর্ম্ম

সেলাইএর সংজ্ঞা গুলি সমস্তই যাবনিক ভাষাজাত শব্দ। ছিন্ন অথবা দগ্ধ বস্ত্র প্রথমতঃ বস্ত্রের সূত্রের অনুরূপ সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা সংস্কার অর্থাৎ বস্ত্রের টানা ও পড়েনের সূত্রে সূত্রে যোজনা করাকে পারস্য ভাষায় রফু করা বলে। রফু শব্দেরই অপভ্রংশ রিপু কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্যের ও দক্ষতার প্রয়োজন। মনে কর, দশ টাকা যোড়ার ফরাস ডাঙ্গার নূতন ধুতির মধ্যস্থলে অনলের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ পতনে একটী ক্ষুদ্র (সিকির মত) মণ্ডলাকার ছিদ্র হইয়াছে। বস্ত্রের সূত্রের অনুরূপ ২০০ নম্বর সূত্র দ্বারা এমন ভাবে সংস্কার করিতে হইবে, যে রফু করা হইলে বস্ত্রের কোন্ স্থলে অনল কর্ত্তৃক ছিদ্র হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইবে। এক যোড়া উৎকৃষ্ট বহু মূল্যবান কাশ্মীরের শাল অথবা এক খানি বানারসী শাড়ী দীর্ঘকাল অব্যবহৃত ভাবে বাক্সে বন্ধ থাকাতে কীট দষ্ট হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে। তখন রফুকার বস্ত্রের অনুরূপ সূত্র দ্বারা এমন পরিপাটী রূপে রফু করিয়া দিবে; যে উহা বেমালুম পূর্ব্ববৎ হইবে। এরূপ উত্তম রফু কর্ম্মের আজুরাও অল্প নহে।

স্থূল বস্ত্রে রফু করিতে হইলে বস্ত্রের বর্ণের অনুরূপ সূত্র যোগে বস্ত্রের টানা ও পড়েন অনুক্রমে বান প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমতঃ ছিন্ন বা দগ্ধ বস্ত্র কোন একটী পেয়ালা, বাটী, অথবা মৃদ্ভাণ্ডের মুখের উপর বিস্তৃত ভাবে স্থাপন করতঃ পাত্রের তলায় বাঁধিয়া দিবে। কাপড় সটান ও সমান ভাবে বিস্তৃত হইলে রফু করিতে সহজ হয়। তবে অতি সামান্য ভাবে যোড়া দিতে হইলে হাতে ধরিয়াও রফু করা যাইতে পারে। রফু-

কার কি প্রকারে, কত শীঘ্র ও সহজে রফু কর্ম্ম করে একবার দেখিলে অভিজ্ঞান ভাল জন্মিতে পারে। সূঁচে সুতা পরাইয়া প্রথমে টানার দিকের যত থাই আবশ্যক, সুতা গায়গায় সেলাই করিয়া পরে পড়েনের সুতা টানার সুতার মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া বান প্রস্তুত করিলেই স্থূল রফু করা হয়।

সেলাই।

কর্ত্তিত বস্ত্র খণ্ড পরস্পর যোজনার্থ লবকী, লঙ্গড় বা খিলনী, পেস্নুজ, তুরপাই, বখেয়া, জিঞ্জিরা, ওরমা প্রভৃতি নানা প্রকারের সেলাই করিতে হয়। সেলাইএর যে সকল সংজ্ঞা ও প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা সমস্তই যাবনিক ভাষাজাত শব্দ। হিন্দু ভাষায় ও নামে কোন একটী সেলাইও বিদ্যমান নাই। তাহার প্রধান কারণ, উষ্ণ প্রধান ভারতে কাটা কাপড়ের ব্যবহার বড় ছিল না, এবং তজ্জন্যই সূচীজীবী কোনও জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল হিন্দু দরজী দৃষ্ট হয়, তাহারাও মুসলমান দরজীদিগের অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে সেলাই করে, এবং বিভিন্ন সেলাইএর নামও যাবনিক ভাষাতেই ব্যবহার করে। এতৎসংলগ্ন চিত্রে বিবিধ সেলাইএর যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তাহার ১ সংখ্যক লবকী, ২ পেস্নুজ, ৩ তুরপাই, ৪ বখেয়া, ৫ জিঞ্জিরা এবং ৬ ওরমা নিম্নে সবিশেষ বর্ণিত হইল।

সংখ্যা ।
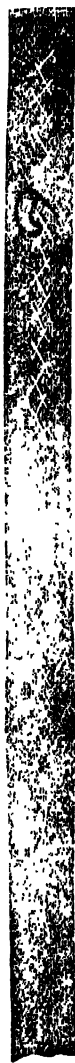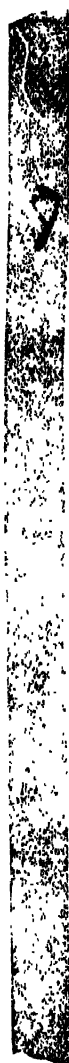
১। লবকী—ইহাকে লঙ্গড় বা খিলনীও বলে। ইহা দ্বারা দুই খণ্ড বস্ত্র একত্র করিয়া দুই তিন অঙ্গুলী ব্যবহিত ভাবে সূত্র প্রবিষ্ট করাইয়া আবদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর উহাতে অনুরূপ সেলাই করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য এই, যেন বস্ত্রের কোন খণ্ড বিচলিত না হইয়া সমানভাবে আবদ্ধ থাকে। ইহার জন্য কেহবা দুই তিন বা অধিক সংখ্যক পীন ব্যবহার কারয়া থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে পীন অপেক্ষা লবকী দ্বারা উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। কলে বখেয়া সেলাই করিতে হইলে পীন অপেক্ষা লবকী দ্বারাই কাজ ভাল হয়। খিলনী দিতে আলেকজাণ্ডারের গুাল ১৫০ কি ১৬০ নং সুতা ব্যবহৃত হয়। সুতা সাধারণতঃ দেড় হাতের অধিক লম্বা লইতে হয় না, কারণ লম্বা সুতায় গাঁট পড়িতে পারে। কথায় বলে "লম্বা সুতা, আহম্মক দরজী," ইহার অর্থ, লম্বা সুতা দ্বারা সেলাই করিতে গৌণ হয় ও গাঁট পড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক খিলনীর সুতা একটু অধিক লম্বা হইলেও ক্ষতি হয় না। সুতা গুলি হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া সূঁচের ধাগা (ছিদ্র) মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া অপর প্রান্তে একটী গাঁট দিবে, তাহার পর গাঁট বাম হস্তে ধরিয়া সুতা একটু টানিয়া লইলেই আর গাঁট পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পেসুজ—এক ধান বা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক অন্তর অন্তর সূঁচের মুখ একবার নীচে, একবার উপরে সম রেখায় ও সমভাবে কাপড়ে প্রবিষ্ট করাইয়া সূত্রবদ্ধ করাকে পেসুজ বলে। যে সেলাই দ্বারা কাঁথা সেলাই করা হয় তাহারই নাম পেসুজ। পেসুজ সেলাই জন্য সূঁচটীর অগ্রভাগ তর্জ্জনী অঙ্গুলীর সহিত সমরেখায় অঙ্গুষ্ঠের প্রচাপনে মধ্যমার মস্তকে পরিহিত অঙ্গুস্তানের উপর সূঁচের মূল স্থাপিত ভাবে ধারণ করিয়া সূঁচ চালাইতে হয়। অঙ্গুস্তানকে অঙ্গুলীত্রাণ বলা যাইতে পারে।

অঙ্গুস্তান দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর মস্তকে না দিলে সূঁচের মূল ঠেলিয়া চালাইতে চালাইতে ক্ষত হয়। কড়া মাড়ওয়ালা কাপড়ে ঘন পেস্নুজ দিয়া সূঁচ ঠেলিয়া বাহির করিতে হইলে অঙ্গুস্তানের সাহায্য ভিন্ন রিক্তাঙ্গুলে কোন ক্রমেই সূঁচ পার করা যায় না। কাপড় বাম হস্তে ধরিয়া প্রতিবার সূঁচ নীচ উপর ভাবে পেস্নুজ সেলাই কালীন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ উত্থান ও পতন গতি বিশিষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠের প্রচাপনে এবং মধ্যমার প্রচালনায় দ্রুত গতিতে সূঁচ চলিতে থাকে। সেলাই কাজে যে যত সিদ্ধ হস্ত, সে তত উত্তম অথচ দ্রুত পেস্নুজ দিতে পারে। পেস্নুজ সেলাই কাপড়ের সদর মফস্বল অর্থাৎ উপর নীচ বা ভিতর বাহির উভয় দিকেই সমান ঘন ও সমরেখায় হইতে হয়। কোন পাকা দরজী কি প্রকারে সূঁচ ধরিয়া পেস্নুজ দেয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়া তদনুরূপ অভ্যাস করিতে হয়। সীবন চিত্রে যে ২ সংখ্যক প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল তাহার সাদা চিহ্ন গুলি পেস্নুজের দৃষ্টান্ত। সমরেখায় পেস্নুজ সেলাই জন্য কাপড় ভাঁজ দিয়া ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, নচেৎ শিক্ষার্থীর পেস্নুজ বক্রগতি হইবার সম্ভাবনা।

৩। তুরপাই—বিছানার চাদরের মুড়ি সেলাই জন্য তুরপাই ব্যবহৃত হয়। কাপড়ের প্রান্তভাগ ভাঁজ দিয়া বা মোড়াইয়া সীবন চিত্রে প্রদর্শিত (৩) প্রতিকৃতির অনুরূপ সূক্ষ্ম সেলাইএর নাম তুরপাই। দুই খণ্ড কাপড় একত্র যোড়া দিতে হইলে উহার যোড় বা দরজ যত চওড়া হওয়া উচিত, সেইরূপ ব্যবধানে নীচের পাট হইতে উপরের পাট সরাইয়া খিলনী দ্বারা আবদ্ধ করতঃ প্রথমে পেস্নুজ দিতে হয়, তাহার পর নীচের বড় পাট মুড়িয়া দরজ সর্ব্বত্র সমান চওড়া ভাবে তুরপাই করিতে হয়। দরজ অর্থ যোড়া করে বলিয়া দরজী বা দর্জী শব্দের বুৎপত্তি জন্মে। দরজ ভাঁজ দিয়া আসল কাপড় ও ভাঁজ সূঁচ দ্বারা ফুঁড়িয়া সেলাই

করাই তুরপাই। তুরপাই ভাল করিতে পারিলে দরজের বিপরীত (কাপড়ের সদর) দিকে সেলাইএর ফোঁড তেমন ফুটিয়া বাহির হয় না, কেবল কাপড়ের সুতার এক এক তারে সূঁচের সুতা আবদ্ধভাবে ঘন ও সরু তুরপাই হয়। কাপড়ের মফস্বল অর্থাৎ ভিতরদিকে তুরপাই করিতে হয়। যে সময়ে সেলাইএর কল আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কাটা কাপড়ের দাওন অর্থাৎ নিম্নপ্রান্তে তুরপাই করা হইত। পার্সী দাওন হইতে ইংরেজী Down ডাউন শব্দ পরিগৃহীত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। চাপকান চোগা, কুর্ত্তার নিম্নস্থিত প্রান্তকে মুসলমান দর্জী দাওন বলে, সাহেব দর্জী ডাউন বলে। আদ্ধি, তঞ্জেব, মলমল প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যাহা কলে ভাল সেলাই হয় না, তাহা এখনও দর্জীরা হাতে দরজ দাওন তুরপাই করে। কলে স্থূল বস্ত্রের মোটা দরজ ভাল বখেয়া হয়, কিন্তু তঞ্জেবের পাঞ্জাবী হাতে পেসুজ তুরপাই দ্বারা সেলাই করিতে যেমন শ্রম অধিক, তেমনই উহার আজুরাও অধিক। এরূপ সরু কাপড়ের দরজ অতি সরু ও ঈষৎ গোল হয়, সুতরাং তাহার উপর দিয়া কলের বখেয়া হইতে পারে না। এইরূপ তুরপাই জন্য ১০ নম্বরের সরু সূঁচ ও ২০০ নম্বর আলেক-জাণ্ডার গুলি সুতা ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থলে দর্জী স্বয়ং সুতা পাকাইয়া লয়। যে কাপড় সেলাই করিতে হয় তাহার তিন থাই সুতা একত্রে পাকাইয়া ঈষৎ আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া লইলেই বস্ত্রের উপযোগী সুতা হয়। বিলাতি সূতা অপেক্ষা হাতে পাকান সুতা শক্ত হয় এবং কলের সেলাই অপেক্ষা হাতের সেলাই টিকে বেশী।

৪। বখেয়া—বখেয়া সেলাই করিতে হইলে প্রথমে সূঁচ দ্বারা একটী পেসুজ দিয়া যে স্থান হইতে সূঁচ কাপড়ে প্রবিষ্ট হইয়া নীচ হইতে উপরে উঠিয়াছিল, সেই স্থানের মধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ আর একটী পেসুজ দিলেই বখেয়ার একটী পেঁচ সেলাই হইল, তাহার পর

পুনরায় দ্বিতীয় পেস্থজের মধ্যস্থলে স্ঁচ প্রবিষ্ট হইলে বখেয়ার দ্বিতীয় পেঁচ পড়িবে, এইরূপে সম ব্যবহিত পেস্থজ ও পেঁচ অনুক্রমে সেলাই স্থতায় টান রাখিয়া করিলেই বখেয়া হইবে। বখেয়ার পেস্থজ যত ঘন ও পেঁচ যত ক্ষুদ্র হয়, ততই সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য সেলাই হয়। বখেয়া কাপড়ের সদর দিকে করিতে হয়। সদর দিকে পর পর মৎস্য ডিম্বের ন্যায় বখেয়ার ক্ষুদ্র পেঁচ গুলি সরল রেখায় পড়িতে থাকে, কিন্তু উহার বিপরীত মফস্বল দিকে পেস্থজের দূরত্ব অনুসারে বড় বড় পেঁচ পড়াতে সকল সেলাই অপেক্ষা বখেয়া সেলাই বিলক্ষণ দৃঢ় হয়। এই হেতু যে সুতা দ্বারা পেস্থজ ও তুরপাই করা হয়, তদপেক্ষা ঈষৎ স্থূল ও দৃঢ় সুতা দ্বারা বখেয়া দিতে হয়। সরু স্থতার বখেয়ার পেঁচ গুলি সুদৃশ্য হয় না। সেলাই কার্য্যে যে সকল স্থানে বখেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা নিতান্ত অল্প নহে। চাপকান, চোগা, কুর্ত্তা, পাঞ্জাবী, ঘাগরা প্রভৃতি যে সকল কাপড়ের দাওন সঞ্জাবদার হয়, তাহাতে সঞ্জাব যুক্ত স্থান মাত্রই বখেয়া ও তুরপাই করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কাজ পটি, কোটের পকেট, সামনা, কলার অনেক স্থলে বখেয়া দিতে হয়। তদ্রূপ বহু স্থলে হাতে বখেয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয়, এজন্য চর্ম্মকারের পাদুকা সেলাইএর অনুকরণে নীচে উপরে দুইটী সূত্র দ্বারা বখেয়া দিবার জন্য সেলাইএর কলের সৃষ্টি হইয়াছে। কলে বখেয়া ভিন্ন অন্য সেলাই হয় না। কলের বখেয়া সরু, মোটা ও সমব্যবহিত বলিয়া দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই অতি অল্প সময় সাপেক্ষ। অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বে যে সকল স্থানে তুরপাই করা হইত, তাহা এক্ষণে কলের বখেয়া দ্বারা সেলাই করা হয়। কলে গুলি সুতায়ও বখেয়া হয়, কিন্তু কাঠে জড়ান অমার্জ্জিত সুতাই কলের কাজে উত্তম। খুব মাজা সুতা কলে চলে না।

৫। জিঞ্জিরা—ফ্লানেল, কাশ্মীরা প্রভৃতি যে সকল স্থূল উর্ণাবস্ত্র মুড়িয়া সেলাই করিলে দরজ অতিশয় পুরু হয়, তাহা চিরিয়া ভিতরে

জিঞ্জিরা সেলাই করিতে হয়। জিঞ্জিরা সেলাইকে ইংরেজীতে হেরিংবোন্ সেলাই বলে। হেরিং নামক মৎস্যের বোন অর্থাৎ কাঁটার ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি সেলাইকে ঐ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশেও বোয়াল মৎস্যের গাত্র চর্ম্মের চিহ্নানুরূপ বোয়াল গাঁথনী নামক এক প্রকার জিঞ্জিরা সেলাই প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত হেরিংবোন জিঞ্জিরা বস্ত্রের যোড়ার উপরের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে হয়, কিন্তু বোলায় গাঁথনী তুরপাই বখেয়ার ন্যায় বস্ত্রের নিম্ন প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। দুই পাট কাপড় পরস্পর প্রান্ত দ্বয় পাশে পাশে সেলাই করিতে হইলেই বোয়াল গাঁথনীর প্রয়োজন হয়। সীবন চিত্রে চারি প্রকারের জিঞ্জিরার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। সূচী চালনা দৃষ্টে ঐ সকলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জিঞ্জিরার অনুকরণ করা যাইতে পারিবে, সুতরাং উহাদিগের প্রণালী ও প্রক্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। চতুর্থ চিত্রানুরূপ জিঞ্জিরার জন্য প্রথমে তিনটী সমরৈখিক ও সমব্যবহিত পেসুজ সেলাই করিয়া পরে সমকৌণিক জিঞ্জিরা সেলাই করিতে হয়।

৬। ওরমা।—ওরমা অতি সহজ সেলাই। কাশ্মীরা বনাত, সার্জ্জ প্রভৃতি স্থূল ঊর্ণাবস্ত্রের যে সকল যুগ্মপ্রান্ত (আস্তর হীন পরিচ্ছদের মোহড়ার ভিতর দিকের যোড়ার কাপড়) পেসুজ, তুরপাই দ্বারা সেলাই করিলে স্থূল রজ্জুবৎ হয়, তাহা প্রথমে দুই পাট একত্রে ভিতরে বখেয়া দ্বারা যুড়িয়া পরে বস্ত্রের বর্ণানুরূপ সূত্র দ্বারা শিথিল ভাবে ফাঁক ফাঁকরূপে তুরপাই করাকে ওরমা বলে। ইহার উদ্দেশ্য, বস্ত্রের প্রান্তস্থিত সূত্র ব্যবহার কালীন বিচ্যুত না হয়, অর্থাৎ খুলিয়া বাহির হইয়া না পড়ে। ওরমা না করিলে কাপড়ের বানের সুতা খশিয়া যায়।

ইহার পর বোতামের কাজ ঘর, আই হুক টাঁকা, হাড়ের বোতাম

মোড়া, কাপড়ে বেল, লেস, ফিতা ও কার বসান, ফুল তোলা, নাম লেখা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সেলাই শিখিতে হয়। এই সকল কাজের জন্য এক খানি এম্ব্রয়ডারী (কার চুবী) কর্ত্তনী (কাঁচী) ব্যবহার করিতে হয়।

কাজ ঘর।—বোতাম প্রবিষ্ট হইবার জন্য যে সকল ঘর কাটিয়া সূত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে সেলাই করিতে হয়, তাহার নাম কাজ ঘর, ইংরেজীতে বটন্ হোল্ বলে। ক্ষুদ্র কাঁচী দ্বারা বোতামের পরিমাণ মত ঘর গুলি খুব সোজা ভাবে কাটিয়া তাহার মুখের দিকে অর্থাৎ যে দিকে বোতামের মূল দেশ টান পড়িতে পারে, সেই প্রান্ত ক্ষুদ্র নলকের ন্যায় ঈষৎ গোল ভাবে সাঁবন চিত্রে প্রদর্শিত আকৃতিতে কাটিতে হয়। তাহার পর কাজ বাঁধিবার সময় যাহাতে সুতা বাহির হইতে না পারে, এরূপ ভাবে ওরমা করিয়া লইলে ভাল হয়। কেহ কেহ কাজ ঘরের মূল দিক হইতে দুই ফের সুতা সরল রেখার ন্যায় দুই পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া লয়। কেহ বা উত্তম রেসমী টুইষ্ট সুতার দ্বারা কাজ বাঁধিবার সময় একটী পাকান মার্জ্জিত ডুরী কাজের মুখে ধরিয়া তদুপরি কাজ বাঁধিয়া থাকে। কাজের মূল স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উপরের দিক হইতে দক্ষিণ হস্তের দিকে কাজ বাঁধিতে হয়। সূঁচের মুখ কাপড়ের নীচ হইতে প্রবিষ্ট ভাবে উপরে তুলিয়া সূঁচের রন্ধ্র সংলগ্ন সূত্র ঘুরাইয়া সূঁচের মুখে একটী ফাঁদ দিয়া সূঁচ সহ সুতা সম্মুখের দিকে জোরে টানিয়া লইতে হয়। সুতার ফাঁদ কাজের সম্মুখে একটী গ্রন্থির ন্যায় দৃষ্টি হয়। সুতা ঢিলা থাকিলে হাতে টানিয়া দিতে হয়। তাহার পর ক্রমে সুতার গায় গায় ঐরূপ এক একটী ফাঁদ যুক্ত গ্রন্থি দিতে দিতে সমস্ত কাজ ঘরটী বেষ্টন করিয়া পুনরায় মূল স্থানে আসিয়া কর্ত্তিত মূলের উভয় প্রান্ত দুই পেঁচ বখেয়া দিয়া তাহার উপর দুইটী ফাঁদ যুক্ত গ্রন্থি দিলেই কাজ ঘর শেষ হইল। এই শেষোক্ত দুই পেঁচ বখেয়া ও তদুপরি গ্রন্থি দেওয়াকে মচ্‌কা বলে। মচ্‌কা

দিয়া সুতা ছিঁড়িয়া লইবে এবং কাজের গোল দিকে একটী সুগোল ইলিস-পীন (সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকা) প্রবিষ্ট করাইয়া অথবা কাঁচীর অগ্রভাগ দ্বারা কাজ ঘরটী টানিয়া দিলেই উহা নলকবৎ সুদৃশ্য হইবে। এইরূপ কাজ ঘরকে দর্জিরা চেরাগী ঘর বলে, কারণ উহা চেরাকের (প্রদীপের) ন্যায় দেখায়।

কাজ ঘর ৭০ হইতে ৯০ নম্বর আলেকজাণ্ডার গুলি সুতা দ্বারা অথবা রেসমী ও পশমী কাপড় হইলে তাহার বর্ণানুরূপ রেসমী টুইষ্ট নামক সূত্র দ্বারা বাঁধিতে হয়। সরু সুতায় কাজ ভাল হয় না। চিত্রে প্রদর্শিত আকৃতি ও প্রণালী অনুসারে কোন সুদক্ষ দর্জীর নিকট কাজ ঘর বাঁধা দেখিয়া লইলেই ভাল হয়, নচেৎ নিজের বহু প্রয়াসে ও অভ্যাসেও ভাল কাজ ঘর হওয়া কঠিন। কাজ ঘরের সেলাই অর্থাৎ ফাঁদ পড়া মুখ যত সরু, সমান ও দৃঢ় হয় ততই দেখিতে সুশ্রী হয়। সেলাইএর কলের সহিত কাজ ঘর বাঁধিবার যন্ত্র সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ যন্ত্রে কলে কাজ ঘর বাঁধিতে পারিলে শ্রম লাঘব হয় বটে, কিন্তু সীবন শিক্ষার্থীর পক্ষে হাতে কাজ ঘর বাঁধিতে শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

১ চিত্র।

আই হুক।—যে সকল পরিচ্ছেদে বোতাম লাগাইতে হয় না, অথবা লাগাইবার সুবিধা হয় না, অর্থাৎ যে সকল স্থানের সংবদ্ধতা অদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়, সেই সকল স্থলে পিতলের কিংবা লোহার আই হুক বসাইতে হয়। দক্ষিণ দিকে হুক ও বাম দিকে আই বসাইবার নিয়ম। সাধারণতঃ কষা কাপড়েই আই হুক বসাইতে হয়, সুতরাং খুব শক্ত সুতা দ্বারা উহা টাঁকিতে, হয়, কারণ আঁটা কাপড়ে সর্ব্বদাই টান পড়ে এবং তদ্রূপ টানা টানিতে শীঘ্রই ঢিলা হইয়া হুক খসিয়া যাইতে পারে।

আই হুক দুই প্রকারে টাঁকিতে পারা যায়। (১) প্রথমে যে যে স্থানে আই হুক বসিবে তথায় পেন্সিল যোগে চিহ্ন করিয়া হুকের আঁকসির মত বক্র মুখ নীচের দিকে রাখিয়া উহার মূলস্থিত অঙ্গুরীর মত গোল অংশ দ্বয়ের উপর সুতা জড়াইয়া দৃঢ় আবদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর অঙ্গুরী যুগলের সন্ধি স্থলে বখেয়ার মত দুই তিনটী পেঁচ দিয়া মচকা দিবে। ডবল সুতা দ্বারা জড়ান ও মচকা দিলেও হয়।

(২) মোটা সুতা দ্বারা হুকের ও আইএর অঙ্গুরী যুগল এক একটী করিয়া কাজ ঘরের ফাঁদ যুক্ত গ্রন্থিবৎ জড়াইয়া সেলাই করিতে হয়। গ্রন্থি গুলি অঙ্গুরীর বাহিরের দিকে পড়িতে হয়। গ্রন্থি ভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় প্রকার সেলাইএরই প্রণালী প্রায় একই রূপ।

কেহ কেহ আইএর পরিবর্ত্তে মোটা সুতার আই প্রস্তুত করে। উপর্যুপরি তিনটী বখেয়ার পেঁচ দিয়া উপরের ৩ থাই সুতা একত্রে ফাঁদ গ্রন্থি দ্বারা কাজ ঘরের সেলাইএর মত বাঁধিয়া দিলেই এই কৃত্রিম আই প্রস্তুত হয়। যে কাপড় বারংবার ধৌত হয় তাহাতে আই হুক বসান উচিত নয়, কারণ ধোপার ধোতের আঘাতে ও ইস্ত্রির চাপ দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায়।

বোতাম মোড়াই।—পশুবিশেষের স্থূল হাড় কাটিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার সুগোল পাতলা খণ্ড যাহাকে হাড়ের বোতাম বলে, তাহা পরিচ্ছদের অনুরূপ বর্ণের বস্ত্র দ্বারা মুড়িয়া ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ে বস্ত্রের অনুরূপ বর্ণের বোতাম পাওয়া যায় না, তখন হাড়ের বোতাম কাপড় মুড়িয়া ব্যবহার করিতে হয়। বিলাতি হরণ বোতাম নামক হাড়ের বোতাম অপেক্ষা কলিকাতার হাড় কাটা গলির তৈয়ারি হাড়ের বোতাম অনেক সুলভ। কোটের উপযোগী বড় বোতাম শতকরা আট আনা, ওয়েষ্ট কোটের বোতাম শতকরা ১০ আনা মাত্র। পরিত্যক্ত ছাঁট

কাপড় দ্বারাই হাড়ের বোতাম মোড়াই করা হয়। তজ্জন্য পৃথক কাপড় আবশ্যক হয় না। কাপড়ের উপর হাড়ের বোতামটী রাখিয়া চতুর্দ্দিকে পেন্সিলের দাগ করিয়া অথবা বোতামটী টুকরা কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া মুড়িয়া দিলে যে দাগ পড়ে তাহার চতুর্দ্দিকে বোতামের উপরের পৃষ্ঠ আবরণের উপযোগী কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে গোলাকারে কাপড় কাটিয়া গ্রন্থিযুক্ত শক্ত সুতা দ্বারা ঘন পেসুজ চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দিতে হয়, তাহার পর মধ্যে হাড়ের বোতামটী স্থাপন করিয়া সুতা টানিলেই পার্শ্ব প্রদর্শিত

২ চিত্র।
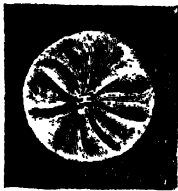
ভাবে বোতাম মোড়ান হয়। তখন সেলাই দ্বারা উৎপন্ন বস্ত্রের কুঞ্চিৎ মুখগুলি পরস্পর সূত্র দ্বারা টানিয়া দৃঢ়াবদ্ধ করিলেই পরিচ্ছদে বসাইবার যোগ্য হয়। অতি সূক্ষ্ম রেসমী কাপড়ের দ্বারা মোড়াই করিতে হইলে অপর একখণ্ড সুতি কাপড় ভিতরে অস্তররূপে দিয়া দুই খণ্ড একত্রে পেসুজ দিয়া বোতাম মুড়িতে হয়। অস্তর না দিলে সূক্ষ্ম রেসমী কাপড় ব্যবহারে অল্প সময় মধ্যেই সুতা বাহির হইয়া ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য হইবে।

বোতাম টাঁকা—কাপড়ে বোতাম টাঁকা, বা বসান মোটা শক্ত সুতা দ্বারাই ভাল হয়। ইহার জন্য সূঁচও একটু বড় রকমের আবশ্যক। সূঁচের সুতা ডবল করিয়া প্রান্তে একটী গাঁঠ দিবে। কাজঘরের কাজপটী বোতাম বসাইবার বোতাম পটীর উপর স্থাপন করিয়া কাজের ছিদ্রানুরূপ পেন্সিলের দাগ করিতে হয়। ডবল সুতার গাঁট সেই দাগের উপর পড়িবার জন্য সূঁচটী উপর হইতে নীচে পার করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইতে পুনরায় উপরে উঠিতে হয়, তখন বোতামের নিম্নস্থিত ছিদ্র পথে সূঁচ উঠিয়া চারিটী ছিদ্র থাকিলে কোণা কোণি ভাবে অর্থাৎ যাহাতে এক ছিদ্রের পার্শ্ববর্ত্তী অপর ছিদ্র ত্যাগ করিয়া তাহার পরবর্ত্তী তৃতীয় ছিদ্র

পথে সূঁচ প্রবিষ্ট হইয়া কাপড়ের নিম্নে বাহির হইতে পারে। এইরূপে তিনবার ঐরূপ কোণাকোণি ভাবে তিন পেঁচ ডবল সুতা উপর নীচে জড়ান হইলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রন্ধ্র পথে আর তিন পেঁচ জড়াইতে হইবে। তাহার পর সূঁচটী বোতামের তলায় বাহির করিয়া উভয় কোণাকোণি পেঁচের মূলে তিন পেঁচ বেষ্টন করাইয়া সূঁচ কাপড়ের নিম্নে বাহির করাইয়া দুইটী বখেয়া দ্বারা সুতার মুখ বন্ধ করিয়া কাটিয়া দিবে। ইহারই নাম বোতাম টাঁকা। বোতামের মূলে বন্ধনীবৎ তিন পেঁচ বেষ্টন সুতা দ্বারা বোতামের তলাস্থিত মূল গোল ও দৃঢ় হয়।

লেস, ফিতা, কারবসান—অনেক সময়ে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের পরিচ্ছদে লেস বসাইতে হয়। লেস গজ হিসাবে বিক্রয় হয়। লেস দ্বারা পরিচ্ছদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন উপকার বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। প্রথমে ঘন ঘন লবকী দ্বারা লেস কাপড়ে সংলগ্ন করিয়া পরে কলে বা হাতে বখেয়া দিতে হয়। বখেয়ার পরিবর্ত্তে তুরপাই করিলেও চলিতে পারে।

অনেক স্থলে ফিতা বসাইবার প্রয়োজন হয়। কলে বখেয়া দিবার সুবিধা না হইলে ফিতার উভয় পাশই তুরপাই করিতে হয়। ফিতার বর্ণের অনুরূপ সুতা দ্বারা সেলাই করিতে হয়। বখেয়া তুরপাই না করিয়া কোন স্থলে সরু জিঞ্জিরা দ্বারা আবদ্ধ করিলেও সুদৃশ্য হয়।

কার দ্বারা নানা আকৃতির ফুল, লতা, অক্ষরের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা যায়। অধিকাংশ কারই পেসুজ, কোন স্থলে তুরপাই দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়, তবে চেপ্টা কারে কলে বখেয়া দিতে পারা যায়। অনেকে টুপীর উপর রেসমের চেপ্টা কার দ্বারা নানা নকসা প্রস্তুত করে। কোন কাগজে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া তদনুরূপ কারের ফুল, লতা, পত্র, নাম ধাম, প্রস্তুত করিতে হয়। যে স্থানে যেরূপ সেলাই করিলে কার

দৃঢ়াবদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ অবস্থা বুঝিয়া পেসুজ, তুরপাই, বখেয়া করিবে।

ফুল তোলা—কাপড়ে ফুল, লতা, পত্রাদি তুলিবার জন্য রঞ্জিত উল, রেসমী সুতা ব্যবহৃত হয়। তন্তুধরের তন্ত্র অর্থাৎ বস্ত্র বয়নের যন্ত্রের অনুরূপ একটী ৩ হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রস্থ ও এক হাত উচ্চ চারিটী পায়া যুক্ত একটী কাঠের ফ্রেম প্রস্তুত করিয়া যে কাপড়ে ফুল তোলা হইবে তাহার চতুর্দ্দিকে শক্ত সুতা দ্বারা বড় বড় তুরপাইএর মত টাঁকা দিয়া সমান ও সটান ভাবে আবদ্ধ করিবে। ফুলের চিত্র নানা বর্ণের অঙ্কিত পাওয়া যায়। সময় বিশেষে কাগজে স্বয়ং চিত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তাহার পর ঐ চিত্রের অবিকল অনুরূপ কাঠের স্থূল রেখা যুক্ত নমুনা প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ গঁদের জলে খড়িমাটী গুলিয়া একটী কাপড়ের পুরু প্যাডে মাখাইয়া তাহাতে কাঠের নমুনা চাপিয়া ফুল তুলিবার কাপড়ে চাপিয়া দাগ করিতে হয়। খড়ির দাগ শুষ্ক হইলে তদনুসারে রেসম, জরি অথবা উল দ্বারা ফুল তুলিতে হয়। ফুলের স্থূল রেখা গুলি সেলাই করিয়া পরে কাগজে অঙ্কিত নানা বর্ণের চিত্রানুরূপ নানা রঙের রেসম কিংবা উল দ্বারা ফুলের সর্ব্বাবয়ব প্রস্তুত করিতে হয়। কাঠের ফ্রেমের নীচের দিকে বাম হস্ত এবং উপরে দক্ষিণ হস্তে সূঁচ ধরিয়া ফুল তুলিতে হয়। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত পাকা কারিগরেরা কোনরূপ নমুনা না হইলেও ফ্রেম অভাবে কেবল হাতে ধরিয়া নানারূপ নকসার ফুল তুলিতে পরে। কাঠের ফ্রেম ছোট বড় নানা প্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ মখমল ও বনাতের উপরই কারচুবীর কাজ অধিক হয়। জরির সুতার যে কাজ হয় তাহাকে কলাবত্তু বলে। এরূপ উৎকৃষ্ট সীবন কার্য্য ফ্রেম না হইলে ভাল হয় না।

বঙ্গের কোন কোন স্থানের স্ত্রী লোকেরা সাদা নয়নসুক কাপড়ে

উলের পাড় ও ফুল তুলিয়া থাকেন। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের স্ত্রীলোকেরা জামিয়ার ও শালের এরূপ দৌউর অর্থ দুই দিক সমান, দৌরদার হাঁসিয়া ও চারি কোণে কলকা প্রস্তুত করেন, যে দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। রামপুরী চাদরে যে রেসমের চারু কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করেন। ফলতঃ এরূপ উচ্চাঙ্গের সেলাই স্ত্রীলোক দিগের মসৃণ হস্তের কোমলাঙ্গুলী যোগেই ভাল হয়। আজ কাল বিলাতি র‍্যাপারে রেসমের ফুল তোলা যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও স্ত্রীলোক দিগেরই সীবন নৈপুণ্যের পরিচয়। সেলাইএর কলেও একপ্রকার এম্ব্রয়ডারী অর্থাৎ কাবচুবীর কাজ হয়, কিন্তু কলাবত্তু হাতে ভিন্ন মেশিনে হইতে পারে না। স্বর্ণ ও রজত তন্তুর সহিত মণি মাণিক্যের সমাবেশ কলের কর্ম্ম নহে।

দ্বিতীয় সীবন চিত্রে উহার কতিপয় প্রকার নক্সা সেলাইএর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। ১ সংখ্যক চিত্রে যে একটী পত্রের অনুকৃতি প্রদত্ত হইল, উহার মূল রেখাগুলি ক্ষুদ্র পেসুজ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া পরে উল দ্বারা পেসুজের ঘরে ঘরে সূঁচ প্রবিষ্ট করাইলেই পত্র সম্পূর্ণ হইবে। ২ সংখ্যক চিত্রের জন্যও প্রথমে পেসুজ দ্বারা মূল রেখাগুলি অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শিত ভাবে সূঁচ নীচে উপরে চালনা করিলে কাপড়ের উভয় দিকেই সমান ভাবে আবৃত হইবে। এইরূপ সেলাইকে দোরোখা বা দ্বিমুখী বলা যাইতে পারে। ৩ সংখ্যক চিত্র দ্বারাও কাপড়ের সদর মফস্বল উভয়দিকে সমানভাবে ফুল তোলা যাইতে পারে। ইহাও এক প্রকার দোরোখা সেলাই, এবং এই প্রকারেই শালের হাঁসিয়া উভয় দিকেই সমান ভাবে কারচুবী করা হয়। সাদা ও রঙ্গীন আলোয়ানেও অপ্রশস্ত রেসমী হাঁসিয়া উভয় দিক বা রোখ সমান ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪ সংখ্যক চিত্রে উল দ্বারা গাঁট দেওয়া ভাবে শেলাই করা
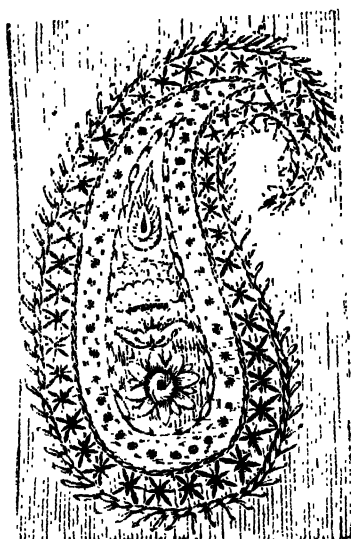
১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত শালের কল্কা এক রোখা অথবা দোরেখা উভয় প্রকারই হইতে পারে।

হয়। ৫ সংখ্যক চিত্রানুরূপ জড়ান চেন সেলাই করা হয়। প্রদর্শিত-রূপে সূঁচ কাপড়ে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্র আকর্ষিত হইলেই জিঞ্জির (শৃঙ্খল) বা চেনের নক্‌সা প্রস্তুত হইবে। ইহা জিঞ্জিরার প্রকার ভেদ মাত্র, উদ্ধ হইতে নিম্নগামী ভাবে সেলাই করিতে হয়।

৭টি চিত্রের পৃথক ব্লক সেলাই প্রকরণের শেষে দ্রষ্টব্য।

হনিকোম্—বালিকা ও স্ত্রীলোক দিগের পরিচ্ছদে নিম্ন প্রদর্শিত বরফীর আকৃতি হনিকোম্ অর্থ মধুচক্রের মধুর আধারবৎ প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত

৩ চিত্র।
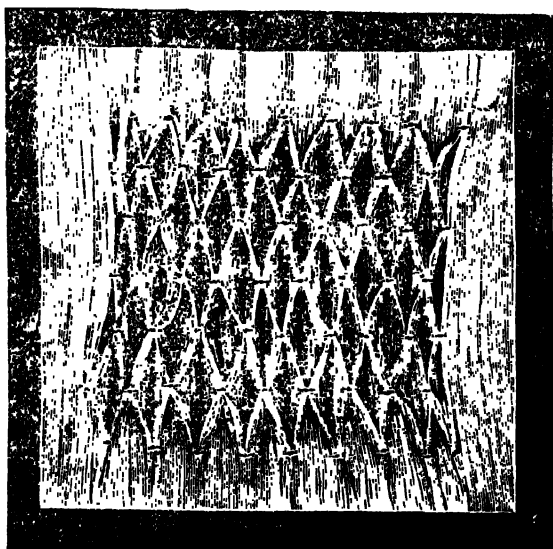
করা হয়। ইহা সূত্র দ্বারা আবদ্ধ ও আকর্ষিত বস্ত্রের চতুষ্কোণ ঘর। প্রথমে কাপড়ের উভয় অথবা এক প্রান্তে সমব্যবহিত বড় বড় পেসুজ

দ্বারা প্লেট রচনা করিতে হয়। প্লেট গুলি একটির অর্দ্ধাংশের উপর আর একটি পতিত হইতে হয়। তাহার পর প্রথম ও দ্বিতীয় প্লেটের প্রান্তদ্বয় একত্রে বখেয়া দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, পুনরায় আর দুই ফের বখেয়া দিয়া তাহার উপর মচ্কা দিবে, তাহার পর ক্ষুদ্র কাঁচী দ্বারা সূতা কাটিয়া প্রান্তে গ্রন্থি দিয়া প্রদর্শিত ভাবে দ্বিতীয় প্লেটের দ্বিতীয় প্রান্তে ও তৃতীয় প্লেটের প্রথম প্রান্তদ্বয় একত্রে পূর্ব্ববৎ তিনটি বখেয়া ও দুইটি মচ্কা দিয়া সূতা কাটিয়া তৃতীয় প্লেটের দ্বিতীয় প্রান্ত ও চতুর্থ প্লেটের প্রথম একত্রে পূর্ব্ববৎ বখেয়া মচ্কা দ্বারা ক্রমে প্রথম শ্রেণীর প্রান্তগুলি শেষ করিবে। তাহার নিম্নে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থি প্রস্তুত কালীন পূর্ব্ববৎ প্রথম ও দ্বিতীয় প্লেটের প্রান্তদ্বয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্লেটের প্রান্তদ্বয় এবং ক্রমে দুইটি দুইটি প্লেটের প্রান্তদ্বয় একত্রে বখেয়া মচ্কা দ্বারা সেলাই করিবে। তাহার নিম্নে প্রথম শ্রেণীর প্লেটগুলির ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থি বখেয়া মচ্কা দ্বারা প্রস্তুত করিলেই বরফীর ন্যায় লম্বা চতুষ্কোণ এক সারি ঘর প্রস্তুত হইবে। তাহার নিম্নে দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায় চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থি সেলাই করিলে দ্বিতীয় সারির ঘরগুলি প্রস্তুত হইবে। এইরূপে শ্রেণীর নিম্নে শ্রেণী পরম্পরা হনিকোম রচনা শেষ করিবে।

মার্ক তোলা। বনাত, কাশ্মীরা প্রভৃতি যে সকল স্থূল বস্ত্রে ভাঁজ দিলে সূতি কাপড়ের মত দাগ বসে না, তাহার সামনার কাজ ঘরের এবং বোতামের যে দুই পাট কাপড়, তাহাতে দুই পার্শ্বে দুইটি জেব বা পকেট বসাইতে হইলে, অনুমানে না বসাইয়া উভয় জেবই উভয় পাটের সমান স্থানে বসাইবার প্রয়োজন। তখন সূতা দ্বারা মার্ক (Mark) চিহ্ন তুলিতে হয়। দুইটি পাট কাপড় সমান ভাবে ধরিয়া উভয় সদর দিক মধ্যে রাখিয়া, যে স্থানে যত বড় পকেট বসিবে তাহা পেন্সিল বা খড়ি মাটি দ্বারা দাগ করিয়া, সেই দাগে দাগে একটু বড় রকম পেসুজ

দিবে। তাহার পর প্রত্যেক পেসুজের ঘরের সুতা এক একটি করিয়া টানিয়া এক অঙ্গুলী পরিমাণে তুলিয়া দিবে। তাহার পর দুই পাট কাপড় পৃথক করিবার মত টানিলে সেই তোলা সুতা উভয় পাটের মধ্যে দৃষ্ট হইবে; তখন সাবধানে কাঁচী দিয়া কাটিয়া দিলেই পেসুজের সুতা অর্দ্ধার্দ্ধি ভাবে উভয় পাটের উপর দৃষ্ট হইবে। ইহারই নাম মার্কা তোলা। এই মার্কা বা চিহ্ন অনুসারে পকেট বসাইতে অথবা কাটা পকেট হইলে মুখ কাটিতে হয়। ইহাতে উভয় পাটের সমান স্থানেই দুই পকেট বসাইতে আর ভ্রম হয় না।

বস্ত্র কর্ত্তন।

কাটা কাপড় বা পরিচ্ছদ কতকগুলি পুরুষের, আর কতকগুলি স্ত্রী-লোকের ব্যবহার্য্য। পুরুষের জন্য কোট জ্যাকেট, পান্ট্‌লন, পায়জামা, নিকার বকার, জাঙ্গিয়া, লেঙ্গোটা, ওয়েষ্ট কোট, সিনাবন্ধ বা ফতুই. মির-জাই, কামীজ. পঞ্জাবা, কুর্ত্তা, নিমা, চাপকান, আচকান, চোগা, ওভার কোট, অলষ্টার, জুব্বা, টুপী প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের জন্য সেমিজ, কুর্ত্তা, পায়জামা, পেটীকোট, জ্যাকেট. গাউন, ঘাগরা. পেশো-য়াজ, বডিস, ব্লোজ, কেমিসোল, কাঁচলী, পেনিফোর, ফ্রক, কম্বাইনেশন, ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরোক্ত উভয় প্রকার পরিচ্ছদই কতক-গুলি মুসলমানী নামে এবং কতকগুলি ইংরেজী নামে পরিচিত। বিশুদ্ধ হিন্দু নামের কোন অঙ্গরক্ষা বা পরিচ্ছদই প্রচলিত নাই; তাহার কারণ এই, আর্য্য সন্তানেরা ধটি (ধুতি) উত্তরীয় (উড়ানী) ও উষ্ণিস প্রভৃতি যে সকল গাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহার কোনটিই কাপড় কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইত না,. এজন্য ভারতে আর্য্যজাতির প্রাধান্য সময়ে সেলাই কাজ প্রকৃত পক্ষে ছিল কিনা, তাহা বলা যায় না;

কারণ, রাজাদিগের ব্যবহার্য্য কোন কোন পরিচ্ছদ প্রচলিত থাকিলেও তাহার এবং তাহা সেলাইএর কোন নাম এদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেলাই করা শীত বস্ত্রের মধ্যে দোলাই, দুপাট্টা, বালাপোশ, সুজনী, লেপ (রাজাই), তোশক, প্রভৃতিও যাবনিক শব্দ, কেবল এক কন্থা (কাঁথা) ব্যবহৃত থাকাতে সংস্কৃত অভিধানে উহারই নাম দৃষ্ট হয়।

মুসলমানদিগের ভারতাধিকার অবধি হিন্দুরা তাহাদিগের সংসর্গে যাবনিক ভাষা ও পরিচ্ছদের কথঞ্চিৎ অনুকরণ করাতে মিরজাই, কুর্ত্তা, পায়জামা, চাপকান, চোগা, জুব্বা প্রভৃতি ব্যবহার আরম্ভ হয়। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ঘাগরা ও কাঁচলার (কিঞ্চুলিকা) নাম হিন্দুভাষাজাত শব্দ বলিয়া জানা যায়। তাহার পর ইংরেজের আমলে তাঁহাদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ কোট, প্যাণ্টলন, কামীজ, সেমীজ আমরা ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে এই উভয় প্রকারের পরিচ্ছদই আমাদিগকে পরিধান করিতে হয়। উকাল আমলারা চাপকান, চোগা, এবং পায়জামার পরিবর্ত্তে প্যাণ্টলন পরিধান রাজাজ্ঞানুসারে করিতে বাধ্য, এব ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বিলাত প্রত্যাগত ভারতীয় নব্য সম্প্রদায় কোট, ওয়েষ্ট কোট, ড্রয়ার, প্যাণ্টলম, নেকটাই, হ্যাট প্রভৃতি কিয়দংশে বিলাতি পদ্ধতি এবং অধিকাংশে রাজ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণের রীত্যনুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ ভদ্র সমাজের অনুকরণে সাধারণ লোকেরাও কোট কামীজ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

উপরে যে সকল কাটা কাপড়ের নামোল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে যে গুলির সেলাই অতীব সহজ এবং কাট ছাঁটও অল্প, প্রথমে সেই গুলি কাটিয়া কাটা ও উহার সেলাই শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তাহার পর ক্রমশঃ অনেক কাট ছাঁটযুক্ত ও নানা কৌশলে সেলাইকরা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে হস্ত ক্ষেপণ করা সহজ সাধ্য জ্ঞান হইবে। প্রত্যেক কাজেরই এক একটি

আদর্শ দৃষ্টে তদনুসারে উহার বিভিন্ন অংশের নাম জ্ঞাত হইয়া তাহা কাটা ও সেলাই করিতে অভ্যাস করিলে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা তাদৃশ থাকিবে না। একটি তৈয়ারি কাপড়ের সমস্ত সেলাই খুলিয়া উহা কত অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের নাম কি, অংশ গুলি কিপ্রকারে পরে পরে ও পরস্পরে যুড়িতে হয় তাহা জানা উচিত। ঐ সকল অংশ অন্য কাপড়ের উপর স্থাপন করিয়া, পেন্সিলের দাগ করিয়া, তদনুসারে কাপড় কাটিতে শিক্ষা করিবে।

কাপড় কাটিতে হইলেই উহার মাপ জানিবার প্রয়োজন হয়। মাপ করিবার জন্য মুসলমান দর্জীরা গিরা চিহ্নিত গজ এবং ইংরেজ টেলার ইঞ্চি মার্কা ফিতা ব্যবহার করে। এক গজকে ষোল ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগেব নাম এক গিরা এবং ৩৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের নাম ইঞ্চ হইয়াছে, সুতরাং এক গিরা ৩ অঙ্গুলী বা ২¼ ইঞ্চের সমান। এই হিসাবে দেড় গজ লম্বা একটি মাপের গজ প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রত্যেক চতুর্থ গিরাকে কোন বিশেষ চিহ্ন (+ সঙ্কলন চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করিবে। এরূপ বস্ত্র অথবা ফিতা দ্বারা গজটি প্রস্তুত করিবে, যেন ব্যবহার কালীন টান লাগিয়া উহা বাড়িতে না পারে। দেড় গজ বা অধিক লম্বা না হইলে চাপকান, চোগা, প্যান্টুলন প্রভৃতি লম্বা কাপড় একবারে মাপ করা যাইবে না।

গায়ের মাপ লইতে হইলে যে প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইবে তাহার উপযোগী মাপ করিয়া লিখিয়া লইতে হইবে, কারণ শরীরের প্রকৃত মাপ অপেক্ষা কত গিরা বা ইঞ্চ অধিক রাখিয়া কাটিলে সেলাইএর বরজবাদে উহা গায় ঠিক হইবে, তাহা জানা উচিত।

মাপ লওয়া হইলে কত কাপড়ে পরিচ্ছদটি প্রস্তুত হইতে পারিবে, তাহার হিসাব অনুসারে কাপড় ক্রয় করিবে। কাপড় ক্রয় করণানন্তর

উহা সুতি কাপড় হইলে টানিয়া চতুষ্কোণ সমান করিয়া ভাঁজদিয়া দুই দুই পাট একত্রে কাটিতে হয়। ধোলাই জীন, লংক্লথ প্রভৃতি মাড় ওয়ালা ইস্ত্রিকরা পুরু কাপড় হইলে জলে সাবান গুলিয়া গাঢ় করিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া রগড়াইয়া ছায়াতে টাঙ্গাইয়া দিবে। শুষ্ক হইলে কোণা কোণি ভাবে টানিয়া সোজা করিয়া চতুষ্কোণ মিলাইয়া সমানে দুই ভাঁজ করিয়া মাপ অনুসারে দাগ দিয়া কাটিতে হয়। সাবান না দিলে মাড় ওয়ালা কাপড় নরম ও মোলাএম্ হয় না, তাহা না হইলে কড়া কাপড় সেলাই করিতে বিশেষ কষ্টকর জ্ঞান হইবে, এবং বারংবার স্থঁচ ভাঙ্গিবারও বিশেষ সম্ভাবনা। মাড়হীন নয়নসুক আদ্ধি, মলমল প্রভৃতি সুতি কাপড়ে সাবান দিতে হয় না, কেবল কোণা কোণি ভাবে টানিয়া চতুষ্কোণ সমান করিয়া মধ্যে দুই পাট সমানে ভাঁজ দিয়া লইলেই কাটিবার উপযোগী হইবে।

কাপড় টানিয়া জমাইয়া ভাঁজ দিয়া সাদা কাপড়ে নীল ও কালো কাপড়ে লাল পেন্সিল দ্বারা মাপ অনুসারে দাগ দিতে হয়, এবং সেই দাগে দাগে কাটিতে হয়। দাগ বা মার্কা দিবার জন্য এক প্রকার বড় ও চেপ্টা আকারের লাল নীল মার্কিং পেন্সিল ক্রয় করিয়া লইবে। কালো কাপড়ে খড়ি মাটির দাগ দিলেও কাজ চলিতে পারে। অনেকে গাঢ় গঁদের জলে খড়ি মাটির চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া টিকলী অর্থাৎ খণ্ডাকারে প্রস্তুত করতঃ শুষ্ক করিয়া লয়। সাধারণ খড়ি অপেক্ষা তৈয়ারি খড়ির টিকলীর দাগ সূক্ষ্ম ও স্থায়ী হয়, বিশেষতঃ পেন্সিল অপেক্ষা খড়ির টিকলী অতি অল্প ব্যয় সাধ্য। ভূষা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ টিকলী প্রস্তুত করিলে সাদা কাপড়ে দাগ দেওয়া চলে। দাগের অন্য উপাদান অভাবে কাঠের কয়লা দ্বারাও কাজ চলিতে পারে। কেহ কেহ কাঁচীর অগ্রভাগ অথবা ইলিশ পীন দ্বারা চাপিয়া দাগ করিয়া লয়।

কাপড় কাটিবার জন্য এক জোড়া বড় কাঁচী সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণ কাপড় কাটার জন্য ৮ কিংবা ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ভাল কাঁচা হইলেই চলিতে পারে, কিন্তু খুব পুরু বনাত, কাশ্মীরা প্রভৃতি কাটিবার জন্য শিয়ার (sheer) নামক খুব বড় কাঁচীর প্রয়োজন। বড় কাঁচীর উপরের পাটের মাথা চেপ্‌টা ও নীচের পাট সূক্ষ্মাগ্র হইয়া থাকে। কোন কোন শিয়ারের নীচের পাটের তলায় ক্ষুদ্র হুইল (চক্র) সংবদ্ধ থাকে। টেবিলে বা বোর্ডে কাপড় স্থাপন করিয়া কাটিবার সময় ঐ চক্র আবর্ত্তিত হওয়াতে কাঁচী দ্রুত ও অবাধে চলিতে থাকে। কাঁচীর গোড়ার দিকে যে ফাঁকের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট হয় তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, উহার নীচের ফাঁকে আয়তন বড় হয়, তন্মধ্যে তর্জ্জনী ভিন্ন অপর তিনটী অঙ্গুলী প্রবিষ্ট ভাবে দৃঢ় ধারণে কাপড় কাটিতে হয়।

কথায় বলে "আপ রুচি খানা, পর রুচি পহর না" অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য আপনার রুচি অনুসারে, এবং পরিধেয় বস্ত্র পরের রুচির অনুরূপ হইতে হয়। লোকে যাহা দেখিয়া ভাল বলে, সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য। নিজের পরিচ্ছদ নিজে প্রস্তুত করিলেও লোকের রুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, অর্থাৎ যে পরিচ্ছদ যে মাপের ও প্রকারের হওয়া উচিত, তাহা না করিয়া অসম্ভব, কিম্বা অসঙ্গত লম্বা, অতিশয় কসা করিলে লোকের দৃষ্টিতে পতিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অতি জাঁক জমক, ফুল বাবুর মত নীচ রুচিজনক না হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ভদ্র সমাজের অনুমোদন যোগ্যরূপে পরিচ্ছদ হইলেই শোভা পায়।

সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছদের মধ্যে ঢিলা কাপড় নিমা ও কসা কাপড় সিনাবন্ধ আকারে ক্ষুদ্র এবং সেলাই করাও সহজ, এজন্য প্রথমে নিমার বিষয়ই বর্ণিত হইবে। মানব শরীরের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে পরিচ্ছদ কাহারও খর্ব্ব, কাহারও দীর্ঘাকৃতি হইয়া থাকে। তাহার খর্ব্ব কেহ ঢিলা,

কেহ কসা কাপড় পরে। সে সকল সবিশেষ জানিয়া তদনুরূপ কাপড় কাটিতে হয়। প্রত্যেক কাপড়ের মাপ লইবার সময় উহা কত লম্বা, কত চওড়া, হাত কত দীর্ঘ, গলা কত বড়, পকেট কয়টী, কোন স্থানে বসিবে, বোতাম কতটী, ডবল ঘর হইবে কিনা, আস্তিন বা বাহুর শেষ প্রান্ত মুড়িয়া সেলাই হইবে, কফ বসিবে, কিংবা সঞ্জাবদার হইবে, দাওন অর্থাৎ জামার নীচের প্রান্ত মুড়ি সেলাই, অথবা সঞ্জাবদার হইবে, গলার কলার বা সঞ্জাব হইবে, এ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া লইতে হয়।

সঞ্জাব।

চাপকান, আচকান, চোগা পাঞ্জাবী, কুর্ত্তা প্রভৃতি পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ সহজে টানিয়া ছিঁড়িতে না পারে, অথচ দেখিতেও সুশ্রী হয়, এজন্য সঞ্জাবযুক্ত করিতে হয়। সঞ্জাব বস্ত্র পরিধানকারীর ইচ্ছানুরূপ রঞ্জিত বস্ত্রের অথবা পরিচ্ছদের বস্ত্রের অনুরূপ বর্ণের দিতে হয়। সাদা কাপড়ে সদা সঞ্জাব হইলেই ভাল দেখায়। মনে কর, এক হাত কাপড়ের সঞ্জাব প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রথমে কাপড় টানিয়া দুই মুখ একত্র করিয়া বখেয়া দিতে হয়। তাহার পর বখেয়া করা মুখ ঠিক মধ্য স্থলে রাখিয়া কাপড়ের অপর খোলা দুই মুখে বখেয়া দিয়া কাপড় কোণা কোণি ভাঁজ দিতে হয়। সঞ্জাব যত চওড়া হওয়ার প্রয়োজন তদনুসারে পূর্ব্বকৃত কোণা কোণি ভাঁজের উভয় প্রান্ত সমান ব্যবধানে ধরিয়া ক্রমে ভাঁজ দাগ দিয়া করিতে হয়। তদনন্তর কোন এক কোণে কাঁচীর অগ্রভাগ দ্বারা একটু কাটিয়া এক পাট করিয়া ভাঁজে ভাঁজে কাটিলেই

সঞ্জাব প্রস্তুত হইল। দর্জিরা কিরূপে ভাঁজ দিয়া এক কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দাগে দাগে ঘুরাইয়া কাটিয়া একটি সুদীর্ঘ ফিতার ন্যায় সঞ্জাব প্রস্তুত করে, দেখিয়া তদনুসারে সঞ্জাব কাটা অভ্যাস করিতে হয়। সঞ্জাব বলিলেই কাপড়ের কোণা কোণি ভাবে কর্ত্তিত খণ্ডকে বুঝায়। সঞ্জাব টানিলে বাড়ে, কিন্তু সহজে ছিঁড়েনা।

নিমা—নিমা অর্থ অর্দ্ধ বাহু যুক্ত গেঞ্জির মত ক্ষুদ্র জামা। পূর্ণ-বয়স্ক যুবকের নিমা ১০ হইতে ১২ গিরার অধিক লম্বা হয় না। কেহ উভয় পার্শ্বে কলিদার, কেহ বা গেঞ্জির মত দুই খণ্ড কাপড়ে সামনা পিঠ প্রস্তুত করে। আস্তিন চোস্ত অর্থাৎ কসা রকমের হইলে বগলে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ চৌবগলা দিয়া মোহড়া বড় করিতে হয়। আস্তিন বা বাহু কনুই পর্য্যন্ত লম্বা হয়। আস্তিনের বগলের দিকের প্রান্তকে মোহড়া এবং কবজী অথবা কনুইএর দিকের প্রান্তকে মহুরী বলে। প্রথমে গায়ের মাপ লইয়া লিখিতে হয়।

লম্বা	... ...	১০ গিরা
বুক বা বক্ষের বেষ্টন	...	১৬ „
কমর নাভীর উপরে পেটের বেষ্টন		১৫ „
পাছার বেষ্টন	...	১৭ „
আস্তিন ঘাড় সহ	...	৭॥০ „
গলা	... ...	৭ „

বুকে একটি মাত্র পকেট, গলায় সঞ্জাব, মহুরী, দাওন মোড়া, বোতাম ৩ টি।

কাপড়ের লম্বার মাপ ঘাড়ের মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থান হইতে পাছা পর্য্যন্ত গৃহীত হয়। আস্তিনের মাপ ঐ সন্ধিস্থান হইতে বাহুর সন্ধিস্থান পর্য্যন্ত ঘাড়ীর অর্দ্ধাংশকে পুট বলে, সুতরাং আস্তিনের মোট মাপ ৭॥০

গিরার মধ্যে পুট বা ঘাড়ীর মাপ ৩॥০ গিরা যদি হয়, তাহা বাদে আস্তিন লম্বা হইবে ৪ গিরা মাত্র। ইহার পর বগলের মাপ জানিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ উহা গলার মাপের সমান হয় বলিয়া, উহার স্বতন্ত্র মাপ লইতে হয় না।

কোট প্যাণ্টলুনের মাপ গ্রহণের জন্য যে শরীরের মাপের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে মাপ গ্রহণ করিলে যে কোনও পরিচ্ছদই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক্ষণে জানিতে হইবে, শরীরের মাপ অপেক্ষা কত বড় হইলে পরিচ্ছদ গায় ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই, ওয়েষ্টকোট, সিনাবন্ধ, মিরজাই, চাপকান প্রভৃতি কসা কাপড় গায়ের মাপ অপেক্ষা এক গিরা বড় প্রস্তুত হইলে গায় কসা হইবে, ১।০ গিরা বড় হইলে সহজ এবং ১॥০ গিরা বড় হইলে ঢিলা মাপের হইল। পরিধান কারীরা কেহবা খুব ফিট অর্থা আঁটা সাঁটা, কেহ ইজিফিট বা সহজ, আর কেহ ঢিলা ঢালা রকমের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কামীজ মাত্রই ঢিলা জামা, উহা ২ গিরা বড় রাখিলে টাইট ফিট, ২॥০ গিরা বড় রাখিলে সহজ বা ইজিফিট হয়। কোট ২॥০ গিরা বা ৬ ইঞ্চি বড় থাকিলেই ভাল হয়, কিন্তু টাইট ফিট কোট ২ গিরা বড় থাকিবার নিয়ম। ইহা অবশ্যই বক্ষঃ উদর ও পাছার মাপের অপেক্ষা বড় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নিমাও কামীজেরই মত সহজ হওয়া উচিত। উহার পিঠ ও সামনা উভয় খণ্ডই সমান হয়। কাপড় টানিয়া ভাঁজ দিয়া উপরের লিখিত মাপ অনুসারে দাগ দিতে হয়। দাগ কালান লম্বা ১০ স্থলে ১০॥০ গিরা রাখিবে, কারণ, সেলাই করাতে অর্দ্ধ গিরা কমিয়া ঠিক ১০ গিরা মাপের প্রস্তুত হইবে। বক্ষের বেষ্টন ১৬ গিরা, কাপড় প্রস্তুত হইতে হইবে ১৮ গিরা, সুতরাং ৯ গিরা হিসাবে সামনা পিঠ দুই খণ্ড কাটিতে হইবে, এবং তদনুরূপ দাগ করিবে। ঘাড়ী ৭ গিরার অর্দ্ধাংশ ৩॥০ গিরা দাগ করিবে।

ঘাড়ী একটু সেলামী ভাবে কাটিলে বাহুর সন্ধির স্থান গলা হইতে ঈষদবত বলিয়া কাপড় বসে ভাল। ঘাড়া হইতে মোহড়ার সেলাই ৩া৹ গিরার নিম্নে বক্ষের মাপের দাগ দিতে হয়। ঢিলা কাপড়ের কোমরের মাপের প্রয়োজন হয় না, দাওন অর্থাৎ পাছার ঘেরের মাপ ১৮ গিরা, তাহার অতিরিক্ত ২ গিরা হইতে ৪ গিরা পর্য্যন্ত ধরিয়া দাওনের ঘেরের দাগ করিতে হয়। কাপড় যত লম্বা, তাহার দ্বিগুন ঘের, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কামীজ ১৬ গিরা লম্বা হইলে দাওনের ঘের ২৮ গিরা হইলেই ভাল হয়। দাওনের ঘের অনুসারে ২১ গিরা লম্বা, ১১ গিরা চওড়া এক খণ্ড কাপড় ছিঁড়িয়া টানিয়া মধ্যে ভাঁজ দিয়া চতুষ্কোণ সমান ১০৷৷৹ গিরা লম্বা করিবে, তাহার পর লম্বা ভাবে মধ্যে আর এক ভাঁজ দিয়া ১০৷৷৹ + ৫৷৷৹ করিয়া ঘাড়ীর মাপ, বগলের দাগ ও বুকের দাগ করিয়া এই দাগ হইতে ঈষৎ বক্রভাবে দাওন পর্য্যন্ত দাগ করিবে। দাগ করা হইলে সেলাইএর হক অর্থাৎ জন্য, নিমার ½ ইঞ্চ, কামীজে ½ ইঞ্চ, কোটে ১ ইঞ্চ বেশী হিসাবে কাপড় কাটিবে। এই বেশী অংশ সেলাই দ্বারা মরিয়া ঠিক মাপে প্রস্তুত হইবে। তাহার পর আস্তিনের মাপ লম্বা ৪ স্থলে ৪৷৷৹ গিরা, চওড়া মোহড়া ৭ গিরা স্থলে ৮ গিরা হিসাবে দুইটা আস্তিনের জন্য ৪৷৷৹ গিরা লম্বা, ১ গজ বহরের ১ খণ্ড কাপড় টানিয়া ভাঁজ দিয়া চতুষ্কোণ সমান করতঃ পুনরায় আর এক ভাঁজ দিলে ৪৷৷৹ × ৮ গিরা হইবে, তখন মোহড়ার সেলাই জন্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দাগ করিবে। মহুরী ৩ গিরা দাগ করিয়া মোহরার সেলাই হইতে লম্বা দাগ বা ভাঁজ দিবে। আস্তিনের উপরের আস্ত ভাঁজ অপেক্ষা নীচের ভাঁজ ১ গিরা কম হইতে হয়, অর্থাৎ লম্বা ৪৷৷৹ গিরার মধ্যে মোহড়ার সেলাই হয় ১ গিরা, অবশিষ্ট ৩৷৷৹ গিরা। বুকে কাজ ঘরের জন্য ৪ গিরা লম্বা ১৷৷৹ গিরা চওড়া ১ খণ্ড কাজ পটীর কাপড়, উহার অর্দ্ধ চওড়া বোতাম পটীর খণ্ড, গলার সঞ্জাব, ও একটি বুক পকেট ৩ গিরা লম্বা, ২৷৷৹ গিরা

চওড়া খণ্ডের নিম্নাংশ অর্দ্ধমণ্ডলাকারে কাটিয়া সেলাই আরম্ভ করিতে হয়। কাপড় সামনা পিঠ ২১ গিরা, আস্তিন ৪॥০ স্থলে ৫ গিরা, সঞ্জাব ২ গিরা এই মোট ১॥০ গজ লংক্লথ বা নয়নসুক (১ গজ বহরের) আবশ্যক।

সেলাই যদি হাতে করিতে হয়, তাহা হইলে পাশের দরজ পেসুজ তুরপাই, এবং কলে হইলে বখেয়া দিতে হয়। প্রথমে সামনায় কাজপটী ও বোতাম পটী, গলার ৩॥০ গিরা নীচ পর্য্যন্ত সেলাই করিয়া বাম পাশের পকেট স্কন্ধ হইতে ৪॥০ গিরা নিম্নে বসাইয়া বখেয়া করিবে। তাহার পর পিঠের পাটের সহিত স্কন্ধের দরজ সেলাই করিবে। তাহার পর গলার মাপ ৭ গিরা স্থলে ৭॥৵০ গোলাকারে কাটিয়া সঞ্জাব বসাইয়া বখেয়া দিবে। মাপ অপেক্ষা ॥৵০ বেশী না রাখিয়া বোতাম পটীর উপর কাজ পটী বসিলে গলা ছোট হইবে। গলা প্রস্তুত হইলে পাশের দরজ সেলাই করিয়া দাওন সেলাই করিবে। তাহার পর আস্তিনের দরজ সেলাই করিয়া মহুরী মুড়িয়া অথবা সঞ্জাব বসাইয়া বখেয়া করিয়া মোহড়া যুড়িলেই নিমার সেলাই শেষ হইল। ইহার পর খিলনীর সুতা খুলিয়া তিনটি কাজ ঘর সেলাই করতঃ বোতাম টাঁকিলেই নিমা ব্যবহার যোগ্য হইবে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি নমুনা দেখিয়া উপরের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন অংশ গুলি পরে পরে খিলনী ও বখেয়া দ্বারা যুড়িয়া সেলাই করা উচিত।

কামীজ।—কাপড় কাটিতে হইলে প্রথমে শরীরের মাপ লইয়া কত কাপড় আবশ্যক তাহা জানা উচিত। মাপ লইয়া এইরূপ ভাবে লিখিতে হয়ঃ—

লম্বা	...	...	১৬ গিরা
বক্ষের বেষ্টন	...	...	১৬ ,,
আস্তিন	...	...	১৪ ,,
কলার	...	...	৭ ,,

বুক পকেট, একটী পাশ পকেট।

কফ সাধারণতঃ ৫ গিরা হয়, তবে কেহ ৫৷৷০ গিরাও পরেন।

কাপড় ১৬ গিরা বহরের লংক্লথ হইলে সামনা পিঠ ১৬+১৬=৩২ গিরা, তবে সামনা অপেক্ষা পিঠের ঝুল বেশী রাখিতে বলিলে আর ১ গিরা, এই মোট ৩৩ গিরা, আস্তিন ১৪ গিরার মধ্যে পুট ৩৷৷০ গিরা, কফ ১৷৷০ গিরা এই ৫ গিরা বাদে ৯ গিরা স্থলে ১০ গিরা, এই ৪৩ গিরা বা ২৸০ গজ লইতে হয়। কাপড় মাড়যুক্ত কড়া হইলে সাবান গুলিয়া মর্দ্দনান্তে ছায়াতে শুষ্ক করতঃ প্রথমে আস্তিনের জন্য ১০ গিরা লম্বা এক খণ্ড ছিঁড়িয়া লইবে। তাহার পর উভয় খণ্ডই টানিয়া জমাইয়া লইয়া সামনা পিঠের খণ্ড হইতে ২৷৷০ কি ৩ গিরা চওড়া এক ফালী ছিঁড়িয়া বাহির করিবে, কারণ এই ফালী দ্বারা কফ, পকেট কাটিতে হইবে। ৩৩ কি ৩৪ গিরা লম্বা, ১৩ গিরা চওড়া খণ্ড পুনরায় টানিরা চতুষ্কোণ মিলাইয়া জমাইয়া লইবে। কাপড় টানিয়া জমাইয়া না লইয়া কাটিলে পরে কোনও পাট বা তাহার কোনও কোণ ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। ইহার পর সামনা ১৬৷৷০ ও ১৭৷৷০ মাপে মধ্যে ভাঁজ দিয়া চওড়া ১৩ গিরার মধ্যে একটী ভাঁজ দিবে। তাহার পর প্রদর্শিত চিত্রানুরূপ কাগজে প্যাটারন্ বা নমুনা কাটিয়া তাহা ভাঁজ করা কাপড়ের উপর স্থাপন করিয়া পেন্সিল দ্বারা দাগ করিবে। সামনা ও পিঠে প্লেট রাখিবার জন্য ১ গিরা বা কিঞ্চিৎ ন্যূনভাবে লম্বালম্বি ভাঁজ দিয়া কাঁধের বা ঘাড়ের মাপ ৭ গিরার অর্দ্ধ ৩৷৷০ গিরা পূটের দাগ করিবে। তাহার পর মোহড়া বা বগলের ঈষৎ গোলাকার মাপ ৩৷৷০ গিরা, বক্ষের বেষ্টন ১৬ গিরা স্থলে ১৮ গিরার অর্দ্ধ ৯ গিরার অর্দ্ধ ৪৷৷৷০ এবং সেলায়ের হক ¼ গিরা ধরিয়া দাগ করিবে। সামনা ও পিঠের পাশের দরজের নীচে ৪ গিরা খোলা রাখিতে হয়, এই ৪ গিরা গোল করিয়া কোণ কাটিতে হয়। মনে কর সামনা পিঠ দুই

পাট সমান ১৬৷৷০ গিরা লম্বা, স্কন্ধ হইতে ৩৷৷০ গিরা বগলের দাগ হইতে পাশের দরজ কাপড়ের দাওনের গোলাই ৪ গিরায় উপর পর্য্যন্ত ৯ গিরা লম্বা ঈষৎ বক্রাকার হইবে। এই নয় গিরা দরজের নিম্ন প্রান্ত হইতে ১ গিরা উপরে ২৷৷০ কি ২৷৩০ গিরা পকেটের মুখরূপে দাগ করিয়া দক্ষিণ পাশে একটী মাত্র পকেটের জন্য সামনা পাটের দক্ষিণ পার্শ্বে পকেটের দাগ অনুসারে কাঁচীর অগ্রভাগ দ্বারা দরজের সেলাইএর হকের কাপড়ে দুইটী ক্ষুদ্র কুট্‌কা (ক্ষুদ্র কর্ত্তন) চিহ্ন কাটিবে। দাওনের গোলাই কেহ অল্প, কেহ অধিক বেহালার পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় করে।

এইরূপ দাগ করিয়া কাপড় দাগে দাগে কাটিলে পাশ হইতে যে বগলের সহিত দরজের পার্শ্ববর্ত্তী খণ্ড বাহির হইবে, তাহা হইতে চিত্রানুরূপ নমুনা মত ঘাড়ী ও কলার কাটিয়া লইবে। পূর্ব্বে যে ৩৩ গিরা লম্বা ৩ গিরা চওড়া ফালী বা খণ্ড বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ১০ কি ১০৷৷০ গিরা একখণ্ড দ্বারা কফ কাটিবে, ৮ গিরা একখণ্ড দ্বারা পাশ পকেট, ৩৷৷০ গিরা এই খণ্ড দ্বারা বুক পকেট কাটিয়া লইবে। তাহার পর আস্তিনের জন্য যে ১০ গিরা লম্বা খণ্ড রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৯ গিরা ও ৭ গিরা হিসাবে ঈষৎ কোণাকোণি ভাঁজ দিয়া কাটিয়া উভয় খণ্ডের ছিলার দিক একত্র করিয়া যাহাতে দরজ নীচে না হইয়া পাশে পড়িতে পারে, এরূপ ভাবে উভয় লম্বা প্রান্ত মধ্যে রাখিয়া ভাঁজ দিবে। তাহার পর ৯ গিরা চওড়া দিকে মোহড়ার গোলাই কাটিয়া মহুরী সমান করিয়া কাটিবে, এইরূপে আস্তিন ৯৷৷০ গিরা লম্বা থাকা চাই। মহুরীর সহিত কফ বসিবে, সুতরাং কফ বিস্তৃত ভাবে ধোপা যেন ইস্ত্রী করিতে পারে তজ্জন্য কফের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধাংশ ২৷৷০ গিরা বা কিঞ্চিৎ অধিক রাখিয়া দরজ সেলাই করিতে হয়। দরজের অনুরূপ কফের নীচে খোলা স্থানের দরজের উপযোগী বড় কুট্‌কা দ্বারা চিহ্ন করিয়া দিবে, তাহা হইলেই
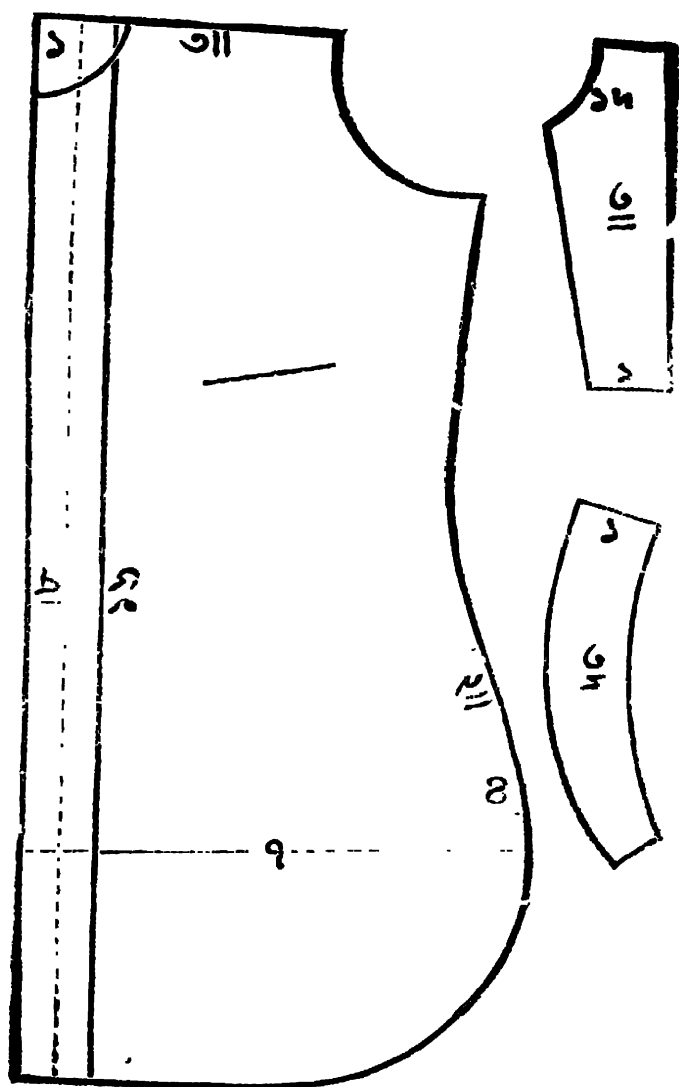
৩০ পষ্ঠার পরবর্ত্তী দিত্র :
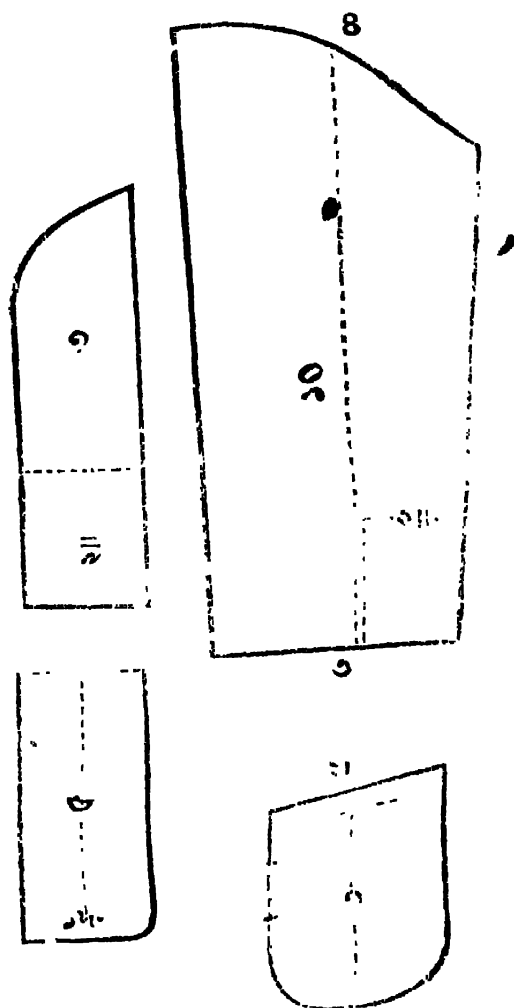
৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত কামীজের দ্বিতীয় চিত্র

কামীজের কাপড় কাটা প্রায় শেষ হইল। কামীজের সামনা পিঠ, ঘাড়ী, কলার, কফ, বুক্ পকেট, পাশ পকেট, আস্তিন দুইটি, এই মোট ৮ ভাগে বিভক্ত খণ্ডগুলি সেলাই করিয়া যুড়িতে হয়।

কফ, কলার ও সামনার প্লেট পুরু ও দৃঢ় করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে ডক অথবা ধোলাই জীনের খণ্ড দিতে হয়। ইহাকে দর্জ্জিরা ইস্তী বলে। ইস্তী ইংরেজী into শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ইস্তীর জন্য ৪ গিরা ডক অথবা জীন লইতে হয়।

কেহ কেহ কামীজের সামনায় প্লেট না করিয়া ডবল ব্রেষ্ট অর্থাৎ সামনার দুই পাশে চিত্রানুরূপ ২ খণ্ড পৃথক্ কাপড় ভিতরে ডক বা জীনের ইস্তী দিয়া বসাইতে বলেন। ইহার জন্য ৪ গিরা অতিরিক্ত কাপড় ও ডক লইতে হয়। ডবল ব্রেষ্ট সামনায় বুক পকেট দিতে হয়না, তবে ঘড়ীর ক্ষুদ্র পকেট বাম পাশে হইতে পারে। প্লেটদার সামনা কামীজের দৈর্ঘের অর্দ্ধেক লম্বা অর্থাৎ ১৬ গিরা কামীজের অর্দ্ধ ৮ গিরা লম্বা কাটিয়া দক্ষিণ খণ্ডে বোতাম পাটীর ফালি যুড়িতে হয়।

পিঠ ও কফের সহিত যুক্ত আস্তিনের কাপড় কেহ প্লেটদার, কেহ চুনট করিতে বলেন। আর এক প্রকার মলাইকফ হইতে পারে। মলাইকফ আস্তিনের কাপড় ১১ গিরা দীর্ঘ লইতে হয়। কারণ তাহারই উপরে চিত্রানুরূপে ৩॥০ গিরা দীর্ঘ ১॥০ চওড়া এক পাত কফ ইস্তী যুক্ত রূপে বসাইতে হয়।

কামীজ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে পীঠের মধ্যস্থলে প্লেট বা চুনট করিয়া ঘাড়ীর সহিত খিলনী দ্বারা যুড়িয়া একটিমাত্র বখেয়া করিতে হয়। পীঠের প্লেটের যে ভাঁজ দিয়া কাপড় কাটা হইয়াছিল, সেই ভাঁজের উপরের মাথা হইতে ৩ গিরা নিম্ন পর্য্যন্ত লম্বা পেসুজ দিয়া সুতার মাথা ২ ফের বখেয়া দ্বারা আটকাইয়া প্লেট চিরিয়া তাহার

মধ্য স্থলটি প্লেটের মধ্যস্থানে স্থাপন করিয়া মুখে খিলনী করিবে। তাহার পর ঘাড়ীর ২ খণ্ড কাপড়ের সরল প্রান্ত পীঠের নীচে এক পাট উপরে এক পাট সমান ভাবে খিলনী করিবে। উপরের পাট উল্টাইয়া বামদিকে ভাঁজ দিয়া ভাঁজের জড়ে বা লবে পূর্ব্বকথিত একটিমাত্র বখেয়া দিলেই ঘাড়ীর নীচের পাট ঐ সঙ্গে বখেয়া করা হইবে। তাহার পর নীচের পাট উল্টাইয়া ভাঁজ দিলেই ঘাড়ী বসান শেষ হইল।

কোন কাপড়ের ভঁাজের বা যোড়ায় অতি প্রান্তে এক সুতা ব্যবধানে বখেয়া দিলে উহা লব এবং ১ কি ১৷৷০ ধান ব্যবধানে খাশ বখেয়া দেওয়া বলা যায়। বখেয়ার এই লব ও খাশ দুইটী স্থান স্মরণ রাখিতে হয়।

তাহার পর সামনায় বোতাম পটী ও প্লেট সেলাই করিয়া বাম পাশে ৫ গিরা নিম্নে বুক পকেট বসাইতে হয়। এই সেলাইগুলি অন্য তৈয়ারী কামীজে কিরূপে করা হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। শিক্ষকের নিকট শিখিয়া তদনুরূপ করিলে ভাল হয়।

তাহার পর ঘাড়ীর সহিত সামনা যুড়িয়া কাঁধের দুই পাশে একটি করিয়া বখেয়া দিবে। কলারের খণ্ড মধ্যে যোড়া স্থলে ভিতরে বখেয়া দিয়া চিরিয়া ইস্তীর সহিত এক পাট নীচের প্রান্তে ভঁাজ দিয়া খিলনী করতঃ অপর পাট সহ ভিতরে বখেয়া দিয়া উল্টাইয়া খিলনী করিবে। তাহার পর গলার বেষ্টন কাটিয়া প্লেটের অর্দ্ধাংশ বাদে কলার বসাইবে। কলার গলার বেষ্টনের মাপ ৭ গিরা স্থলে ৷৷৵০ বেশী রাখিতে হয়। তাহার পর প্লেট সহ কলারের উপরে খাস বখেয়া ও জড়ে লব খাশ দুইটি বখেয়া দিবে।

তাহার পর সামনা ও পীঠের দুই পাট একত্রে দুই পাশে দরজ গাই-দুম অর্থাৎ গাভীর পুচ্ছের ন্যায় উপরে চওড়া, নীচে সরু ভাবে লম্বা পেসুজ দিতে হয়। দরজ যত চওড়া হইবে তদনুরূপ সামনার পাট হইতে পীঠের পাট

ব্যবধানে রাখিয়া পেস্থজ দিবে। দক্ষিণ পার্শ্বের দরজ নীচে হইতে এবং বাম পার্শ্বের দরজ উপর হইতে পেস্থজ দিতে আরম্ভ করিয়া যে স্থানে পকেটের কুটকা দৃষ্ট হইবে তথায় (২৷৷৹ গিরা স্থান) দুই পাট সমান ভাবে পেস্থজ দিবে। তাহার পর সামনার পাট মুড়িয়া খিলনী করিবে এবং পকেটের স্থানের দুই পাট চিরিয়া দুইটি অপ্রশস্ত দরজ খিলনী করিবে। তাহার পর দাওন মুড়িয়া খিলনী করিয়া উভয় পাটের নীচেকার সংযোগ স্থানে দুই পাশে দুইটি বেঞ্জী বসাইয়া দরজ ও দাওন একত্রে বখেয়া করিবে। বেঞ্জী দুই তিন প্রকারে বসান যাইতে পারে। বেঞ্জী দিলে কাপড়ে টান লাগিলে ছিঁড়িতে পারে না।

তাহার পর আস্তিনের সেলাই আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমে কফের দুই খণ্ডের যে যে প্রান্তে ছিলা থাকিবে তাহা নীচের পাটে পড়িতে হয়। ছিন্ন পাটের প্রান্ত ডকের লম্বা প্রান্তে মুড়িয়া খিলনী করতঃ দুই পাশে ভিতরে বখেয়া করিয়া উল্টাইয়া খিলনী করিবে। তদনন্তর আস্তিনের পাটের যে যে স্থানে খোলা রাখিবার জন্য বড় কুটকা দৃষ্ট হইবে, তাহা দরজাকারে মুড়িয়া খিলনী করিয়া কাপড়ের মহুরীর দিকের মধ্যস্থলে প্লেট বা চুনট করিয়া কফের ডকযুক্ত পাট উপরে রাখিয়া উহার মধ্যে ¼ ইঞ্চ প্রবিষ্ট ভাবে খিলনী করিবে। তাহার পর দুই পাশের খোলা দরজ সহ কফের মুখে খাশ বখেয়া ও জড়ে লব ও প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ চওড়া খাশ বখেয়া দিবে। তাহার পর আস্তিনের দরজ অর্দ্ধ ইঞ্চ চওড়া ভাবে ছিলার প্রান্ত নীচে রাখিয়া খিলনী করিয়া লব ও চওড়া খাশ বখেয়া করিলেই আস্তিন প্রস্তুত হইল। ইহার পর আস্তিনের দরজ বগল ও কাঁধের মধ্যে রাখিয়া বগলের স্থান সরু হইয়া ক্রমে উপরে প্রায় এক ইঞ্চ চওড়া মোহড়ার দরজ খিলনী করিয়া মেরুদণ্ডের স্থান অর্থাৎ পিঠের ঠিক মধ্যস্থল হইতে কফ পর্য্যন্ত মাপ ১৪ গিরা হইয়াছে কিনা দেখিয়া বখেয়া করিবে। তাহার পর

পাশের পকেট খিলনী করিয়া বখেয়া দিলেই কামীজ সেলাই শেষ হইল। সমস্ত খিলনীর সুতা খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া সামনায় ৪টা ও কফে জোড়া কাজ ঘর করিবে। সামনায় যদি বোতাম টাঁকিতে হয় তাহা হইলে কাজ ঘরের রন্ধ্র যোগে পেন্সিলের দাগ করিয়া বোতাম টাঁকিলেই কামীজ ব্যবহার যোগ্য হইবে।

কোট।—কোট প্রায় জীন, বা তদ্রূপ ১২।১২॥০ গিরা বহরের কাপড়ের হইয়া থাকে। কাশ্মীরা, সার্জ্জ, বনাত, ফ্লানেল প্রভৃতি গরম অর্থাৎ পশমী এবং গরদ, তসর, এরণ্ডী, মুগা, সাটীন প্রভৃতি রেসমী কাপড়ের কোট হইলে তাহার ভিতরে আস্তর বা লাইনীং দিতে হয়। পশমী কাপড়ে কলিকো, প্যানেলা, ইটালিয়ান প্রভৃতির আস্তর এবং রেসমী কাপড়ে লংক্লথ বা নয়ন সুকের আস্তর দিতে হয়। আস্তরদার কোটের কাটা পকেট হইয়া থাকে, কিন্তু জীন, এঙ্গোলা ব্রাউন হলাণ্ড, কেনানোর প্রভৃতি ২৭ ইঞ্চ বহরের সুতি কাপড়ের কোট আস্তর দিতে হয় না, এবং উহার তালী পকেট হইতে হয়। তবে কাটা পকেট হইলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু গরম কাপড়ের তালী পকেট ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

আমরা প্রথমে সুতি কাপড়ের কোটের বিষয় বলিব। কোটের মাপ লইয়া লম্বা যত হয় তাহার দ্বিগুণ কাপড় দ্বারা সামনা পিঠ এবং আস্তিন যত লম্বা হয় তাহারও ডবল কাপড় লইয়া সেলাই ও মোড়াই বাবত ৪ গিরা কাপড় অতিরিক্ত লইতে হয়। শরীরের মাপ লইয়া কত কাপড়ের প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হয়।

লম্বা	...	... ১৪ গিরা
বুক	...	... ১৬ "
কোমর বা পেট		... ১৫ "

আস্তিন ... ... ১৪ গিরা, পুট ৩।০
কলার ... ... ৭ „

পকেট ৩টী. সাধারণ কলার।

কাপড় সামনা ১৪, পিঠ ১৪=২৮ গিরা, আস্তিন ১০॥০+১০॥০=২১ গিরা, অতিরিক্ত ৩ গিরা মোট ৩।০ বা ৩॥০ গজ জীনের প্রয়োজন।

অংশ—সামনা ২ খণ্ড, পিঠ ১ বা ২ খণ্ড, সামনার ফ্যাশন ২ খণ্ড, আস্তিন প্রতি হাতে ২ খণ্ড হিসাবে ৪ খণ্ড, কলার ২ খণ্ড, পকেট ৩ খণ্ড, যদি আস্তিনে কফ স্বরূপ নীচে এক এক খণ্ড দিতে হয় তৎসহ মোট ১৭ খণ্ড কাপড় চিত্রানুরূপ কাটিয়া পরে সেলাই আরম্ভ করিতে হয়।

কাপড় টানিয়া মধ্যে ভাঁজ দিয়া চিত্রানুরূপ প্রথমে পেন্সিলের দাগ করিতে হয়। কোটের মাপ ১৪ গিরা, সুতরাং অর্দ্ধ গিরা সেলাই ও মোড়াই বাবত ধরিয়া সামনা ১৪॥০ গিরা লম্বা, এবং পিঠ সামনা অপেক্ষা এক গিরা কম, লম্বা ১৩॥০ গিরা দাগ করিবে। বুকের মাপ ১৬ গিরা স্থলে ১৮ গিরা তৈয়ারি হইবে, সুতরাং সেলাইএর হক অর্দ্ধ গিরা ধরিয়া ডবল কাপড়ের প্রান্ত হইতে ৯॥০ স্থলে ৬॥০ গিরা মাপ করিবে। কাঁধের মাপ মোট ৪ গিরা দাগ করিয়া গলার গোলাইএর মাপ ১॥০ গিরা দাগ করিয়া নিম্ন দিকে বক্রভাবে ১॥০ গিরা গোলাই দাগ করিয়া কাঁধের মাপ ৩ গিরার নিম্নে আস্তিনের মোহড়ার গোলাই ৩॥০ গিরার নিম্নে বুকের মাপের দাগ দিবে এবং গলার মাপের স্থান অর্থাৎ কাঁধের মাপের নিম্নে ৯ গিরার নীচে কোমরের বা পেটের মাপ ১৫ গিরার অর্দ্ধ ৭॥০ এবং সেলাই এর হক অর্দ্ধ গিরা সহ ৮ গিরা স্থলে ৬ গিরা মাপ করিবে, তাহার পর দাওনের মাপ ৭॥০ গিরা দাগ করিবে। ইহার পর ডবল কাপড়ের নীচের দিক হইতে পিঠের মাপের দাগ দিতে হইবে। পিঠের উপরে গলার মাপ ১ গিরা, কাঁধের মাপ ১ গিরা নিম্ন পর্য্যন্ত সেলামীভাবে ৩ গিরা, তাহার

নিম্নে মোহড়ার মাপ ২ গিরার নিম্নে বুকের মাপ ৩॥০ গিরা, কোমরের মাপ ২॥০ গিরা, দাওনের মাপ ৩ গিরা, মাপ করিয়া কাপড় কাটিবে। সামনা ও পিঠের মধ্যবর্ত্তী খণ্ড দ্বারা ফ্যাশন কাটিবে।

চিত্রানুরূপ সমস্ত অংশ কাটিয়া সেলাই আরম্ভ করিতে হয়। পিঠ কেহ ২খণ্ড কাটিয়া মধ্যে ধনুকের মত ঈষৎ বক্রাকৃতি করে, কেহ বা আস্ত রাখে

প্রথমে সামনার ফ্যাশন ভিতরে বখেয়া দিয়া উল্টাইয়া পাশে তুরপাই অথবা বখেয়া করিবে। তাহার পর বুক পকেট ৫ গিরা নীচে ও পাশ পকেট ৯ গিরা নীচে বসাইয়া ডবল বখেয়া করিয়া, সামনা পিঠ যুড়িয়া মাপ অনুসারে ঠিক হইলে পরে কাঁধের দরজ সেলাই করিবে। তাহার পর কলার বসাইতে হয়। কোটের সামনার দাহিনা পাটে বোতাম ও বাম পাটে কাজঘর করিতে হয়, এজন্য দাহিনা পাটের ফ্যাশন যুক্ত উপরের যে স্থান হইতে কলার বসাইবে তাহা ১॥ ইঞ্চ বেশী থাকে, কারণ কলারের মুখের সোজা বোতাম টাঁকিলে তাহা কাজের নীচে পড়াতে ফাঁক দেখায় না। কলার খিলনী করা হইলে দাওন অর্দ্ধ ইঞ্চ চৌড়া পটীর মত খিলনী করিয়া কলে বখেয়া করিতে হয়। সামনায় ও কলারে যোড়া বখেয়া লব ও খাশ হিসাবে করিতে হয়, কেহবা অর্দ্ধ খাশ করিয়া মাত্র একটী বখেয়া করে

আস্তিনের কফ দুই গিরা মহুরীর দিকে খোলা রাখিবার নিয়ম। প্রথমে সম্মুখের দরজ উপর ও নীচের পাট যোগে কিঞ্চিৎ সরুভাবে সেলাই করিয়া পরে কফের নিচের পাট যুড়িয়া বখেয়া করিয়া উল্টাইয়া যোড়া বখেয়া করিবে। কফ সেলাই হইলে পাশের চৌড়া দরজ বখেয়া করিলেই আস্তিন তৈয়ার হইল।

ইহার পর আস্তিন যুড়িলেই কোট প্রস্তুত হইল। আস্তিন বসাইতে
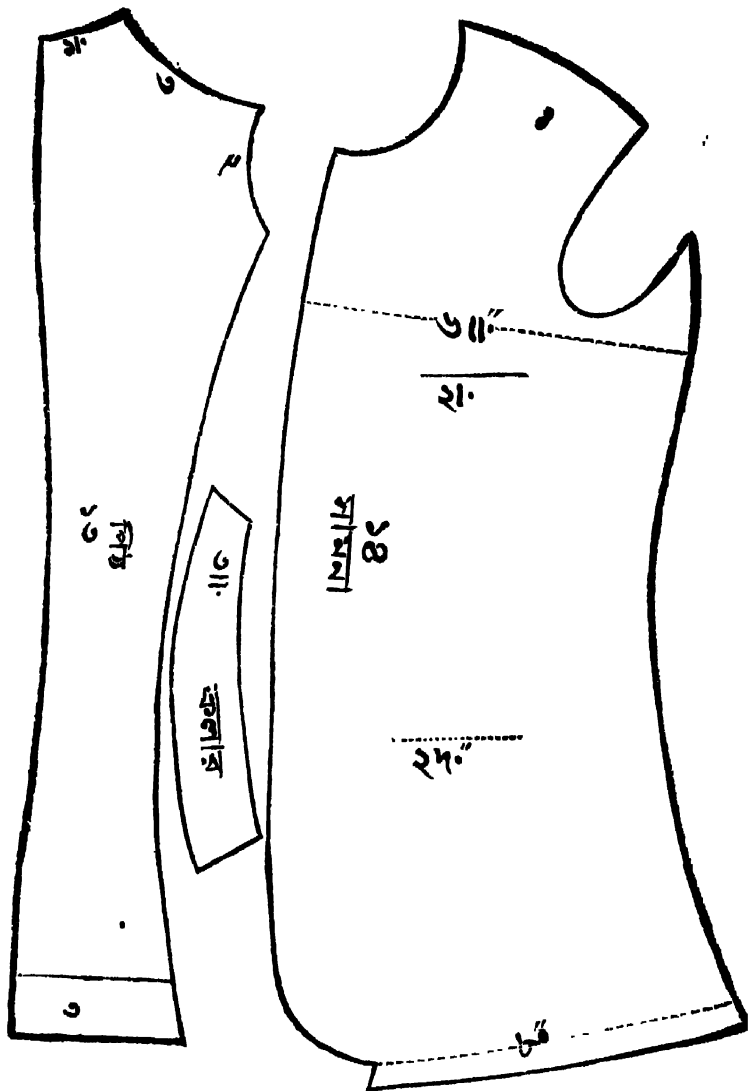
৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত কোটের প্রথম চিত্র।
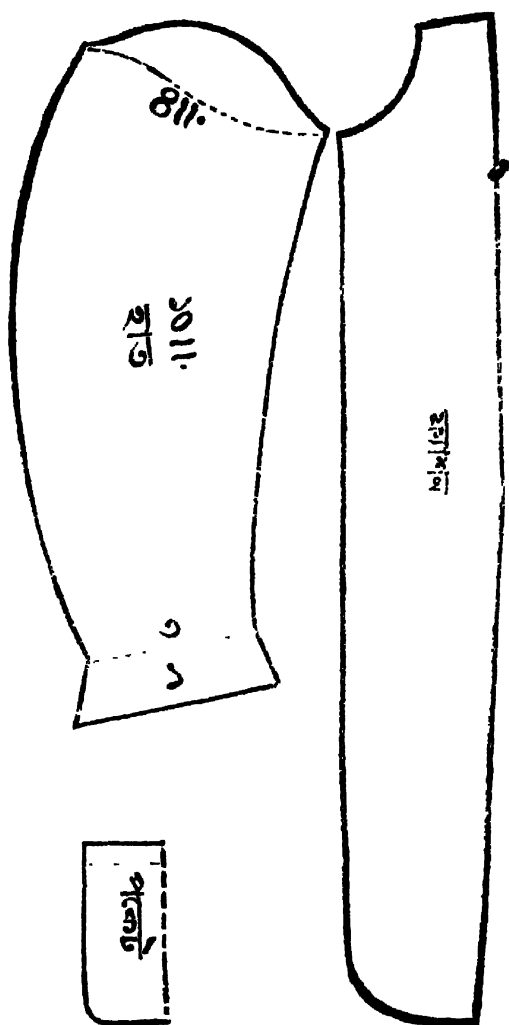
৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত কোটের দ্বিতীয় চিত্র।

হইলে সামনার পাটের গোলকার হেতু উহাকে তালপাত ও পিছনের ধনুকের মত বক্রাকৃতি হেতু উহাকে গোলপাত বলে। এই তালপাত গোলপাত পশ্চাদ্ভাগের চৌড়া দরজের প্রায় দুই ইঞ্চ নিম্নভাগে ভাঁজ দিলে বক্রাকারে ৪ইঞ্চ হওয়া আবশ্যক। কোটের মোহড়া ভাঁজ দিয়া তাহার উপর আস্তিনের ভাঁজ দেওয়া উক্ত ৪ইঞ্চ মাপের দাগ পেন্সিল দ্বারা করিবে। এই দাগের অপেক্ষা অর্দ্ধ ইঞ্চ ন্যুন ভাবে মোহড়া কাটিয়া কাঁধের দরজের ২ইঞ্চ পশ্চাতে পিঠের দিকে আস্তিনের চৌড়া দরজ রাখিয়া খিলনী করিবে। যদি মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থান অর্থাৎ পিঠের মধ্যবর্ত্তী দরজ কলারের মধ্যস্থল হইতে মহুরী পর্য্যন্ত মাপ ঠিক হয়, অর্থাৎ পুট সহ ১৪ গিরা হয়, তাহা হইলে আস্তিনের পাট অর্দ্ধ ইঞ্চ বেশী রাখিয়া মোহড়ার দরজ কাঁধের দরজের সমান বা ঈষৎ কম চৌড়া ভাবে মুড়িয়া লবে ও খাশে বখেয়া করিবে।

অনন্তর খিলনীর সূতা খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া সামনার বাম ভাগের পাটের কলারের মুখের নিম্ন হইতে পকেট পর্য্যন্ত ৯গিরা স্থানের মধ্যে ভাঁজ দিয়া দাগ করিবে, এবং উহার উপরের অংশের মধ্যে ভাঁজ দিয়া দাগ করতঃ নীচের অংশের মধ্যেও ঐরূপ আর একটি দাগ করিলে পাঁচটি অনুসারে পাঁচটি কাজঘর সেলাই করিবে। বোতাম প্রবিষ্ট হইতে পারে এত বড় কাজঘর কাটিয়া সেলাই করিলেই ঠিক হইবে। দাহিনা পাটে কলারের মুখের নীচ হইতে পাঁচটি বোতাম টাঁকিয়া লইবে। আস্তিনের কফে ৩টি অথবা ২টী হিসাবে ছোট বোতাম অর্থাৎ (ওয়েষ্ট কোটের) বোতাম টাঁকিলেই প্রস্তুত শেষ হয়। পকেটের মুখে ও কলারের ভিতরে ইস্ত্রী দিতে হয় এবং সুতি কাপড়ের কোট হইলে পকেটের নীচে সামনার ভিতরের দিকে টানা পটী দিতে হয়। টানা পটী না দিলে ক্রমে সামনার কাপড় সহ পকেটের পাশের কোণ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

কাশ্মীরা, বানাত, সার্জ্জ, পট্টু, ফ্লানেল প্রভৃতি গরম কাপড়ের কোট হইলে নীচে কেলিকো, পেনেলা, বা ইটালিয়ান প্রভৃতি কাপড়ের আস্তর (লাইনিং) দিতে হয়। আস্তিনে এক প্রকার ডোরা ভাল ছিটের লাইনিং দিতে হয়। ক্রিকেট ফ্লানেলে লাইনিং দিতে হয় না, কারণ ধোপ পড়াতে ফ্লানেল সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখন সুতি লাইনিং বড় হইয়া পড়ে। গরদ, মুগা, তসর, বাপ্তা, প্রভৃতিতে লংক্লথ বা থাপি নয়নসুকের আস্তর দিতে হয়। উহার আস্তিনেও গায়ের অনুরূপ কাপড়ের আস্তর দিতে হয়। একগজ বহরের কাপড় হইলে আস্তরের জন্য ২৷৷০ গজ, খুব বড় কোটে ২৸০ গজ আবশ্যক হয়। ক্যালিকো, পেনেলা ১২ গিরা বহরের হইলে কোটের মাপের দ্বিগুন অর্থাৎ ১৪ গিরা লম্বা কোটের জন্য ২৮ গিরা, পকেটের জন্য ৮ গিরা, এই ২।০ গজ, এবং আস্তিনের জন্য সাটীন ছিঁট ১০ বা ১২ গিরা আবশ্যক।

সামনার ফ্যাশনের সহিত আস্তর যুড়িয়া বথেয়া করিয়া কাঁধ হইতে বুক ৫ কি ৬ গিরা নিম্ন পর্য্যন্ত তুলার প্যাড মেশিনে কুইল্টীং সেলাই করিতে হয়। তাহার পর পকেট প্রস্তুত করিবে। স্কন্ধ হইতে পাঁচ গিরা নিম্নে বামপাটে উপরের পকেট ঈষৎ সেলামী ভাবে ২।০ গিরা এবং নীচের পকেট দাওনের সরল রেখায় কাঁধ হইতে ৯ গিরা অর্থাৎ কোমরের স্থানে ২৷৷০ গিরা মাপে খড়ী মাটি অথবা লাল পেঁন্সিল দ্বারা দাগ করিবে। কাপড় সদর দিক ভিতরে রাখিয়া সমানে ভাঁজ দিলে মফস্বল দিক বাহিরে পড়িবে। এই মফস্বল দিকে দাগ করিতে হয়। মোহড়ার মধ্যস্থল হইতে নীচের পকেটের পার্শ্বের ১ ইঞ্চ ভিতর পর্য্যন্ত ডার্ট প্রস্তুত করিতে হয়। ডার্ট না দিলে কাপড় গায় ভাল বসে না, বুকের কাছে ফুলিয়া থাকে। পকেট ও ডার্টের দাগ দেওয়া হইলে সাদা সুতা দ্বারা মার্ক তুলিয়া সদর দিকে তিনটি পকেটের মুখ কাটিবে।

চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে (Dart) ডাট ঈষৎ বক্রভাবে ভিতরে বখেয়া করিয়া ইস্ত্রী দ্বারা চিরিয়া দিবে।

গরম কাপড়ের দরজ, ডাট, পকেটর যোড়া, অনেক স্থানেই ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয়। ইস্ত্রী ৫ হইতে ৮ পাউণ্ড ওজনের হইলেই ভাল হয়, তবে খুব পুরুকাপড়ের জন্য ১০ পাউণ্ড ইস্ত্রীও ব্যবহৃত হয়। ইস্ত্রী কয়লার আগুনে গরম করিয়া প্রথমে শুষ্ক মৃত্তিকার উপর ঘষিয়া নির্ম্মল ও মসৃণ করিতে হয়। কোন টুকরা কাপড়ের উপর চাপিয়া উহার উষ্ণতার উপযোগীতা বুঝিতে হয়। অত্যুষ্ণ হইলে বস্ত্র খণ্ড যদি পুড়িয়া যায় তাহা হইলে ইস্ত্রী ক্ষণকাল রাখিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া লইবে। ইস্ত্রীর গায় জলের ছিঁটা দিলে যদি তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকারে জল শুষ্ক হয়, তাহা হইলেই উষ্ণতা ঠিক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ইস্ত্রি করিবার জন্য এক খণ্ড সুমসৃণ ১ ইঞ্চ পুরু, ৩০ ইঞ্চ দীর্ঘ এক প্রান্তে ৩ ইঞ্চ অপর প্রান্তে ৬ ইঞ্চ পরিসর উভয় প্রান্তই গোল সিলিবোর্ড বা লাবরোদ নামক কাষ্ঠ ফলকের উপর কাপড় রাখিয়া ইস্ত্রি করিতে হয়। বখেয়া করা দরজের যোড়া চিরিয়া অল্প জল দ্বারা ঈষৎ আর্দ্র করিয়া তাহার উপর ইস্ত্রী সবলে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া ঘষিলেই উত্তাপে দরজের উভয় পাট বিস্তৃত হইয়া তদবস্থায় রহিয়া যায়। ইস্ত্রি করিতে দেখিলেই এ বিষয়ে ক্রমে অভিজ্ঞান ও অভ্যাস জন্মে।

কোন কোন গরম কাপড়ের কোটের নীচের পকেটের মুখে ফ্লাপ (Flap) ঢাকনা দিবার প্রয়োজন হয়। কেহ বা ওয়ালিট বা পটী দিতে বলেন। কোন ভাল দরজীর তৈয়ারী একটি গরম কাপড়ের পুরাতন কোট সাবধানে খুলিয়া দেখিলে কোন স্থানে কিরূপ সেলাই করা হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া তদনুসারে প্রত্যেক অংশ সেলাই করা কর্ত্তব্য। এইরূপে সমস্ত সেলাই শেষ হইলে খিলনী খুলিয়া সমস্ত কোটটির উপরে একবার

ইস্ত্রি করিলে দেখিতে পরিষ্কার ও পরিপাটী হয়। এইরূপ ইস্ত্রি করিবার জন্য এক খণ্ড খুব পরিষ্কার ধৌত ১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ, ১২ ইঞ্চ প্রস্থ পুরাতন বস্ত্র খণ্ড জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া কোটের সামনা, পকেট, কলার, আস্তিন যে যে স্থানে ইস্ত্রি করিতে হইবে তদুপরি বিস্তৃত করতঃ তাহার উপর গরম ইস্ত্রী সবলে চালাইবে। এই আর্দ্র বস্ত্র খণ্ডকে দরজীরা ড্রমফ্রক্ বলে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কাপড় ময়লা হইতে পারে না। তাহার পর কাজ ঘর সেলাই করিয়া বোতাম টাঁকিয়া কাপড়ের ব্রুশ দ্বারা ঝাড়িয়া দিলেই কর্ম্ম শেষ হইল।

তসর, গরদ, বাপ্তা প্রভৃতি রেসমী কাপড়ের কোট আস্তর না দিলে জীন, এল্পোলা, কেনানোর প্রভৃতি সূতী কাপড়ের কোটের মত সেলাই হয়, কিন্তু আস্তর দিলে দরজ মাত্রেরই লবে একটি করিয়া বখেয়া দিতে হয়। কেবল সামনা, কলার ও আস্তিনের কফে লব খাশ যোড়া বখেয়া দিলেই ভাল দেখায়।

পার্সী কোট, চায়না কোট, ইংলিস টাইট্ কোট, কাহারও কেপ কলার বা টরন্ কলার, কাহারও বা বুক পর্য্যন্ত টরন অর্থাৎ উল্টান কলার হয়। সাহেবদিগের চেষ্টার্ ফিল্ড কোট, অফিস কোট, ড্রেসিং কোট, রাইডিং কোট নানা প্রকার হয়। তত্তাবতের নমুনা দেখিয়া তদনুরূপ সেলাই করা কর্ত্তব্য।

প্যাণ্টুলন—প্যাণ্টুলনও নানা প্রকারের ও নানা নামের হয়। প্যাণ্ট্ বা প্যাণ্টুলন একটু ঢিলা ঢালা, ট্রাউজার আঁটা সাঁটা, নিকার বকার হাঁটু পর্য্যন্ত, রাইডিং ব্রিচ্ পায়ের কবজী পর্য্যন্ত নিম্নের পার্শ্বে বোতাম আঁটা। এস্থলে সাধারণ প্যাণ্টুলনের বিষয় বর্ণিত হইল।

প্যাণ্টুলনের মাপ।—

লম্বা কোমর হইতে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত পার্শ্ব হইতে ২০ গিরা
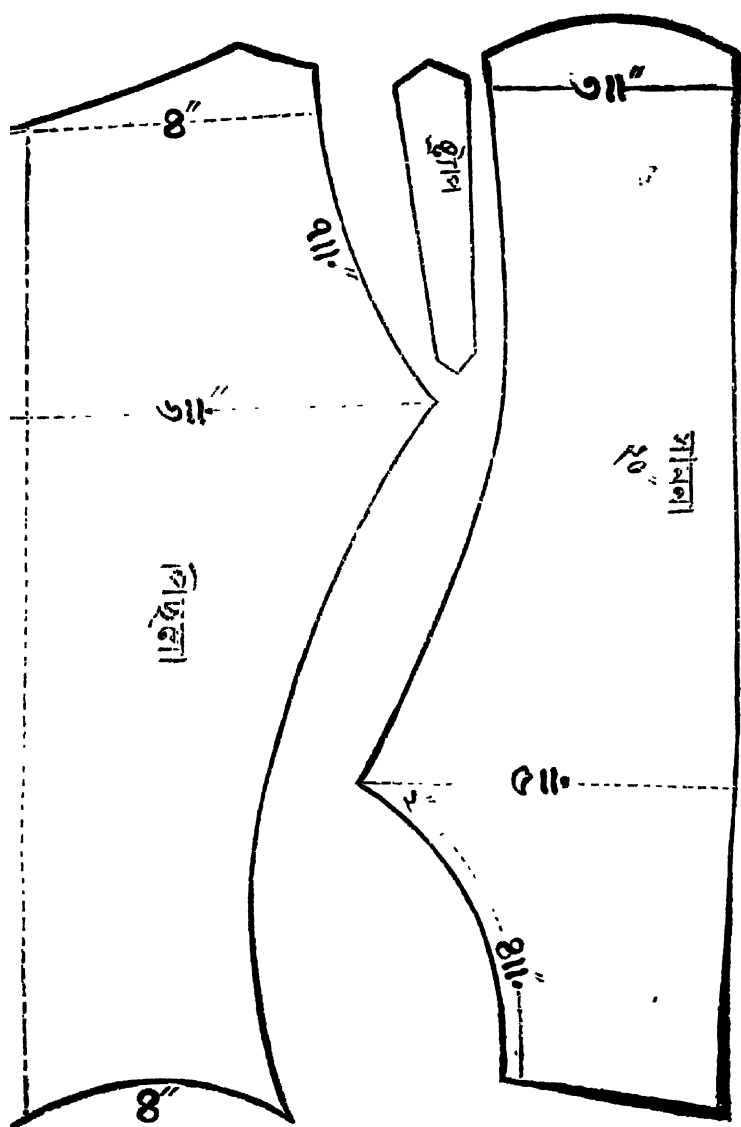
৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত প্যাণ্টলনের চিত্র

কোমর বা নাভীর বেষ্টন	...	..	১৩	গিরা
পাছার বেষ্টন ...	...	...	১৫	"
লেঙ্গটা নাভী হইতে দুই জঙ্ঘার মধ্য দিয়া পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সন্ধি	...	...	১৩	"
জঙ্ঘার বেষ্টন ...	...	...	৮	"
গোড়ালী বেষ্টন ...	...	...	৭	..

কোমরে ঘড়ীর পকেট, দুইটি পাশ পকেট। কাপড় ধোলাই জীন ২৸৹ গজ।

অংশ—২ সামনা, ২ পিছন, কাজপটী, বোতাম পটী, ২ ষ্ট্র্যাপ।

পকেটর জন্য অর্দ্ধ গজ পুরু লংক্লথ, পিতলের বোতাম বড় ৭টি, ছোট ৫টি, বকলস ১টি।

চিত্রানুরূপ ভাঁজ করা ডবল কাপড়ে সামনা ও বিপরীত দিকে পেছনের কাপড় প্রথমে পেন্সিল দ্বারা দাগ করিতে হয়। মাপ অপেক্ষা লম্বা ১ গিরা বেশী কাটিতে হয়, কারণ গোড়ালীর দিকে ১॥৹ ইঞ্চ চৌড়া পটী সেলাই করিতে হয়! কোমরের মাপ অপেক্ষা ১॥৹ গিরা, পাছার মাপ অপেক্ষা ২ গিরা, জঙ্ঘার মাপ অপেক্ষা ১॥৹ গিরা, গোড়ালী অপেক্ষা ১ গিরা মাপ বেশী রাখিয়া দাগ করিবে এবং সেলাইএর হক ১ইঞ্চ বেশী রাখিয়া কাপড় কাটিবে। সামনার ২ পাট অপেক্ষা পিছনের ২ পাট ১ গিরা বেশী হওয়া উচিত। সাম্‌নার কোমর ৬॥৹ গিরা, লেঙ্গটা নিম্নভাগে ৭ গিরা, পাছা ৭॥৹ গিরা, জঙ্ঘা কোমর হইতে ৯ গিরা নিম্নে ৪ গিরা, এবং গোড়ালী ৩॥৹ গিরা দাগ করিবে। পিছনের ২ পাট কোমর ৮॥৹ গিরা, লেঙ্গটা বা পিছনের দরজ ৮ গিরা অথবা উপরে যোড়া হইতে ৭ গিরা, পাছা ৯ গিরা, জঙ্ঘা ৫ গিরা এবং গে ৫ গিরা দাগ করিবে।

এইরূপ মাপ অনুসারে কাপড় কাটিয়া সামনার কোমরের ২ গিরা নিম্নে ২॥০ গিরা পকেটের মুখ রাখিয়া দুইটি পকেট সেলাই করিবে। তাহার পর পাশের খাড়া দরজ একটি অর্দ্ধ থাশ বখেয়া করিবে। পরে সামনার বামদিকে কাজপটী ও দক্ষিণ পাটের সহিত বোতামপটী মুড়িবে। ইহার পর সামনা ও পিছনের পাট মুড়িয়া দুইটি পায়ের ভিতরের দুইটি দরজ একটু কম চৌড়াভাবে সেলাই করিবে। তদনন্তর কাজপটী ও বোতাম পটীর ২ গিরা নিম্ন পর্য্যন্ত উভয় সামনার দরজ এবং ভিতরের দরজের মুখ হইতে পিছনের ক্রমে চৌড়া উর্দ্ধগামী দরজ খিলিয়া দুইটি বখেয়া করিবে। তাহার পর লংক্লথের পটী দ্বারা কোমর উপরে লব খাশ যোড়া বখেয়া ও নীচে তুরপাই করিবে। ইহাতেও সামনা তালপাত ও পিছন গোলপাত ভাবে কাটিতে হয়। এজন্য গোড়ালীর পটী প্রথমে ভাঁজ দিয়া খিলনী করিয়া পরে তুরপাই করিবে। একটি প্যাণ্টুলন দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার পর বকলসের ষ্ট্র্যাপ দুইটি ডবল কাপড়ে সেলাই করিয়া পশ্চাদ্ভাগে ১ গিরা নিম্নে সমরেখায় বসাইয়া বখেয়া করিয়া সমস্ত খিলনীর সুতা খুলিয়া ফেলিবে। কাজপটীতে পাঁচটি কাজঘর প্রস্তুত করিবে। বোতাম পটীতে পাঁচটী ছোট বোতাম, গ্যালিসের ৬টী বড় বোতাম, কোমর পটীর মুখে বড় বোতাম, ষ্ট্র্যাপের বামদিকেরটিতে বকলস আঁটিলেই প্যাণ্টুলন প্রস্তুত হইল।

গরম কাপড়ের প্যাণ্টুলনের পিছনের ২ পাটে পাশ হইতে ২ গিরা ব্যবধানে এবং কোমর হইতে ৩॥০ গিরা নিম্ন পর্য্যন্ত পিছনের দরজের সমরেখায় ডাট প্রস্তুত করিতে হয়। ডাট প্রস্তুত করিলে কাপড় বসে ভাল। ডাটের সেলাই উপরে চৌড়া, ক্রমে সরু দরজ বখেয়া করিয়া ইস্ত্রী দ্বারা চিরিয়া পকেটের কাপড়ের পটী দ্বারা মুড়িয়া তুরপাই করিয়া

দিতে হয়। পায়ের ভিতর দিকের দুইটি দরজ বখেয়া করিয়া ইস্ত্রী দ্বারা চিরিয়া দিবে। গোড়ালীর পটী তুরপাই না করিয়া জিঞ্জিরা করিলেই ভাল হয়। পুরাতন ভাল নমুনার প্যান্টুলন খুলিয়া কোন স্থানে কিরূপ সেলাই করিতে হয়, অনুকরণ করিলেই এ বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞান জন্মিবে। সেলাই শেষ হইলে গরম কাপড়ের প্যান্টুলন আর্দ্র ভুমক্রক যোগে ইস্ত্রি করিয়া লইবে।

পায়জামা—ইহা ঢিলা ও চুড়িদার দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়। পায়-জামার কোমরে রেসমী ইজার বন্ধ (পায়জামার আর এক নাম ইজার) প্রবেশের জন্য ৯ গিরা কাপড় মুড়িয়া দুই মুখ খোলা পটী সেলাই করিতে হয়। ঢিলা পায়জামা সোজা খাড়া কাপড়ে এবং চুড়িদার পায়জামা ওরেপ কাপড়ে গায় আঁটা সাঁটা ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। ওরেপ অর্থ কাপড় কোণাকোণী ভাঁজ দিয়া কাটা। এইরূপ কাপড়ে টান লাগিলে সহসা ছিঁড়ে না, এজন্য গায় কসা হইলেও টিকে।

ঢিলা পায়জামার মাপ—

লম্বা কোমর বা নাভী হইতে গোড়ালী		২০ গিরা।
কোমর বা নাভীর বেষ্টন	...	১৩ „
লেঙ্গটা ...	...	১৩ „
গোড়ালী ...	...	৮ „

ইহাতে ২॥০ গজ লংক্লথ আবশ্যক। কিন্তু চুড়িদার পায়জামাতে ২ গজের অধিক প্রয়োজন হয় না; পায়জামার পকেট থাকে না। কোমর ১৬ গিরা, পাছা ১৮ গিরা, জঙ্ঘা ১০ গিরা, গোড়ালী ৮ কি ৯ গিরা রাখিতে হয়। ইহার পাশে দরজ হয় না। প্রথমে সামনা ও পিছন যাহা উভয়ই সমান, উপরের দিকে মাথায় ইজারবন্ধ প্রবেশের পটী তুরপাই করিয়া তাহার নীচে ১ গিরা হিসাবে দুই দিকেই বখেয়া করিতে হয়।

তাহার পর ৭ গিরা লম্বা মাথায় অর্দ্ধ ইঞ্চ, মুখ ৩ গিরা চোড়া মিয়ানী নামক ত্রিভুজাকৃতি দুই খণ্ড কলি যুড়িয়া তাহার নীচে দুই পায়ের দুইটি দরজ মিয়ানী সহকারে বখেয়া করিবে। তাহার পর গোড়ালী বা মহুরী ১ ইঞ্চ চৌড়া তুরপাই করিলেই ঢিলা পায়জামা প্রস্তুত হইল।

চুড়িদার পায়জামা কাপড় ওরেপ কাটিয়া বখেয়া দ্বারা যুড়িয়া কোমর ১৫ গিরা, জঙ্ঘা ৯ গিরা, গোড়ালী পদ প্রবেশ যোগ্য ৫।।০ বা ৬ গিরা রাখিয়া মিয়ানী সহ ভিতরের দরজ বখেয়া করিবে। মহুরীতে ১ ইঞ্চ চৌড়া ভাঁজ করা ওরেপ কাপড়ের পটী একটি বখেয়া ও তুরপাই দ্বারা সেলাই করিবে। চুড়িদার পায়জামা ঢিলা পায়জামারই অনুরূপ, তবে কাপড় ওরেপ ও পা দুইটি সরু হয়। ইহা হিন্দুস্থানী, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরাই অধিক পরে। প্যাণ্টুলনের ভিতরে ড্রয়াঁর স্বরূপ পরা চলে।

সাহেবেরা যে পায়জামা ব্যবহার করেন তাহা প্যাণ্টুলনেরই অনুকরণে প্রস্তুত হয়। উহাতে কাজ বোতাম করিতে হয়। গরম কাপড়ের প্যাণ্টুলনের নীচে পায়জামা না পরিলে কাপড় শীঘ্রই ময়লা ও নষ্ট হইয়া যায়

নিকার বকার—মাপ কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ১৪ গিরা।

কোমর বা নাভীর বেষ্টন		১৩ গিরা।
পাছার বেষ্টন ...	...	১৫ ,,
লেঙ্গটা ...	...	১৩ ,,

ইহা প্যাণ্টুলনেরই অনুরূপ, কেবল লম্বায় হাঁটুর গ্রন্থির নিম্ন পর্য্যন্ত যত হয়, তদপেক্ষা দুই গিরা অধিক দীর্ঘ রাখিতে হয়, এবং গ্রন্থির নীচে দৃঢ় আবদ্ধকরণ জন্য বোতাম বা ক্ষুদ্র বকলস বসাইতে হয়, সুতরাং মহুরীতে তদ্রূপযোগী ডবল কাপড়ের পটী দিতে হয়। পটীর উপরে পাশের দরজ ২।০ কি ২।।০ গিরা খোলা থাকে। পা দুইটি প্যাণ্টুলনের

ন্যায় সোজা ৮ গিরা ঘের থাকে, তাহা চুনট করিয়া অথবা ছোট ছোট তিনটি প্লেট রচনা করিয়া হাঁটুর গ্রন্থির নিম্নের মাপ মত ৫ গিরা কিংবা যত হয় তাহা করিয়া মহুরীর মুখের পটী তদপেক্ষা ১ গিরা অধিক প্রস্তুত করিতে হয়, কারণ তাহাতে বকলস আবদ্ধ হইয়া থাকে। পাশে পকেট, পিছনে ষ্ট্র্যাপ সমস্তই প্যান্টুলনের মত। কাজপটী ও বোতাম পটীও তদ্রূপ। কাপড় জীন ২ গজ, পকেটের জন্য লংক্লথ আধ গজ প্রয়োজন হয়।

ওয়েষ্ট কোট—মাপ স্কন্ধ হইতে নাভীর নিম্ন ১১ গিরা।

বক্ষের বেষ্টন	... ...	১৫ "
কোমর বা পেটের বেষ্টন		১৪ "

পকেট তিনটি, টরণ কলার, পিঠে লংক্লথ ডবল, বকলসের ষ্ট্যাপ দুইটি।

সম্মুখের সামনার জন্য কাপড় ১২ গিরা বা ২৭ ইঞ্চ, অস্তর লংক্লথ পিঠ সহ ১।০ গজ আবশ্যক। বোতাম ছোট রকমের পাঁচটি। গায়ের মাপ অপেক্ষা ১৷৷০ গিরা বড় প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথমে সামনার কাপড় টানিয়া জমাইয়া সদর দিকে ভিতরে রাখিয়া ভাঁজ দিয়া প্যাটারণ অনুসারে দাগ করিবে। লম্বা ১১৷৷০ গিরা, বক্ষের বেষ্টন ১৬ গিরা স্থলে ১৭৷৷০গিরা প্রস্তুত জন্য তদৰ্দ্ধ সামনায় ৮৸০ স্থলে ৫৸০+৫৸০=১১৷৷০, পিঠ ৬৷৷০, এই মোট ১৮গিরা কাটিলেই সেলাই বাদে ১৭৷৷০ গিরা প্রস্তুত হইবে। সামনার মাপ বক্ষে ৫৸০, কমর ১৪৷৷০ স্থলে বেশী ১৷৷০ গিরা সহ ১৬ গিরার মধ্যে সামনার দুই পাট ৫+৫=১০, পিঠ ৬গিরা কাটিতে হয়। চিত্রানুরূপ প্যাটরণ কাটিয়া কাপড়ের উপর ফেলিয়া পেন্সিলের দাগ করিয়া কাপড় কাটাই কর্ত্তব্য।

ফ্যাশন ও টরণ কলারেরর জন্য আর ১২ গিরা কাপড় আবশ্যক। চিত্রানুরূপ কলার মধ্যে যোড়াভাদ্দব ৪ পাত ওরেপ বা ক্রসকট্ অনুসারে

কাটিবে। ফ্যাশনের কাপড় খাড়া অর্থাৎ কাপড়ের দীর্ঘের হিসাবে, কাটিতে হয়। সামনার আস্তর দুই পাট ফ্যাশন বাদে কাটিতে হয়। পিঠের লংক্লথ দুই পাট একত্রে মধ্যে ভাঁজ দিয়া প্যাটারণ অনুসারে দাগ করিয়া কাটিবে। কোমরের ২ গিরা উপরে (নীচের প্রান্ত হইতে) ষ্ট্র্যাপ দুইটী দীর্ঘ ৪ গিরা, জড়ে ১৮০ গিরা, মুখে ১ গিরা চৌড়া দুই খণ্ড কাপড় কাটিয়া এরূপ ভাঁজ দিবে যেন সেলাই চিত্রানুরূপ ঠিক মধ্যে পড়ে।

সামনার উভয় পার্শ্বে ৩টি পকেট হইতে হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে একটী, এবং বাম পার্শ্বে দুইটী বসাইবার জন্য স্কন্ধের ৫ গিরা নিম্নে উপরের, এবং ৯ গিরা নিম্নে নীচের পকেটের দাগ করিবে। ওয়েষ্ট কোটে কাটা পকেট হইবারই নিয়ম। পকেটের দাগ উপরেরটীর জন্য মুখ ২ গিরা, নীচের দুইটীর মুখ ২।০ গিরা হিসাবে করিয়া কাটিয়া লইবে। প্রথমে পকেটের ওয়ালিট সেলাই করিয়া তাহার সহিত পকেটের খণ্ডগুলি খিলিয়া বখেয়া শেষ হইলে ওয়ালিটের দুই পাঁশের মুখ দুইটী বখেয়া ও তুরপাই করিয়া দিবে। মুখ দুইটী ১ ধান মোটা গোল, কড়া হইবে। একটী তৈয়ারি ওয়েষ্ট কোটের পকেটের মুখ দেখিলে এ বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞান জন্মিবে। পকেট শেষ হইলে ফ্যাশন দুই খণ্ডের সহিত সামনার আস্তরের দুই খণ্ড খিলিয়া সদর দিকে লবে একটী মাত্র বখেয়া দিবে। তাহার পর ফ্যাশন যুক্ত আস্তরটি সামনার উপর সমানে বিপরীত ভাবে স্থাপন করতঃ খিলনী করিয়া সম্মুখের দিকে কলার বসিবার স্থানের বাহিরে কলারের মুখের সমান হাফ্ হইতে বখেয়া দিতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকের কোণ ঘুরিয়া দাওনের ভিতর বখেয়া পাশের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত করিবে। তাহার পর সামনার বগলের গোলাই ৪॥৹ গিরা ভিতর বখেয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে অর্দ্ধ গিরা ব্যবহিত ৪টী কুট্‌কা দিবে। 'কুট্‌কা না দিলে উল্টাইলে মোহড়ার ভাঁজ ভাল বসিবে না। ইহার পর আস্তরটি উল্টাইয়া নীচে

ফেলিয়া যাহাতে ফ্যাশন সামনার পাট অপেক্ষা ঈষৎ ভিতরে থাকে এরূপ ভাবে খিলনী করিবে, কিন্তু যে স্থান হইতে কলার টরণ হয়, তাহা পাঁচটী বোতামের সর্ব্বোপরিস্থ প্রথমটির অর্থাৎ কলারের হাফ্ হইতে ১৷৷০ কি ১৸০ গিরা নিম্ন পর্য্যন্ত ফ্যাশন অপেক্ষা সামনার কাপড় ঈষৎ ভিতরে দাবাইয়া খিলনী করিবে, কারণ কলার সহিত ঐ অংশ টরণ করিলে (উল্টাইলে) উহা উপরে দৃষ্ট হইবে। পিঠ জুড়িয়া কাঁধ সেলাই করিয়া কলার বসাইয়া যখন কলার সামনায় ডবল বখেয়া দিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত অংশটিতে সামনার বিপরীত বা নিম্নভাগে বখেয়া দিতে হইবে।

যাহা হউক সামনার আস্তর উল্টাইয়া খিলনী করা হইলে ষ্ট্র্যাপ দুইটীর জড় পাশের দিকে চিৎভাবে (নীচের দিক উপরে) পকেটের উপরে সোজা ফেলিয়া খিলনী করিবে। তাহার পর পিঠের একপাট বিস্তৃত সমান ভাবে পাতিয়া তাহার উপর সামনা দুইটী চিৎভাবে ফেলিয়া প্রান্তে প্রান্তে লজড় দিয়া তাহার উপর পিঠের অপর পাট ঐরূপ সমানে পাতিয়া গলার কাটা স্থান ভিন্ন চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া খিলনী করিবে। খিলনী কালীন বগল ও দাওনে যেন সামনাদ্বয়েব খিলনী করা পাট পৃথক্ থাকে, অর্থাৎ বগল দাওন ও গলা ভিন্ন সামনা পিঠে একত্রে মাত্র পাশে খিলনী করা একেবারে হইলে গলার এক প্রান্ত হইতে ভিতর বখেয়া আরম্ভ হইয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে হইবে। মোহড়ার পিঠের দুই পাটের গোলাই ৩৷৷০ কি ৩৸০ গিরা হইবে। ইহার মধ্যে অর্দ্ধ গিরা ব্যবহিত তিনটী কুট্‌কা করিয়া দিবে, তাহা হইলে উল্টাইলে মোহড়া পরিপাটীরূপে বসিবে।

তাহার পর গলার কাটা ফাঁক যোগে সামনার দুই পাট টানিয়া বাহির করিয়া সর্ব্বত্র খিলনী করিয়া ষ্ট্র্যাপ দুইটীর মুখ একত্রে দুই তিন

পেঁচ সুতা দ্বারা টাঁকিয়া দিবে। কলারের পাটের যোড়ার স্থানে বখেয়া করিয়া চিরিয়া ইস্ত্রি করিয়া অথবা বড় কাঁচীর গোড়া দ্বারা পিটিয়া মধ্যে ইস্ত্রী দিয়া ভিতর বখেয়া করিয়া উল্‌টাইয়া খিলনী করিবে। কলারটী ৭॥০ গিরা তৈয়ারী হইবে। কলার বসাইবার সময় উল্‌টাভাবে অর্থাৎ টরণ হইবার উদ্দেশ্যে ভিতরের দিক উপরে রাখিয়া খিলিয়া ইস্ত্রীসহ ভিতরের বখেয়া করিবে। তাহার পর অপর পাট পশ্চাদ্ভাগে টানিয়া সরু তুরপাই করিবে। কলার বসাইয়া তৎসহ সামনায় একটী লব একটী ডর্বল খাস বখেয়া পিঠের পাট পর্য্যন্ত করিবে। বগলে ও দাওনে একটী খাস বখেয়া করিবে।

ইহার পর খিলনীর সুতা খুলিয়া কাজঘর প্রস্তুত করিয়া, বোতাম, টাঁকিয়া, বকলস বাম ভাগের ষ্ট্র্যাপে আঁটিয়া দিলেই ওয়েষ্ট কোট প্রস্তুত শেষ হইল।

সিনা বন্ধ—মাপ স্কন্ধ হইতে কোমার ১১ গিরা
বক্ষ বেষ্টন ... ... ১৫ "
কোমর বেষ্টন ... ... ১৪ "
গলা বেষ্টন ... ... ৬॥০ "

সামনা পিঠ একই কাপড় ১॥০ গজ, দুই পাশে দুইটি তালী পকেট।

গলায় সঞ্জাব, বগলে সঞ্জাব, দাওন মুড়িয়া দিলেই হয়, তবে কেহ সঞ্জাব দিতেও বলে। সামনায় কাজপটী ও বোতামপটীর জন্য ফ্যাশন বৎ দুইখণ্ড দিতে হয়। পাশে কলিদার অথবা বেগরকলি অর্থাৎ সামনা দুই পাট ও পিঠ এক পাট হইতে পারে। মাপ অপেক্ষা এক কি ১।০ গিরা বড় থাকিতে হয়। যদি কলিদার হয়, তাহা হইলে স্কন্ধ হইতে ৯ গিরা নিম্নে কলির ত্রিভুজের নিম্নকোণ পর্য্যন্ত সামনা পিঠসহ এক আঙ্গুল চৌড়া একটী কমরপটী উভয় প্রান্ত সরু তুরপাই অথবা উপরে

(সদর দিকে) বখেয়া দিবে। গলার ও বগলের সঞ্জাবের উপরের প্রান্তে লবে বখেয়া, নীচের প্রান্তে সরু তুরপাই করাই নিয়ম, তবে বখেয়া দ্বারাও কাজ চলিতে পারে। তালী জেবের পরিবর্ত্তে কেহ বা কাটা পকেট করিতে বলে। কাটা পকেটের মুখে ওয়ালিট হবে, কিন্তু পকেটের কাপড় দুই খণ্ড না হইয়া একখণ্ডদ্বারা করাই নিয়ম। ওয়েষ্ট কোট পর্য্যন্ত সেলাই করিতে শিখিয়া সিনাবন্ধ সেলাই সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার থাকে না। কাজঘর কেহ পাঁচ, কেহ ছয়, কেহ বা ৭টী হইতে ৯টি পর্য্যন্ত করিতে বলে' বোতাম ঝিনুকের কামীজের বোতাম দিতে হয়। কেহ কেহ সিনাবন্ধে নিমার মত হাফ্ আস্তিন পরে। আস্তিনযুক্ত হইলে উহার নাম ফতুই হয়।

মিরজাই—ইহা সিনাবন্ধের মতই গায় আঁটা সাঁটা, তবে আস্তিন কব্জী পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং চাপকানের মত দুই পাশে কলিদার, সামনার পর্দ্দা বাদামী, হিন্দুর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং মুসলমানের বাম পার্শ্বে গোলাকার কাজপটী হইয়া থাকে।

মাপ—স্কন্ধ হইতে কটির নিম্ন			১২ গিরা
বক্ষঃ বেষ্টন	...	...	১৫ "
কটি "	...	...	১৩৷৷০ "
আস্তিন	...	...	১৩৷৷০ "
গলা	...	...	৬৷৷০ "

কলিদার হইলে সামনা ৭ গিরা, পিঠ ৭ গিরা চৌড়া, সামনার পর্দ্দা, কণ্ঠ হইতে নাভী, কেহবা নাভীর উপর পর্য্যন্ত ৬৷৷০ হইতে ৭ গিরাকে সেন্ত ধরিতে বলে। এই সেন্তের নিম্ন পর্য্যন্ত বোতাম অথবা বন্ধ থাকে। আস্তিন ওরেপ্ কাটা হয়, তবে সোজা কাপড়ের, মহুরীতে সঞ্জাব অথবা কামীজের মত মলাই কফদার করিতে বলে। মোহড়ার নীচে চৌবগলা

দিতে হয়। দাওনে ও গলায় সঞ্জাব দিতে হয়। সামনার পর্দ্দায় গোলাই ও বোতাম বসাইবার স্থানে এবং গোল কাজপটীতেও সঞ্জাব দিতে হয়। বোতামের কাজঘর ৯টী, কেহবা ৭টী করিতে বলে। বোতাম না হইলে কণ্ঠার উর্দ্ধ প্রান্তে ঘুণ্ডী ও পর্দ্দার নীচে বন্দ লাগাইতে হয়। পকেট সামনার এক বা দুই পাশে তালী অথবা কাটা হয়, তবে চাপকানের মত পাশে কলিতেও হইতে পারে। কাপড় ১গজ বহরের ২ গজ আবশ্যক, তবে সঞ্জাবের জন্য আর ৪ গিরা এই ২।০ গজ লইতে হয়। সামনা পিঠের জন্য ১২॥০ গিরা লম্বা ১ খণ্ড হইতে ২ গিরা ফালী পৃথক করিয়া অবশিষ্ট ১৪ গিরার মধ্যে ছিঁড়িয়া ৭ গিরা হিসাবে দুই খণ্ড করিবে। আস্তিন ১৩॥০ গিরার মধ্যে পুট ৩॥০ গিরা বাদে ১০ স্থলে ১০॥০ বা ১১ গিরা ১খণ্ড দ্বারা দুইটী আস্তিন কাটিবে। অবশিষ্ট কাপড় দ্বারা সামনার পর্দ্দা, কলি, পকেট, সঞ্জাব প্রস্তুত করিবে। মিরজাই ১৪ গিরা লম্বা হইলে হাফ চাপকান বলে।

চাপকান—উপরের অংশ অবিকল মিরজাই এর মত, তবে লম্বায় অধিক ও সামনায় বালাবর থাকে।

মাপ—স্কন্ধ হইতে হাঁটু ১৮ বা ২০ গিরা
বক্ষের বেষ্টন ... ... ১৬ "
কোমর নাভীর উপর ... ১৫ "
আস্তিন ... ... ১৪ "
গলা ... ... ৭ "
সেস্ত ... ... ৭ "

দুইটী পাশ পকেট, সামনায় ঘড়ীর পকেট, গলায় দাওনে সঞ্জাব, আস্তিন চোস্ত অথবা কোটেরমত হয়। চোস্ত আস্তিনের মহুরীতে সঞ্জাব, কোট আস্তিনে মহুরীতে ১॥০ গিরা চৌড়া কফের পটী নীচে

পার্দ্ধ
ছাতি ১৮
কোমর
১৬
ঝালা ৮X১৩
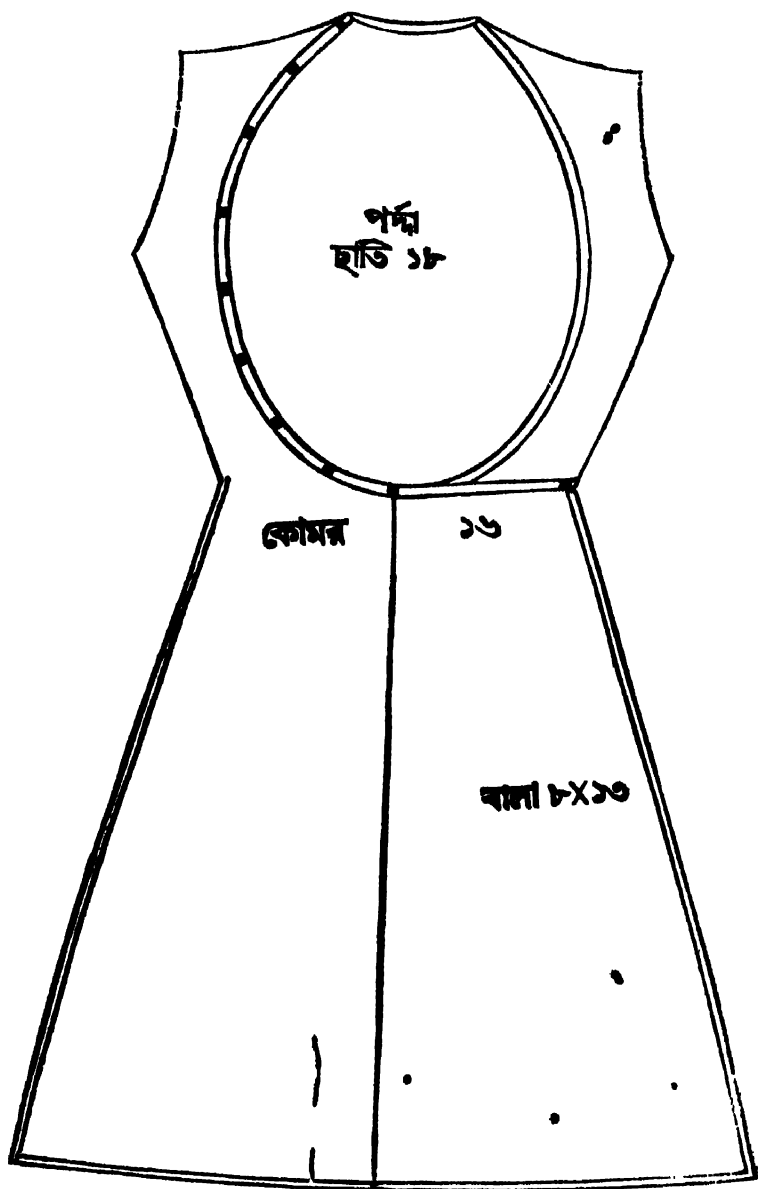
যুড়িতে হয়। কাপড় সামনা পিঠে ২০৷৷০ গিরা, আস্তিন ১২ গিরা, কলি ও বালার জন্ত ১৩৷৴০ গিরা, সজাব ৪ গিরা এই ৩৷০ গজ সংক্রথ হইলেই হয়।

সামনা পিঠ ২০ × ৭ গিরা হিসাবে ২ পাট,
কলি ২টী ২৷০ × ৭ গিরা হিসাবে ত্রিকোণ
„ ৪টী ৪ × ১৩ গিরা হিসাবে ত্রিকোণ

বালা ৪ উপরে, ৮ নীচে ১৪ গিরা লম্বা এক পাশে সোজা, অপর পাশে কলির অনুরূপ সেলামী ভাবে কাটা হয়। সামনার কাজ পটীর এক খণ্ড ২০৷৷ গিরা লম্বা, ৪ গিরা চৌড়া হইতে হয়। ইহারই নীচের অংশের সহিত বালা সংবদ্ধ থাকে। চোস্ত আস্তিন হইলে মোহড়ায় চৌবগলা দিতে হয়। কোট আস্তিনের মোহড়া কোটেরমত ৮ গিরা, মহুরী ৬ গিরা হওয়া উচিত। পর্দ্দার পাশে কাজপটীতে ৯টী কাজঘর ও বালার পাশের প্রান্তে ১টী কাজঘর থাকে। সামনার দক্ষিণ পাশে ভিতরে একটী বন্দ থাকে। গায়ের মাপ অপেক্ষা ১ কি ১৷০ গিরা অধিক থাকা আবশ্যক।

একটী চাপকান দেখিয়া তাহার পর্দ্দা কিরূপ বসান হইয়াছে, কলি ও বালা কিরূপে যোড়া হইয়াছে, দেখিয়া প্রথমে পর্দ্দা সেক পর্য্যন্ত সজাবসহ খিলনী করিয়া বখেয়া করিবে। তাহার পর স্কন্ধের দরজ প্রস্তুত করতঃ বখেয়া, অথবা পেসুজ তুরপাই করিয়া পাশের কলি গুলি ক্রমে যুড়িবে। কলির পর বালা যুড়িবে, তাহার পর সজাব, গলা, কাজপটী, বালা, দাওন সর্ব্বত্র যুড়িয়া বখেয়া করিবে। আস্তিনের দরজ ও মহুরীর সেলাই শেষ করিয়া মোহড়া মাপমত যুড়িবে। তাহার পর পাশ পকেট ও ঘড়ীজেব বসাইলেই চাপকান সেলাই শেষ হইল। কলি না দিয়া সামনা পিঠ একত্রে কলিসহ মাপমত দাগ চিত্রানুরূপ করিয়া কাটিবে। পর্দ্দা ও

বালা চিত্রানুরূপ দাগ করিয়া কাটিয়া সেলাই আরম্ভ কালীন প্রথমে সামনার পর্দা যুড়িবে। কাজ পটীর সামনা সঞ্জাবদাররূপে যুড়িয়া পরে তাহার সহিত বালা খিলনী করিবে। সামনা পিঠের সহিত কলি যুড়িয়া সমস্ত অংশ বখেয়া করিবে। পকেটের মুখ ২৷৷৹ গিরা খোলা থাকিবে। তাহার ১ গিরা নীচের দিকে ৪ গিরা বা অধিক দাওন পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। খোলা স্থান সঞ্জাবদার অথবা প্রায় ১ ইঞ্চ চৌড়া মোড়া পটী করিয়া একটী বখেয়া করিতে হয়। একটী তৈয়ারী চাপকান খুলিয়া অথবা দেখিয়া তদনুরূপ নানা অংশ সেলাই করিবে। কলি সেলাই হইলে সেন্ত পর্য্যন্ত একটী সঞ্জাবের কোমরপটী বসাইয়া তুরপাই অথবা বখেয়া করিবে। গায়ের মাপ অপেক্ষা ছাতি, কোমর ১ বা ১।৹ গিরা বেশী থাকা চাই।

গরম কাপড়ের চাপকান হইলে কেহ কেহ গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত আস্তর দিয়া থাকে, আস্তিনেও কোটের আস্তিনের মত ছিটের আস্তর দিতে হয়। যাঁহারা চোগার নীচে চাপকান পরেন, তাঁহারা ওয়েষ্ট কোটেরমত চাপকানের পিঠ ক্যালিকো দ্বারা ডবল ও ষ্ট্র্যাপ দ্বারা বকলসযুক্ত করিতে বলেন। পুরাতন চাপকান দেখিয়া চাপকান প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য, নচেৎ পর্দা বসান কষ্টকর বিবেচনা হইবে।

আসকান।—ইহা মুসলমানেরাই ব্যবহার করেন। ইহার সামনার পর্দা নাই, সোজা সিনাবন্দের মত, তবে বালা বাম হইতে দক্ষিণ ভাগে যুড়িতে হয়। কাজঘর ৭টী হইতে ৯টী হইয়া থাকে। বালার চাপকানেরমত প্রান্তভাগে একটী কাজ বোতাম ও ভিতরে বাম পার্শ্বে বন্দ থাকে। পাশ পকেট দুই পাশে দুইটী, এবং বালার নীচে ঘড়ীর জেব বসাইতে হয়। গলায় সঞ্জাব, কেহবা অপ্রশস্ত কলার বসাইতে বলেন। দাওনে সঞ্জাব, আস্তিনের মহুরীতে কেহ সঞ্জাব, কেহ মালাই-

ককেরমত ২॥• গিরা খোলা, তাহাতে ৩টী করিয়া বোতাম ও কাজঘর করিতে বলেন, কেহবা কোট আস্তিন পরেন। মহুরী কব্‌জীর মাপে ৩॥• কি ৩৸• গিরা হয়। মাপ চাপকানেরমত, কাপড় ৩ কি ৩॥• গজ আবশ্যক।

সেলাই আরম্ভ কালীন প্রথমে কাঁধের দরজ যুড়িয়া, সামনার কাজপটী ও বোতামপটী খিলনা করিবে। সামনাসহ বালা যুড়িয়া, পিঠ ও সামনার কলি যুড়িবে। দাওনের উপরে কলি ৪ গিরা খোলা রাখিয়া দরজ বখেয়া অথবা পেস্থজ তুরপাই শেষ হইলে কলার বা গলায় সঞ্জাব, দাওনে সঞ্জাব সেলাই হইলে আস্তিন সেলাই করিয়া মোহড়া যুড়িবে, তাহার পর জেব ও কাজ বোতাব করিবে।

চোগা।—মাপ চাপকানেরমত গ্রহণ করিতে হয়, তবে লম্বা চাপকান অপেক্ষা ১ গিরা বড় হয়, আর গায় কোটেরমত ঢিলা ২ কি ২॥• গিরা মাপ অপেক্ষা বেশী থাকিতে হয়। আস্তিন পাঞ্জাবীরমত ঢিলা হয়, তবে কেহ বা কোট আস্তিন পরেন। সামনায়, গলার ঘেরসহ দাওন যুড়িয়া ১ গিরা চৌড়া সঞ্জাব দিতে হয়, এজন্য কাপড় আর অর্দ্ধ গজসহ মোট ৪ গজ আবশ্যক হয়। গলার ঘেরসহ সামনার ৪ গিরা নীচ পর্য্যন্ত একটী পানের আকৃতি খোলা হয়, তাহার নীচে ১ গিরা ব্যবহিত দুইটী ট্যাসেল বসাইতে হয়। গরম কাপড়ে ও রেসমী চোগার রেসমী ট্যাসেল বস্ত্রের অনুরূপ বর্ণের দিতে হয়। পাশে দুইটী পকেট থাকে, পকেটের নীচ হইতে দাওন পর্য্যন্ত দুই পাশ ৫ গিরা খোলা থাকে। দাওনের ঘের ২৮ হইতে ৩• গিরা হয়। পূর্ব্বে কলিদার চোগার রেওয়াজ ছিল, আজকাল ওভর কোটেরন্যায় ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

সেলাই কাঁধ, পাশের দরজ, গলা, সামনা দাওনে সঞ্জাব বখেয়া হইলে,

আস্তিনের দরজ ও মহুরী অস্তে মোহড়া মুড়িতে হয়। তাহার পর পকেট ও ট্যাসেল বসাইতে হয়।

পার্সীকোট—পার্সীদিগের ব্যবহৃত পার্সীকোট লম্বায় ১৬ হইতে ১৮, ২০ গিরা, গলায় কেপ কলার টরণ, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অংশ কোটের অনুরূপ, তবে ইহার পকেট পাশে হয়।

চায়নাকোট—চায়না কোট চীনাদিগের অনুকরণে, কলার হীন, ঢিলা ঢালা, সামনায় তালী জেব দুই পাশে দুইটী মাত্র।

ওভর কোট।—ইহাও কোটেরই অনুরূপ, তবে কোটের উপরে পরিতে হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ অধিক ঢিলা, লম্বায় ১৮ হইতে ২০ গিরা, টরণ কলার, উপরে একটী মাত্র বড় রুমালের পকেট কাঁধ হইতে ৫ গিরা নীচে বাম পাশে বসাইতে হয়। ভিতরে আস্তরের সহিত দক্ষিণ পাশে সামনার নীচে বসাইতে হয়। তবে কেহ কেহ দক্ষিণ পার্শ্বে ৮ গিরা নীচে ক্ষুদ্র ভিজিটীং কার্ডের পকেট করিতে বলেন। ইহা প্রায়ই গরম কাপড়ের হইয়া থাকে। গরম বনাত, সার্জ্জ ডবল ৫৪ ইঞ্চ বহরের হইলে দীর্ঘ ২০ গিরা, আস্তিন ১২ গিরা এই দুই গজ, সিঙ্গল বহর কাশ্মীরা প্রভৃতির ৪ গজ আবশ্যক। ইহাতে কলিকোর আস্তর দিতে হয়। বোতাম কোট অপেক্ষা বড় ৫টী, হাতের কফের পাশে ৩টী করিয়া ৬টী দুই আস্তিনে আবশ্যক। কাজ ঘর টুইষ্ট দ্বারা করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন সাহেবদিগের ড্রেসিং কোট, বল নাচের কোট, রাইডিং বা অশ্বারোহণের কোট ব্যবহৃত হয়।

পঞ্জাবী।—পঞ্জাববাসীরা কুর্ত্তার অনুকরণে চোগার মত ঢিলা আস্তিন যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহারই নাম পঞ্জাবী। ইহাতে কলার হয় না, সামনা কুর্ত্তার মত পটীদার, অথবা পাশে ৩া০ গিরা খোলা ঘুণ্ডীদার হয়। সঞ্জাব গলাসহ একত্রে পাশের ফাঁক খিলিয়া

বখেয়া করিতে হয়। ইহাতে কাজ বোতাম হয় না, কেবল গলায় দক্ষিণ পাশে ঘুণ্ডী আবদ্ধ থাকে। কেহবা অন্যান্য অংশ কামীজের মত করিয়া কেবল আস্তিন দুইটী পঞ্জাবীর মত ঢিলা করেন। কেহ বা আস্তিন মালাই কফ তিনটী বোতামদার পরেন। পঞ্জাবীতে দুই পাশে কলি থাকে, তবে বেগর কলিও হইতে পারে। দাওন কামীজের মত গোল হয় না, পকেট পাশে এক বা দুইটি হয়। বুক পকেটও কেহ কেহ দিতে বলেন।

এই সকল কাপড় নমুনা দৃষ্টে গায়ের মাপমত কাটিয়া সেলাই করাই কর্ত্তব্য। কোন্ কাপড়ের কোন্ অংশের ছাঁট কাট কিরূপ, তাহা লিখিয়া ব্যাখ্যা করা অসম্ভব না হইলেও পণ্ডশ্রম মাত্র। কতিপয় কাটা কাপড়ের আদর্শ প্রদত্ত হইল। চিত্রাদি দৃষ্টে অনেকটা অভিজ্ঞান জন্মিবে সন্দেহ নাই। তথাপি ভাল ভাল কারখানার তৈয়ারি নমুনা দৃষ্টে মাপ করিয়া প্রথমে কাগজের প্যাটর্ণ কাটিয়া তদনুরূপ কাপড় কাটাই সদযুক্তি।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ।

শেমিজ।—মেমেরা গাউনের নীচে এবং বঙ্গীয় মহিলারা শাড়ীর নীচে যে আজানুলম্বিত অঙ্গরক্ষা পরিধান করেন তাহারই নাম শেমিজ। শেমিজের বাহু বা আস্তিন হয় না, গলায় কলার প্রায় হয় না, তবে কেহ সামান্য পটী দিতে বলেন। গলা খুব বড় ও কণ্ঠার নিম্ন পর্য্যন্ত ফ্রিল, লেস, অথবা বেল দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়। দৈর্ঘ্যের মাপ শরীরের দৈর্ঘ্যানুরূপ স্কন্ধ হইতে জানুর নিম্ন পর্য্যন্ত লইতে হয়। সাধারণতঃ দীর্ঘ ৪২ ইঞ্চ বা ১৮॥৹ গিরা এবং দাওনের ঘের ৩৫ ইঞ্চ বা ১৪॥৹ গিরা, অর্থাৎ

লম্বার ১/৮ অংশ ঘের হইলেই যথেষ্ট হয়! আস্তিনের পরিবর্ত্তে মোহড়ায় কেহ পটী, কেহবা ফ্রিল, লেস পছন্দ করেন। মোহড়ার মাপ লম্বার ১/৬ অংশ এবং গল্মার গোলাই চতুষ্কের ১/৩ অংশ হয়। লম্বা ৪২ ইঞ্চকে ৬ ভাগে বিভক্ত করিলে ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ, ৭ ইঞ্চ প্রস্থ এই চতুষ্কোণকে Square বা চতুষ্ক বলিয়া জানিবে। চিত্রানুরূপ দাগ করিয়া কাপড় কাটিবে। মোহড়া লম্বার ১/৬ অংশ অর্থ ৭ ইঞ্চ বা ৩।০ গিরা চতুষ্ক। স্কন্ধ উক্ত এক চতুষ্কের ১/৩ অংশ বা ২১/২ ইঞ্চ বা ১ গিরার কিঞ্চিৎ অধিক কাপড়ের পাশ হইতে গলার গোলাইএর আরম্ভ পর্য্যন্ত ৫১/৩ ইঞ্চ বা ২॥০ গিরা। বগলের নীচে বক্ষের মাপ চতুষ্কের ১/২ অংশ ভিতর পর্য্যন্ত বক্র-ভাবে তৃতীয় চতুষ্কের ১/২ অংশ এবং ষষ্ঠের ১/৩ অংশ পর্য্যন্ত চিত্রানুরূপ দাগ করিয়া কাটিতে হয়।

প্রত্যেক কাপড়ের জন্যই মাপ লইতে হয়, মাপ অনুসারে কাপড় প্রস্তুত করিতে প্রায় ভ্রম হয় না।

মাপ—স্কন্ধ হইতে হাঁটুর নিম্ন ১৮॥০ গিরা
বক্ষের বেষ্টন ... ... ১৪ „
গলা ... ... ৫॥০ „

কোমরের মাপ লইতে হয় না। এই মাপের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ ১৮॥০ + ১৮॥০ = ৩৭ এবং সেলাইএর হক এবং দাওনের মুড়ী বা পটীর জন্য আর ৩ গিরা, এই ২॥০ গজ নয়নসুক বা লংক্লথ আবশ্যক।

গলার ঘের, দাওনের ঘের, ও মোহড়ার ঘের কত হইবে তাহা বলা হইয়াছে। বক্ষের মাপ ১৪ গিরা স্থলে বুকের ঘের ১৬ গিরা হইলে ভাল হয়। এরূপ কাপড়ের দাওনের ঘের ২০ গিরা, মোহড়া ৭ গিরা হওয়া উচিত। কাপড় লম্বাভাবে (১ গজ বহরের হইলে) ৬ গিরা চৌড়া এক ফালী ছিঁড়িয়া লইলে ১০ গিরা চৌড়া ২॥০ গজ লম্বার মাঝে এক ভাঁজ

১ম চিত্র।

৫৬ পৃষ্ঠা।

শেমিজ
৪২"×১৭½"
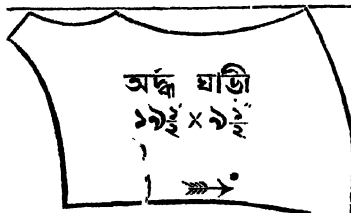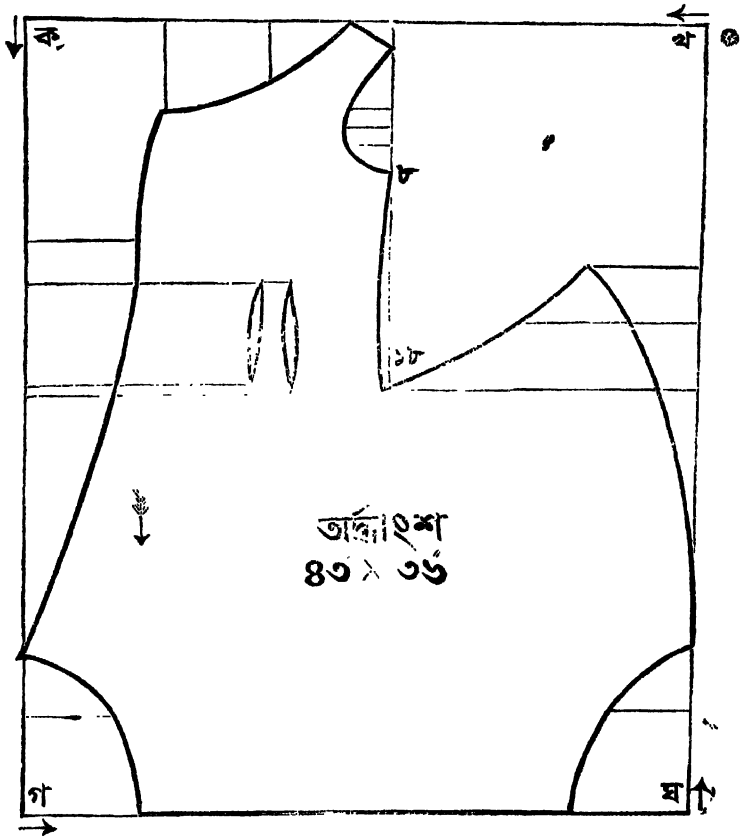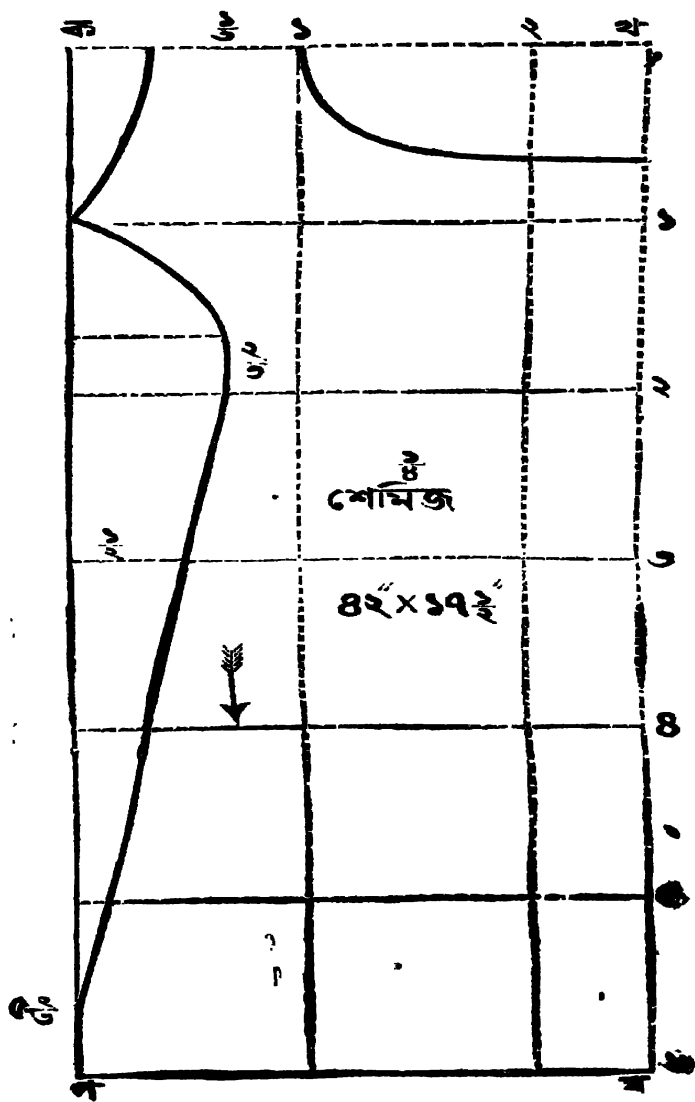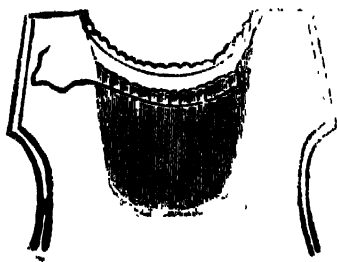
১ম চিত্র। ২য় চিত্র।
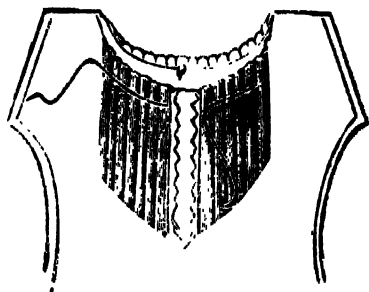
৩য় চিত্র।
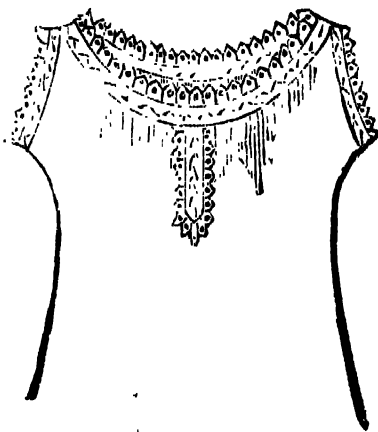
৫৭ পৃষ্ঠা।

শেমিজের সাম্‌না

দিয়া ২০ গিরা লম্বা ১০ গিরা চৌড়া হইবে, তাহার ঠিক মাঝে লম্বালম্বি ভাজ দিয়া ছিন্ন প্রান্তের দিকে দাগ করিয়া কাটিবে। গলার গোলাই কাটিবার সময় সামনা অপেক্ষা পিঠের পাটে ১ ইঞ্চ উচ্চ রাখিবে।

সেলাই ও যোজনা নিম্নোক্ত প্রকারে করিবে।

১ম। সামনার প্লেট—সামনার প্লেট বালিকাদিগের শেমিজে প্রায় হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের শেমিজে হওয়া উচিত, নচেৎ সকবরী মস্তক ঢুকিতে কষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের শেমিজের সামনার গোলাইএর ঠিক মধ্যে ভাঁজ দিয়া বক্ষঃ পর্য্যন্ত ৪॥০—৫ ইঞ্চ বা ২॥০—৩ গিরা নিম্নে আড়াভাবে দাগ অনুসারে কুট্‌কা দিয়া কাটিয়া লম্বা দ্বিখণ্ড করিবে। যদি আল্‌গা পটী অর্থাৎ পৃথক ফালীদ্বারা পটী প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে বাম পাশে বোতাম পটী ½ ইঞ্চ চৌড়া এবং দক্ষিণ পাশে কাজ পটী ১ ইঞ্চ চৌড়া প্রস্তুত করিবে। কাজ পটীর নিম্নে বোতাম পটী বসাইয়া জুড়ে খিলনী করতঃ কাজপটীর মুখ নোখদার অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি বরফির কোণ সদৃশ করিবে। যদি আসল কাপড়েই তদ্রূপ প্লেট করিতে হয়, তাহা হইলে বাম পাটে ½ ইঞ্চ দক্ষিণ পাটে ১ ইঞ্চ চৌড়া পটী ভিতরে মুখ মুড়িয়া তুরপাই বা বখেয়া করিয়া বোতামপটী কাজপটীর নীচে খিলিয়া নিম্নস্থ জড়ে দুইটী খাশ বখেয়া আড়াভাবে দিবে। প্লেটের উভয় পাশে ও নোখের নিম্নে ফ্রিল বা লেস চিত্রানুরূপ বসাইবে। তাহার পর পিঠের গলার গোলাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেট অথবা চুনট করিয়া এবং সামনার প্লেটের উভয় পার্শ্বে পিঠের অনুরূপ ক্ষুদ্র প্লেট কিংবা চুনট করিয়া গলার মাপ ঠিক রাখিয়া সামনা পিঠের বিপরীত ভাবে স্কন্ধের দরজ খিলনী করিবে। ভিতরে এক বখেয়া করিয়া, ভাঁজ দিয়া উপরে বা সদর দিকে লবে একটী বখেয়া দিয়া যদি দরজ করা হয়, তাহা হইলে ভিতরে কাঁধের দরজ খিলনী কালীন সামনার পাট অপেক্ষা পিঠের পাট ১ ধান কম

রাখিয়া খিলনী করিয়া ভিতরে বখেয়া করিবে। ভিতরে ভিন্ন যদি উপরে বখেয়া না করা হয়, তবে উভয় পাট সমান রাখিবে। যদি উপরেই একটী বখেয়া করা হয়, তবে ভিতরে পেস্থজ দিয়া ভাঁজ করিয়া কাঁধের উপরে সদর দিকে একটী লবে বখেয়া দিবে। গলার মাপ ৫৷৷৹ গিরা স্থলে যদি গলায় অপ্রশস্ত পটী দিতে হয়, তবে তাহা মধ্যে ভাঁজ দিয়া ডবল কাপড়ের ৬৷৹ গিরা লম্বা এবং ¾ বা ১ ইঞ্চ চৌড়া পটী বসাইবে। পটী না হইলে ফ্রিল, লেস চিত্রানুরূপ বসাইবে।

২য়। দরজ—অনেকেই শেমিজের পাশের দরজ স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত না করিয়া কেবল ভিতরে একটী মাত্র বখেয়া করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কচিৎ বখেয়া ছিন্ন হইলে দরজ ফাঁক হইয়া অব্যবহার্য্য হইতে পারে। দরজ না করিলে ধোপার ধোলাই কালীন পাশের সুতা বাহির হইয়াও বিশ্রী ও বখেয়া ছিন্ন হয়। উত্তম ক্যালিকো কাপড়ের শেমিজে চেপ্টা দরজ করাই কর্ত্তব্য। দরজ প্রস্তুত কালীন স্মরণ রাখিতে হইবে, যেন উভয় পাশের উভয় দরজের ভাঁজই সামনার দিকে পড়ে, অর্থাৎ দক্ষিণ পাশের দরজটী বগল হইতে আরম্ভ করিয়া দাওন পর্য্যন্ত এবং বাম পাশের দরজ উহার বিপরীত ভাবে দাওন হইতে আরম্ভ করিয়া বগল পর্য্যন্ত সেলাই করিলেই উভয় দরজের ভাঁজের মুখে লবে বখেয়া মুখামুখীভাবে সামনার দিকে পড়িবে। দরজকরণ কালীন স্কন্ধের দরজেরমত সামনার পাট অপেক্ষা পিঠের পাট এক থান কম করিয়া খিলনী করতঃ ভিতরে বখেয়া করিবে। তাহার পর ভাঁজ দিয়া সদরদিকে খিলনী করিয়া লবে একটী বখেয়া দিবে, অথবা কামীজের দরজেরমত ভিতরের বড় পাট মুড়িয়া তুরপাই করিবে, অথবা উপরে লব খাশ দুইটী বখেয়া করিবে।

৩য়। মোহড়া—মোহড়ার কাটা মুখ বা প্রান্ত মুড়িয়া ¼ ইঞ্চ পটীর

১ম চিত্র।
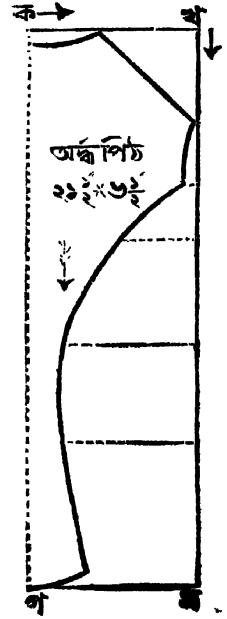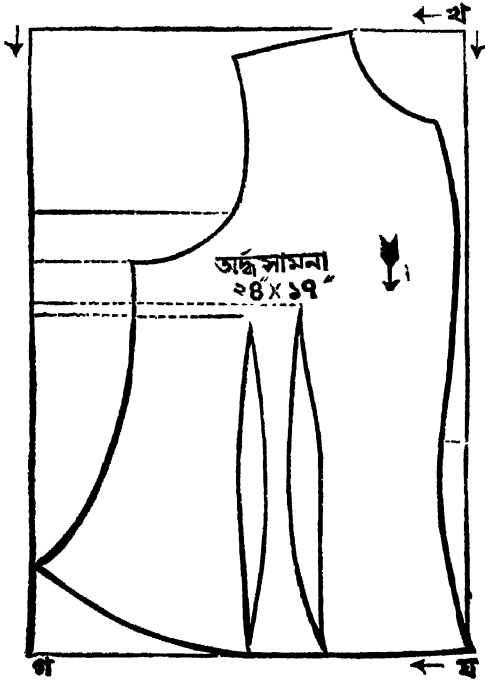
২য় চিত্র ।
ক
খ
বগল
১৬×৬½
গ
ঘ
৩য় চিত্র
ক
খ
১৬"×৭
বাহু
গ
ঘ
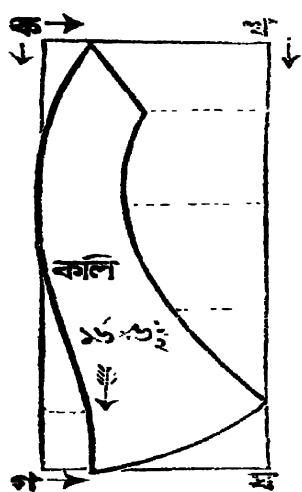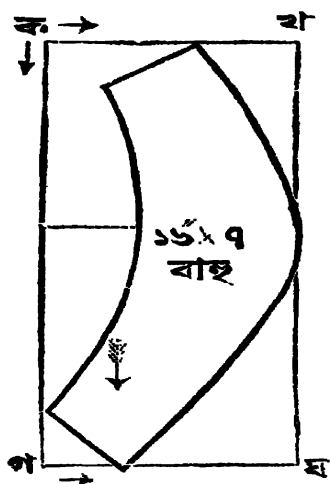
মত করিয়া ফ্রিল, লেস প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। মুড়ীর ভিতরের মুখে তুরপাই, অথবা ফ্রিল, লেসাদিসহ এক কালীন বখেয়া করা যায়। কেহবা ঐ স্থানে চুনট করা পৃথক্ কাপড়ের পফ্ বা ফুলা বসাইয়া থাকে।

৪র্থ। দাওন—ইহা মুড়ি সেলাই ½ ইঞ্চ হইতে ১ ইঞ্চ চৌড়া পটী করিয়া ভিতরে তুরপাই অথবা উপরে এক বখেয়া দিবে। কাপড় মাপ অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে দাওনের ২ ইঞ্চ উপবে ¼ ইঞ্চ হিসাবে দুইটী সমব্যবহিত, সমরেখার ন্যায় ক্ষুদ্র প্লেট ঘেরবেষ্টিত ভাবে প্রস্তুত করিবে। একটী পুরাতন শেমিজ দেখিয়া তদনুরূপ মাপমত কাপড় দাগ করতঃ কাটিয়া সেলাই করাই উত্তম যুক্তি।

বডিস্—ইহা গায় আঁটা সাঁটা জ্যাকেটের মত।

মাপ—স্কন্ধ হইতে নাভী পর্য্যন্ত—২৪ ইঞ্চ

বক্ষের বেষ্টন ... ... ৩২ „

কোমর ... ... ২৮ „

আস্তিন পুট ভিন্ন ... ১৬ „

গলা ... ... ১৩½ „

ইহা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার জন্য মলমল, নয়নসুক, আদ্ধি, প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের, শরৎকালে লংক্লথ, ক্যালিকো, ছিট এবং শীতকালে ফ্লানেল, ফ্লানেলেট ও আস্তরদার রেসমী কাপড়েব প্রস্তুত হয়। কাপড়ের বহর অনুসারে ১ গজ বহরের হইলে ১৷৹ গজ; ফ্লানেল ১৷৷৹ হইতে ২ গজ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়।

কাপড় ভাঁজ দিয়া সদর দিক মধ্যে করিয়া চিত্রানুরূপ দাগ করিবে এবং দাগ অনুসারে সেলাইএর হক রাখিয়া কাটিবে। চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে সামনার উভয় পাটে দুইটী করিয়া ডার্ট প্রস্তুত

করিতে হয়। ডাট না হইলে কোমরের উপরে উন্নত বক্ষের বা স্তনের উচ্চতা রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না, সুতরাং ডাট স্তনের নিম্ন পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। ডাট ভিতরে বখেয়া করিয়া সামনার বোতামপটী ও কাজপটীর ফ্যাসন যুড়িবে। ভিতরে একটী বখেয়া করিয়া উণ্টাইয়া নীচের মুখ মুড়িয়া ভিতরে তুরপাই, অথবা উপরে একটী বখেয়া করিবে।

পিঠের মধ্যস্থলে ঈষৎ বক্রভাবে ভিতরে এক বখেয়া, অথবা ভিতরে তদ্রূপ বক্রভাবে পেসুজ দিয়া ভাঁজ করিয়া উপরে সদরদিকে একটী মাত্র বখেয়া করিবে। তাহার পর পিঠের দুই পাশে দুইটি কলি যুড়িবে। কলির মুখ যেন উভয় পাশেই সামনার দিকে পড়ে, এরূপভাবে এক পাশে উপর হইতে, অপর পার্শ্বে নিম্ন হইতে কলি খিলিয়া ভিতরে বখেয়া অথবা পেসুজ দিয়া সদরদিকে ভাঁজ দিয়া লবে একটি বখেয়া করিবে।

সামনা পিঠ মাপিয়া গায়ের মাপ অপেক্ষা ১ কি ১।০ গিরা বড় রাখিয়া সামনা পিঠ খিলনী করিবে। ছাতি কোমর মাপিয়া যদি মাপ ঠিক হয়, অর্থাৎ গায়ের মাপ অপেক্ষা ১ কি ১।০ গিরা বড় হয়, তাহা হইলে ভিতরে একটি বখেয়া, অথবা পেসুজ দিয়া ভাঁজ করিয়া উপরে সদরদিকে একটি লবে বখেয়া দিবে। ইহারও বখেয়া মুখামুখী সামনার দিকে পড়া উচিত।

ইহার পর কলারের ভিতরে ইস্ত্রী দিয়া ভিতরে বখেয়া করিয়া উল্টাইয়া উপরে খিলনী করিবে। কলার বসাইবার পূর্ব্বে কাঁধের দরজ সেলাই করিয়া গলার অথবা কলারের মাপ অনুসারে গলার সেলাই কিঞ্চিৎ কমভাবে কাটিয়া কলার কাপড়ের সদর দিকে বসাইবে। তাহার পর নীচের পাট ঈষৎ বড় রাখিয়া খিলিয়া দাওন মুড়িয়া তুরপাই অথবা খিলনী করিয়া কলার, সামনা সহ বখেয়া করিবে। কলারের জড়ে লব থাশ

১ম চিত্র।
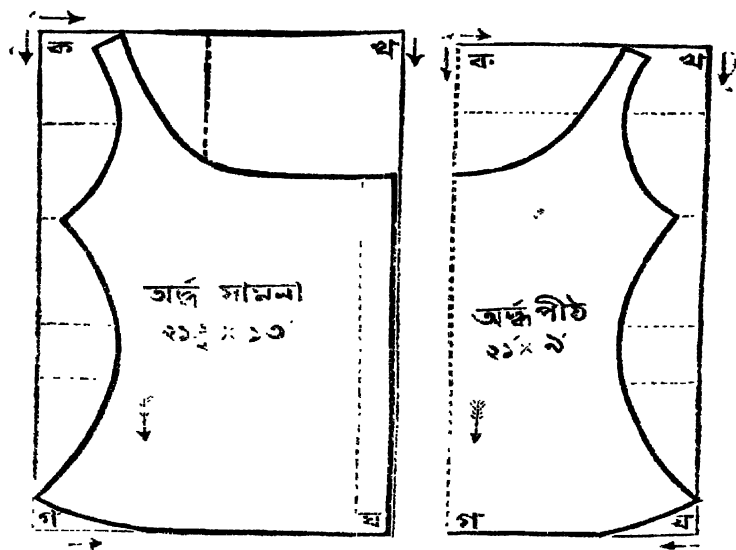
২য় চিত্র।
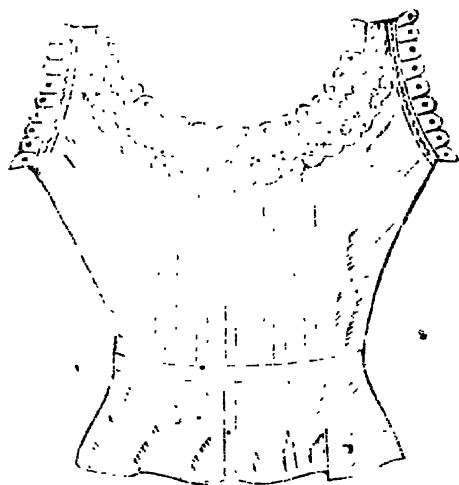
দুইটী বখেয়া দিবে। সামনায়ও তদ্রূপ জোড়া বখেয়া হইতে পারে, কিন্তু দাওনে একটী ভিন্ন বখেয়া হয় না।

ইহার পর আস্তিনের ৪ পাট তালপাত গোলপাত অনুসারে প্রথমে সামনার দিকের দরজে ভিতর বখেয়া করিয়া পরে কফ যদি পৃথক পটী দ্বারা কোটেরমত করিতে হয়, তবে তাহা শেষ করিয়া পাশের দরজ সেলাই করিবে। যদি ভিতরে মুড়িয়া দরজ করিতে হয়, তাহা হইলে পাশের দরজ ½ ইঞ্চ চৌড়া করিবে। আস্তিনের সেলাই শেষ হইলে উহা একটী দাহিন ও অপরটী বাম দিকের চিহ্ন করিয়া মোহড়ায় বসাইবে। মোহড়ার দরজ সরু হওয়া উচিত। যদি ভিতরে মুড়িতে না হয়, তাহা হইলে ভিতরে পেসুজ এবং উপরে লবে বখেয়া করিবে।

ইহার পর খিলনী খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ সামনায় ৬।৭টী ছোট বোতামের কাজঘর প্রস্তুত করতঃ বাম সামনায় ছোট ঝিনুকের বোতাম টাঁকিবে। গরম কাপড়ের বডিস হইলে কাজ ঘরের স্থলে নিম্ন মুখে ৬।৭টী হুক এবং বাম পাশে পিতলের আই, অথবা সুতার আই প্রস্তুত করিলেই শেষ হইল।

কেমিসোল—ইহা অবিকল বডিসের মত, তবে ইহাতে আস্তিন হয় না, এবং কোনটীর গলা ও মোহড়া শেমিজের মত হইয়া থাকে।

কেমিসোলের গলা, মোহড়া ও দাওন, এবং বডিসের গলা, মহুরী, দাওন ফ্রিল, লেস, বেল দ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়।

পুরুষদিগের সিনাবন্ধের অনুকরণে যে কেমিসোল প্রস্তুত হয়, তাহার স্কন্ধ প্রায় থাকে না। চিত্রানুরূপ কাপড় কাটিয়া সেলাই বডিসের মত শেষ হইলে কোমরে একটী কোমরপটী ভিতরে দিয়া ভিতরে উভয় পাশে তুরপাই, অথবা উপরে দুই পাশে দুইটী কলের বখেয়া দিবে। ইহাতে বডিসেরমত কলি হয় না। গলায় কলার হয় না, সামনায় ফ্যাসনের

পরিবর্ত্তে পৃথক্ কাপড়ের কাজ পটী ও বোতাম পটী বসাইতে হয়। গলার কণ্ঠার সম্মুখে একটী আইহুক এবং নীচে ৪টী কাজ বোতাম হয়। সামনার উভয় পাশে তিনটী করিয়া প্লেট রচনা করিয়া দাওন মুড়িয়া উপরে খাশে একটী মাত্র্ বখেয়া করিবে।

ব্লৌজ—ইহাকে ইংরাজীতে Shirt Blouse, সার্ট ব্লৌজ বলে, অর্থাৎ প্রায় কামীজের অনুকরণে প্রস্তুত হয়। গলায় সোজা কলার, আস্তিনে সোজা কফ, তবে লম্বা কোমর পর্য্যন্ত। কোমরের মাপে কোমর পটী দিতে হয়।

শরীরে মাপ গ্রহণ কালীন লম্বা স্কন্ধ হইতে কোমর পর্য্যন্ত ৯ গিরা

বক্ষের বেষ্টন	...	..	...	১৪	„
কোমর	...	...	...	১২	„
গলা	...	...	...	৫½	„

কাপড় ১ গজ বহরের ২ গজ, এবং ৩৬ ইঞ্চ বহরের ২৸৹ গজ আবশ্যক।

প্রথম চিত্রানুরূপ কাপড় দাগ করিয়া কাটিবার সময় সামনা ২৫ ইঞ্চ দীর্ঘ কিন্তু পিঠে ঘাড়ী সংবদ্ধ থাকা হেতু ৭ ইঞ্চ কম অর্থাৎ ১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ হবে। সামনা খোলা, কাজপটী ও বোতাম পটী আস্তিন ও কোমর চুনট করিয়া কফ ও কোমর পটী বসাইবে। দ্বিতীয় চিত্রানুরূপ প্রস্তুত শেষ হইলে ৫টী কাজঘর করিয়া পাঁচটী ছোট ঝিনুকের বোতাম বসাইবে, কফে ডবল কাজঘর হইতে পারে। কলার ১ ইঞ্চ চৌড়া এবং কফ ২ ইঞ্চ চৌড়া হয়। বঙ্গ মহিলারা শেমিজের উপরে পরিতে পারেন।

জ্যাকেট—ইহা মেমদিগের অশ্বারোহণে, ও বহির্গমন কালীন ব্যবহৃত হয়।

মাপ—লম্বা ২৭ ইঞ্চ বা ১২।৹ গিরা

ছাতি ... ...[illegible]৫ „

কোমর ... ... ১৩৷৷০ গিরা
গলা ... ... ৬ „
আস্তিন ... ... ১১ „

৩৬ ইঞ্চ বহরের ২৷৷০ গজ মজলিন, ক্যাম্ব্রিক, টুইল, ফ্লানেল, ফ্লানেলেট, কাশ্মীরা, গরদ, এরণ্ডী প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত যইতে পারে। চিত্রানুরূপ সামনা অর্দ্ধ, পিঠ অর্দ্ধ, আস্তিন উভয় পাত একত্র, কলার, ও কলার ব্যাণ্ড এই পাঁচ অংশে কাটা হয়। আস্তিন ঢিলা অথবা চুনট করা যাইতে পারে। আস্তিনের কফে ও কলারে লেস অথবা ফ্রিল বসান যায়। ইহাতে পাশে তালী পকেট হইতে পারে। গরম কাপড়ে আস্তর দিতে হয়। সামনায় ফ্যাশন থাকে। কাজ বোতাম পাঁচটী মাত্র হইয়া থাকে।
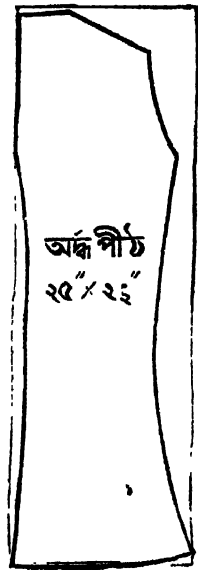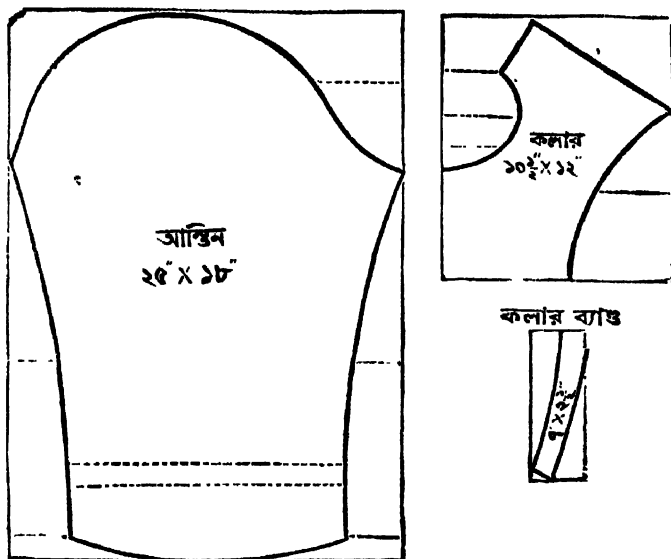
সেলাই—প্রথমে সামনার ফ্যাসান যুড়িয়া সামনা পিঠ খিলিয়া গায়ের মাপ অপেক্ষা ১৷৷০ গিরা বেশী রাখিয়া ভিতরে বখেয়া দিবে। তাহার পর কাঁধ যুড়িয়া কলার বসাইবে। দাওন মুড়িয়া কলার সামনা সহ এককালীন এক বখেয়া করিবে। কলার উল্টান থাকিলে উহার নীচের দিক সদর করিয়া বখেয়া দিবে, লব খাশ দুই বখেয়া দিলে সামনায়ও ঐরূপ যোড়া লব খাশ বখেয়া দিবে। আস্তিনের দরজ সেলাই হইলে দরজ পাশে রাখিয়া মোহড়া যুড়িয়া ভিতরে বখেয়া দিয়া দরজের মুখে ওরমা করিবে। আস্তর থাকিলে উহার সেলাই ভিতরে পড়িবে। তাহার পর কাজ বোতাম করিলেই প্রস্তুত শেষ হইল।

কম্বাইনেশন্—ইহার অর্থ গা।ও পা জামার একত্রে সমাবেশ। প্রথম চিত্রানুরূপ কাপড় ভাঁজ দিয়া ৪৩ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৩৬ ইঞ্চ চৌড়া কাটিবে। চিত্রে সামনা, পিঠ ও বাহুর অর্দ্ধাংশ প্রদর্শিত হইল। দ্বিতীয়

চিত্র উহার প্রস্তুত অবস্থা। নমুনা না থাকিলে কেবল চিত্র দেখিয়াই শরীরের অনুরূপ প্রস্তুত হইতে পারে না, তজ্জন্য মাপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মাপ—স্কন্ধ হইতে হাঁটুর নিম্ন ৪৩ ইঞ্চ
বক্ষের বেষ্টন ... ৩১ „
কোমর ... ... ২৭ „
গলা ... ... ১৪ „
পাছার বেষ্টন ... ৩২ „
লেঙ্গটা ... ... ২৪ „
জানুর বেষ্টন ... ১২ „

তবে ইহা গায় ঢিলা ঢালা, ছাতি কোমর অপেক্ষা ৬ ইঞ্চ বড় থাকিলেই হয়।

কাপড়—লংক্লথ, ক্যাম্ব্রিক, ফ্লানেল, ফ্লানেলেট, নয়নসুক প্রভৃতি একগজ বহরের তিনগজ, তবে পাশ হইতে কাপড় বাঁচে, ২৭ ইঞ্চ বহরের ৩ গজ আবশ্যক।

সেলাই—(১) প্রথমে পা দুইটী খিলনী করিয়া ভিতরে বখেয়া দিবে, অথবা পেসুজ তুরপাই করিতে পারা যায়। ভিতরে পেসুজ দিয়া উপরে সদর দিকে একটী বখেয়া দিবে। ফ্লানেল ভিতরে বখেয়া দিয়া ইস্ত্রী দ্বারা চিরিয়া জিঞ্জিরা করা উচিত।

(২) উপরের শেমিজের অংশে পিঠের দুই খণ্ডের মধ্যে বখেয়া দিয়া অথবা ভিতরে পেসুজ, উপরে দরজের সদরদিকে একটী বখেয়া দিয়া সামনার পাশের সহিত খিলিয়া ভিতরে বখেয়া অথবা পেসুজ বখেয়া দ্বারা দরজ করিবে।

(৩) পায় জামার পাছার উপরের অংশের সহিত পিঠের নীচের

অংশ ভিতরে বখেয়া দিয়া একটী সরু ফিতা, অথবা সরু প[illegible]পা দিয়া দুই পাশ তুরপাই করিবে।

(৪) সামনার ডাট ভিতরে বখেয়া দিয়া পিঠের সহিত সামনার কাঁধ যুড়িবে। সেলাই অন্যান্য দরজেরমত করিবে।

(৫) সামনায় কাজপটী দক্ষিণে ও বোতাম পটী বাম পাটে খিলিয়া বখেয়া করিবে।

(৬) পায়ের মহুরী চুনট করিয়া ফ্রিল বা লেস বসাইবে। মহুরীর পটী ১ ইঞ্চ চৌড়া, ও ১৫ হইতে ১৭ ইঞ্চ লম্বা হইবে। ফ্রিল সহ একটী বখেয়া ও পটীর জড়ে লবে এক বখেয়া দিবে।

(৭) মোহড়ায় আস্তিনের টুকরা যুড়িয়া মুখে ফ্রিল অথবা লেস সরু পটী সহ বসাইয়া পায়ের মহুরীরমত বখেয়া দিবে।

(৮) কলার ফ্রিল, বা লেসসহ সরু পটী দ্বারা ১৭ ইঞ্চ মাপের প্রস্তুত করিবে। সেলাই মোহড়ারমত, তবে কাজ পটী বোতাম পটীর সহিত এককালীনও বখেয়া দেওয়া যায়।

(৯) কাজপটীতে পাঁচটী কাজ ও বোতাম পটীতে ঝিনুকের বোতাম পাচটী টাঁকিলেই প্রস্তুত শেষ হইল

একটী তৈয়ারী জামা দেখিলেই সেলাই কোন স্থানে কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বুঝিয়া ক্রমে যুড়িলেই দ্বিতীয় চিত্রানুরূপ কম্বাইনেশন প্রস্তুত হইবে।

সলুকা।—হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার সিনাবন্ধের ন্যায় আস্তিনদার আঁটা কাপড় ব্যবহার করেন তাহার নাম সলুকা। বক্ষের যে স্থানে স্তনের উচ্চতার অনুরূপ কাপড় উচ্চ থাকিবার প্রয়োজন, তথায় তিনটী ক্ষুদ্র দরজ তিন দিক হইতে ১ কি ১।৹ গিরা দীর্ঘ হিসাবে ডাট সেলাই করিলে উহা প্রায় টোপরের ন্যায় উন্নত মস্তক কুচাধার

২য় চিত্র।
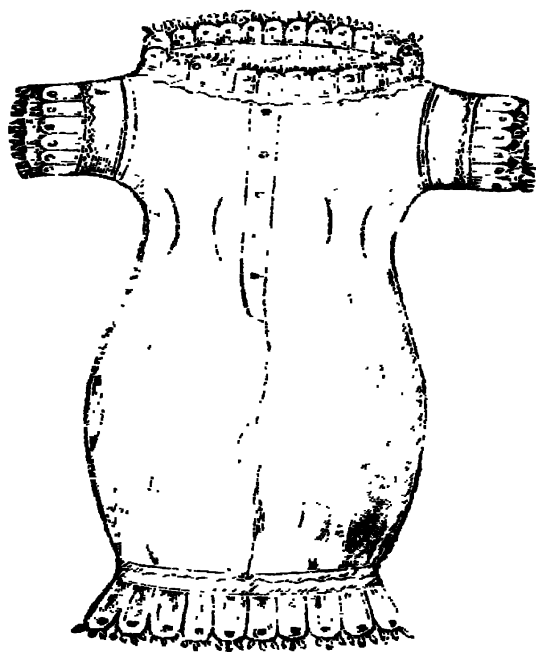
৬৬ পৃষ্ঠা।

কম্বাইনেশানের প্রস্তুত অবস্থা।

রূপে পরিণত হয়। গলায় ক্ষুদ্র কলার অথবা সঞ্জাব দিতে হয়। আস্তিন চোস্ত, সামনায় ৯টী বোতাম, লম্বা কোমর পর্য্যন্ত।

মাপ লম্বা, ছাতি কোমর, গলা, আস্তিন এই কয় স্থানের লইতে হয়। ছাতি কোমর অপেক্ষা ১ গিরা বড় থাকিতে হয়। সেলাই পেস্নুজ তুরপাই, অথবা ভিতরে বখেয়া, নতুবা ভিতরে পেস্নুজ উপরে এক বখেয়া দিবে। পাশে কলি, মোহড়ায় চৌবগলা বসাইতে হয়। সামনা পিঠ ৬ গিরা চৌড়া, সামনার মধ্যে কাজপটী বোতাম পটী বসাইতে হয়।

কাঁচলী—ইহা মাড়োয়ারী ও গুজরাটী স্ত্রীলোকেরাই সতত্ ব্যবহার করে। তিন খণ্ড ত্রিকোণ কাপড় ভিতরে বখেয়া দিয়া অপর এক খণ্ড কাপড়ের উপর মণ্ডলাকারে ছিদ্র করিয়া তদুপরি বসাইয়া বখেয়া দিতে হয়। বস্ত্রের খণ্ডের প্রান্তভাগে স্থূল সূত্র আবদ্ধ থাকে। পরিধান সময়ে স্তনের উপর আবৃত করিয়া পশ্চাদ্ভাগে পিঠের মধ্য স্থানে উক্ত সূত্র টানিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারই নাম কিঞ্চলিকা বা কাঁচলী। তবে পশ্চাদ্ভাগে আইহুক ৩টী বসাইয়াও প্রস্তুত করা যায়। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা যে চোলী ব্যবহার করে, তাহা কাঁচলীরই অনুরূপ। কাঁধ ১॥০ গিরা সেলামী কাটা। গলায় পানের মত স্তনের উপর পর্য্যন্ত, লম্বাভাবে তলপেটের উপর ও স্তনের নিম্ন পর্য্যন্ত ৬।৭ গিরা মাপ। কুচাধার সলুকার মত ৩টী ক্ষুদ্র দরজ যুক্ত, পৃষ্ঠে ঘন ঘন পাঁচটী কাজ বোতাম। মোহড়ায় ক্ষুদ্র পটী, কোমরে ১ ইঞ্চ চৌড়া পটী, গলায় সঞ্জাব, ইহার নাম চোলী।

ঘাগরা—কোমর হইতে পদ পর্য্যন্ত লম্বা ১৮ হইতে ২০ গিরা। ৩ হইতে ৫ গজ কাপড় খাড়া পাট। ঘুড়িয়া ঘের ৩২ হইতে ৬০ গিরা পর্য্যন্ত হয়। দাওনে ২ হইতে ২॥০ গিরা চৌড়া সঞ্জাব মধ্যে ভাঁজ দিয়া দাওন তন্মধ্যে প্রবিষ্টভাবে লব খাশ যোড়া বখেয়া দিতে হয়। কোমরেও ঐরূপ

সঞ্জাব অথবা আসল কাপড় ১ গিরা মুড়িয়া পটী সেলাই করিয়া ডুরী বা ইজারবন্ধ প্রবেশের মুখ দুই পাশে খোলা রাখিতে হয়।

গাউন—ইহা ঘাগরারই রূপান্তর মাত্র। কোনরূপ ছিঁট দ্বারাই প্রায় প্রস্তুত হয়। লম্বা ঘাগরা অপেক্ষা কিছু অধিক হয়। দাওনের কাপড় মুড়িয়া ১ ইঞ্চ চৌড়া পটী প্রস্তুত করিতে হয়। ঘের ৬০ গিরার কম প্রায় হয় না। কোমরের মাপ অপেক্ষা ১ গিরা বড় রাখিয়া কাপড় চুনট করিয়া ফিতা দ্বারা কোমর পটী দুইটা বখেয়া দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ফিতার মুখ উভয় প্রান্তে একত্রে বন্ধনের উপযোগী বড় রাখিতে হয় এবং পশ্চাদ্ভাগে ৩ গিরা কোমরের নিম্নে খোলা ও মুড়িয়া ক্ষুদ্র পটী করিতে হয়।

পেটিকোট—ইহা স্ত্রীলোকেরা নিকারবকারের উপরে এবং গাউনের নীচে পরিধান করেন। ইহার ঘের নীচে ৩২ গিরা, কোমরে চুনট ও গাউনের মত ফিতার পটী ও বন্ধনের জন্য ৩ গিরা করিয়া ফিতার মুখ বড় থাকে। ইহা গাউন অপেক্ষা লম্বায় প্রায় ২ গিরা কম হয়। দাওনে ফ্রিল, লেস, বেল প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়।

স্ত্রীলোকের নাইট্ ড্রেস।—ইহা রাত্রিবাসের এক প্রকার আস্তিনদ্বার শেমিজ বিশেষ। কোমরের নীচ হইতে উভয় পাশে খানিকটা খোলা থাকে।

প্রথম চিত্রানুরূপ কাপড় মধ্যে ভাঁজ দিয়া পিঠ ৬০ ইঞ্চ লম্বা. ১৮ ইঞ্চ চৌড়া দাগ করিয়া এবং সামনা ৫৮½ লম্বা, ১৮ ইঞ্চ চৌড়া, উহার বাম পাটের বাম দিকে ৭ ইঞ্চ নিম্ন পর্য্যন্ত যে চতুষ্কোণ খণ্ড কাটা হইবে, তাহার নিম্নে ১০ ইঞ্চ কাজপটী বোতামপটীর জন্য কাটিয়া দিবে। আস্তিন ঐরূপ ভাঁজ দেওয়া কাপড়ে ২৫ ইঞ্চ লম্বা, ২০ ইঞ্চ চৌড়া দুইখণ্ড
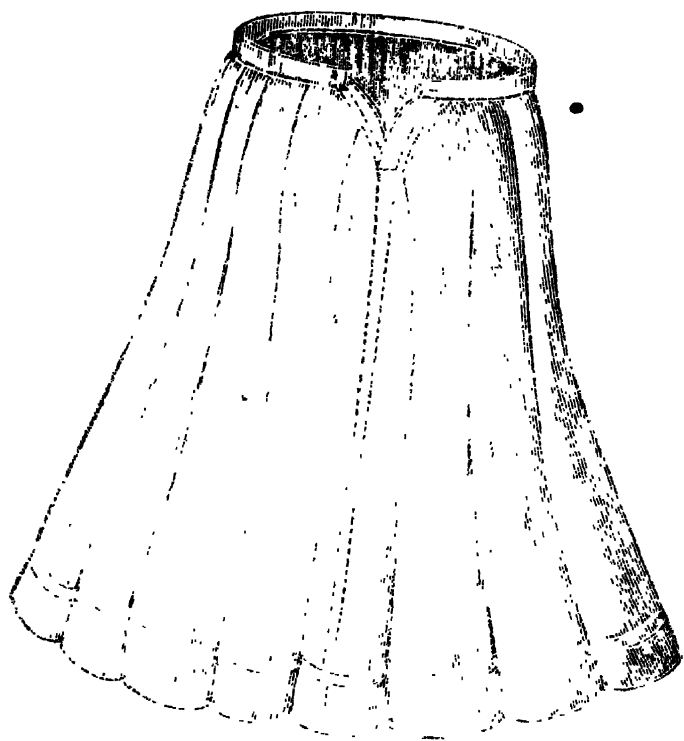
কাটিবে। ঘাড়ী পশ্চাদ্ভাগের অর্দ্ধ ও সামনার পর্দ্দা অর্দ্ধ ভাঁজ দেওয়া কাপড়ে কাটিবে। একখণ্ড কব্জীর পটী, এই মোট ৬ খণ্ড কাটিবে।

দ্বিতীয় চিত্রানুরূপ প্রস্তুত জন্য ৪॥০ গজ লংক্লথ, ৩॥০ গজ ফিতা, ৪ গিরা নয়নসুক, ১॥০ গজ কামদার বেল, ১ গজ কামদার মস্‌লিনের বেল, ২॥০ গজ কামদার লেস, ১॥০ গজ কামদার ফিতা আবশ্যক।

সেলাই—(১) আস্তিনের কব্জীতে চুনট করিয়া ভিতরে পটী ও উপরে কামদার ফিতা বসাইয়া উভয় প্রান্ত তুরপাই করিবে। আস্তিনের দরজ ভিতরে পেসুজ দিয়া মুড়িয়া তুরপাই ও উপরে বখেয়া করিবে। মহুরীতে লেস বসাইবে।

(২) পিঠে পেন্সিলের দাগ অনুসারে তিনটী বক্স প্লেট রচনা করিয়া ঘাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া লবে একটী মাত্র বখেয়া দিবে।

(৩) পাশের খোলা। পাশে বোতাম পটী ½ ইঞ্চ ও কাজপটী ১ ইঞ্চ চৌড়া, ৬ ইঞ্চ লম্বা। পিঠের সহিত বোতামপটী এবং সামনার সহিত কাজপটী সেলাই করিবে। যদি বোতাম দেখা যাইবে না এরূপ কেহ করিতে বলেন, তাহা হইলে সামনার পটীর নীচে আর একটী পটী বসাইয়া তাহাতে কাজঘর ৩টী মাত্র করিবে। সামনার পাট অপেক্ষা এই অতিরিক্ত পটী ১ খান ভিতরে থাকিবে, অথচ বোতামপটী যেন তদ্দ্বারা আবৃত থাকে। ৩টী ছোট ঝিনুকের বোতাম টাঁকিয়া দিবে। পাশের দরজ এই খোলার উপরে ও নীচে দাওন পর্য্যন্ত পেসুজ তুরপাই ও সদর দিকে লবে একটী বখেয়া করিবে।

(৪) সামনার পর্দ্দা—প্রথম চিত্রানুরূপ যে প্রায় চতুষ্কোণ খণ্ড সামনার উপরের দিকে ৭ ইঞ্চ নিম্ন পর্য্যন্ত কাটা হইয়া পৃথক্ হইয়াছে তাহা কামদার বেল দ্বারা জুড়ে কামদার ফিতা, উপরে কামদার লেস দ্বারা

দ্বিতীয় চিত্রানুরূপ সেলাই করিয়া পিঠের ঘাড়ীর সহিত কাঁধ ভিতরে বখেয়া দিয়া, অথবা ভিতরে পেস্মুজ উপরে বখেয়া দিয়া সামনার কাজপটী ও বোতামপটী ১০ ইঞ্চ কাটা স্থানে সেলাই করিবে। কাজপটীর নীচে আড়া যোড়া বখেয়া অথবা নোথদার করিতে পারা যায়। কাজপটীর দাহিনে চতুষ্কোণ যোজিত বেল, লেসকৃত অংশের নীচে চুনট করিয়া চুনটের নীচে নয়নসুকের পটী ও উপরে কামদার ফিতা দ্বারা আবৃত করিয়া ডবল বখেয়া দিবে।

মস্তক প্রবেশ জন্য গলার ফাঁকের বাম দিকে ক্ষুদ্র আইহুক, বেল ও লেসের উপরের প্রান্ত ঘাড়ীর সহিত বোতাম দ্বারা আটকাইবার জন্য খোলা, এবং স্কন্ধ হইতে বোতামপটী পর্য্যন্ত খোলা ও বোতাম দ্বারা আবদ্ধ অর্থাৎ কাজপটীসহ পর্দ্দার বামভাগ গলার ফাঁক পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে, এবং কাজপটীতে তিনটী, কাঁধে ১ বা দুইটী কাজঘর ও বোতাম এবং গলায় আইহুক বসিবে।

ইহার পর দাওনে ½ ইঞ্চ পটী মুড়িয়া লেস বসাইলেই প্রস্তুত শেষ হইল।

আর এক প্রকারে নাইট ড্রেস হইতে পারে তাহাকে দ্বিতীয় সংখ্যক বলা যাইতে পারে। প্রথম চিত্রানুরূপ কাপড় ভাঁজ দিয়া পিঠ ৫৭ ইঞ্চ লম্বা, ৩৬ ইঞ্চ চৌড়া, সামনা ৫৯ ইঞ্চ লম্বা, ৩৬ ইঞ্চ চৌড়া দাগ করিয়া কাটিবে। বাম পাশে ১৭ ইঞ্চ কাজপটী ও বোতামপটীর জন্য খোলা রাখিবে। আস্তিন ঐরূপ ভাঁজ কাপড়ে ২৬ ইঞ্চ দীর্ঘ, ২৩ ইঞ্চ চৌড়া তালপাত গোলপাত একত্রে দাগ করিয়া কাটিবে। কলার অর্দ্ধ ও সামনার ফ্রিল ২৪ ইঞ্চ দীর্ঘ, ৯ ইঞ্চ প্রস্থ চিত্র দেখিয়া কাটিবে।

সেলাই দ্বিতীয় চিত্রানুরূপ পিঠে চুনট, সামনায় টক্ বা ক্ষুদ্র প্লেট রচনা করিয়া লেস ফিতা দ্বারা গলা প্রস্তুত করিবে। ফ্রিলের প্রান্তে

বেল ও লেস বসাইবে। আস্তিনের কজীর চুনট ও মহুরীর লেস বসান পূর্ব্ববৎ।

গলায় আইহুক, সামনায় কাজবোতাম, পাশে খোলা, দাওনের পটী মুড়িয়া লেস বসান ও সেলাই সমস্তই প্রথম সংখ্যক চিত্রানুরূপ করিবে।

অ্যাপ্রণ।—ইহার পর মেয়েরা পরিচ্ছদ পরিহিতা অবস্থায় কাজকর্ম্ম করিবার সময়, বিশেষতঃ পাচিকা, ধাত্রী, গয়লানী প্রভৃতিরা পোষাক ময়লা হইতে না পারে, এরূপ এক প্রকার কম দামী ধৌতযোগ্য সাদা

৭৮ পৃঃ
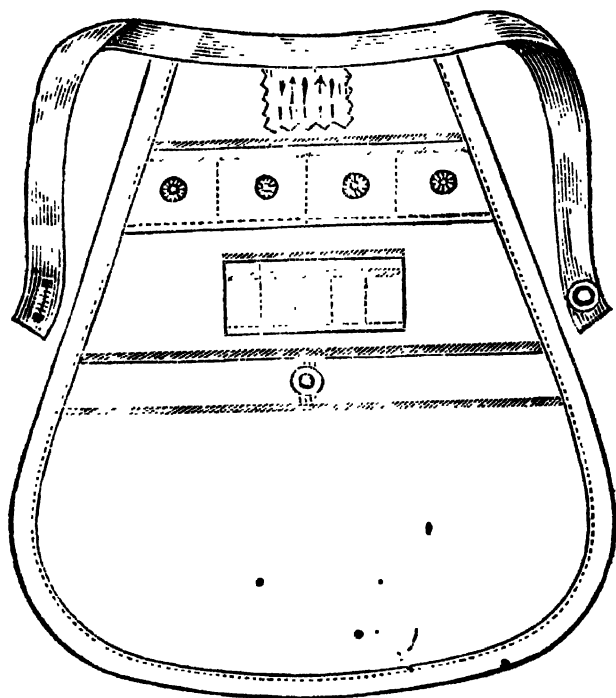
কাপড়ের যে বহিরাবরণ ব্যবহার করেন তাহার নাম অ্যাপ্রণ। বঙ্গমহিলা-দিগের তদ্রূপ বহিরাবরণ প্রায় প্রয়োজন হয় না। তবে বালিকারা বিদ্যালয়ে সেলাই কার্য্য শিক্ষাকালীন এক প্রকার অ্যাপ্রণ ব্যবহার করিতে পারে, তন্মধ্যে সেলাইএর নানা উপকরণ রাখাই বিশেষ সুবিধা। অ্যাপ্রণের যে চিত্র-প্রদত্ত হইল তদ্দৃষ্টে উহা প্রস্তত করিয়া লইবে।

১ গজ ব্রাউন হলাণ্ড, পুরু ছিট অথবা লংক্লথ দ্বারা দুইটী অ্যাপ্রণ প্রস্তত হইতে পারে। লম্বা ১৮ ইঞ্চ এবং সর্ব্বাধিক চৌড়া স্থান ১৫ ইঞ্চ, কোমরের মুখ ১০ ইঞ্চ হইবে। সেলাইএর কাপড় রাখিবার বড় পকেট মুখে ১ ইঞ্চ পটী এবং ১২ ইঞ্চ গভীর ভাবে নিম্নভাগে সংবদ্ধ কর। মধ্যে একটী কাজ বোতাম।

উহার উপরে সূঁচের প্যাকেট জন্য একখণ্ড ৭ × ২½ ইঞ্চ খণ্ডের মুখে ১ ইঞ্চ পটী তিন দিকে বখেয়া দিয়া মধ্যে সমব্যবহিত চারিটী বখেয়া উর্দ্ধাধঃভাবে দিলে ৫ প্যাকেট ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের সূঁচ রাখিবে। সূঁচের নম্বর পকেটের উপর সূঁচ দ্বারা সেলাই করিয়া দিবে। পাঁচ ঘরে পাঁচ রং সুতার নম্বর রচনা করিলে দেখিতেও সুশ্রী হইবে।

তাহার উপরে ১৩ × ৩½ ইঞ্চ একখণ্ড কাপরের মুখে ১ ইঞ্চ পটী উভয় পার্শ্ব পর্য্যন্ত খিলিয়া মধ্যে সমান ব্যবহিত তিনটী বখেরা উর্দ্ধাধঃভাবে করিলে ৪টী ঘর হইবে। উহাদিগের মধ্যে এক একটী রিংএর ঘর সেলাই করিয়া দিবে। পকেটের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রং ও নম্বরের সুতা রাখিয়া রিংএর ছিদ্রযোগে সুতার মুখ বাহির করিয়া আবশ্যক মত টানিয়া ছিঁড়িয়া লইবে। ইহাতে সুতা ময়লা হইবে না, বিশেষতঃ হারাইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

উহার উপরে ৪ খণ্ড খাঁটি পশমী ফ্লানেল, বা রেসমী বিভিন্ন বর্ণের খণ্ড তিনদিকে চিত্রানুরূপ কাটিয়া কোমরের পটীর সহিত খিলিয়া মধ্যস্থলে

বসাইবে। উহাতে হাতের কাজ করা সূঁচ, আলপিন প্রভৃতি রাখিবে। খণ্ডগুলি ৩ ইঞ্চ চতুষ্ক হইলেই হইবে। একখণ্ড কাপড় দ্বারা ভাঁজ করা পরিহিতার কটির মাপে ২ ইঞ্চ পরিসর মুখের কোমরপটী এবং অ্যাপ্রণের প্রান্তের জন্য ২ ইঞ্চ চৌড়া একটী সঞ্জাবের ফালী অথবা ফিতা (রঙ্গীন) খিলিয়া লবে একটি বখেরা দিয়া কোমর পটী যুড়িয়া বখেরা করিবে। তাহার পর এই পটীর দক্ষিণ প্রান্তে কাজ ঘর এবং বাম প্রান্তে একটী গোলকবৎ বোতাম টাঁকিলেই অ্যাপ্রণ প্রস্তুত শেষ হইল। সর্ব্বনিম্নের বড় পকেটে মাপের ফিতা, গজ, কাঁচী, আঙ্গুস্তান, কাপড় ইত্যাদি রাখা যাইবে।

এরূপ উৎকৃষ্ট অ্যাপ্রণ কেহ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে ॥০ আট আনা হইতে ১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন। মূল্য কাপড়ের ও কারিকরির উপর নির্ভর করিবে।

শিশুদিগের পরিচ্ছদ।

শিশুদিগের পরিচ্ছদের মধ্যে পিনাফোরই প্রথম ও প্রধান। ইহা চিত্রানুরূপ দুই খণ্ড সামনা পিঠ যুড়িয়া সামনার কোমরে চুনট করিয়া একটী ফিতা অথবা পটী সেলাই করিবে। কোমর পর্য্যন্ত পিঠ খোলা রাখিতে হয়, ঐ খোলা স্থানের দুই পাশে কাজপটী ও বোতামপটী বসাইতে হয়। বোতাম ৩টী ও তাহার জন্য ৩টী কাজঘর করিবে। গলা ৫ গিরা হইলেই যথেষ্ট হয়। গলার ক্ষুদ্র পটীতে ফ্রিল অথবা সুতি লেস বসাইতে পারা যায়। আস্তিন ২ গিরা লম্বা হয়, এবং উহার মহুরীতে ফ্রিল অথবা লেস বসাইবে। দাওন মুড়িয়া ফ্রিল বা লেস যুক্ত

করিবে। মোহড়া ৫ গিরার অধিক হয় না। কোমরের ফিতা বা পটী ১ ইঞ্চ চৌড়া ও ২০ ইঞ্চ লম্বা হয়, উহার দুই প্রান্ত পিঠের দিকে বাঁধিয়া দিতে হয়।

৬ কি ৭ বৎসরের শিশুর জন্য পিনাফোর ২৫ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ঘের ৩০ ইঞ্চ প্রস্তুত করিতে ৩৬ ইঞ্চ বহরের কাপড় ১৷৷০ গজ আবশ্যক। শিশুর শরীরের উচ্চতার ⅔ অংশ লম্বা পিনাফোর হইলেই ভাল হয়। ঘের ১⅔ অংশ হওয়া উচিত।

গলার পটীর পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র হুক ও সুতার আইলেট প্রস্তুত করিয়া দিবে। পিঠের খোলা স্থানের কাজপটী ও বোতামপটীতে আইলেট ও হুক দিলেও চলে, অথবা ছোট ঝিনুকের বোতাম দিবে। ইহাকে দরজীরা পেনী, কেহ বা পেনী ফ্রক বলে।

ওভার অল—ইহা ৭ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুরা পরে। আস্তিন কনুই অথবা কব্জী পর্য্যন্ত উভয় প্রকারই হয়। চিত্রানুরূপ সামনার ঘাড়ারমত দুই খণ্ড চৌড়া পটী দিয়া তাহার উপর কলার টরণ করিবার মাপে প্রস্তুত করিতে হয়। আস্তিনের মুখে, কলারে ও দাওনে ফ্রিল দিতে হয়। সামনার ঘাড়ীর নীচের অংশ চুনট করিয়া ঘাড়ীর দুই পাটের মধ্যে প্রবিষ্টভাবে উপরে লব থাশ দুই বখেরা দিবে।

চিত্রানুরূপ ঘাড়ী কাটিয়া চুনট করা সামনা উহার মধ্যে প্রবিষ্টভাবে সেলাই করা হইলে পিঠের ঘাড়ীহীন অথবা ঘাড়ীযুক্ত অংশ পিনাফোরের মত কোমর পর্য্যন্ত খোলা অংশ চুনট করিয়া সেলাই করিবে।

পুরা আস্তিন ২০"×২১", কম চৌড়া হইলে ১৯"×১৬" ইঞ্চ।

অর্দ্ধ আস্তিন ১৩"×১৬" ইঞ্চ হয়।

ঘাড়ী সামনার অর্দ্ধাংশ ৬"×৬"

ঐ পিঠের অর্দ্ধাংশ ৫"×৬½"

কলার গলার মাপ অপেক্ষা ১ ইঞ্চ বেশী। পশ্চাদ্ভাগের খোলা স্থানে পেনীরমত বোতাম অথবা হুক ও আইলেট দিতে হয়।

৭ হইতে ৯ বৎসরের বালিকার জন্য ২৯ কি ৩০ ইঞ্চ লম্বা হইতে হয়।

কাপড় ৩৬ ইঞ্চ বহরের ২ গজ আবশ্যক।

ঘাগরা—ইহা স্ত্রীলোকের ঘাগরারই অনুরূপ, তবে কোমরে চুনট না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেট রচনা করিতে হয়। লম্বায় হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত বালিকার বয়স অনুসারে ৮ হইতে ১২ গিরা করিতে হয়। দাওনে ফ্রিল বা লেস, কোমরে পটী ও পটীর প্রান্তে কাজ বোতাম করিতে হয়। ছিঁট দ্বারা প্রস্তুত করিলে ২ গজ কাপড় আবশ্যক।

নিকারবকার—ইহাও স্ত্রীলোকেরমতই প্রস্তুত হইয়া থাকে। লম্বা অনুসারে কাপড় আবশ্যক। অতি শিশুদিগের জন্য পায়জামার মত যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার তলায় মল মূত্র ত্যাগের স্থান খোলা, কাজ বোতাম করা হইয়া থাকে।

অন্যান্য কাপড়

লেঙ্গটা—লেঙ্গটা কোমরের মাপে একখণ্ড কাপড় মাঝে কোণাকোণি ত্রিভুজ আকারের ভাঁজ দিয়া নিম্নপ্রান্তে ১ গজ দীর্ঘ ২ গিরা মুখে খোলা, শেষ প্রান্তে ১ গিরা চৌড়া একটী ডবল খণ্ড যুড়িয়া কচ্ছ এবং কোমরে অর্দ্ধগিরা চৌড়া ১॥০ গজ লম্বা একটী ডবল কাপড়ের পটী বখেয়া দিবে। কচ্ছের মুখে ত্রিভুজের কোণ প্রবিষ্ট হইতে হয় এবং ত্রিভুজের উপরে বিস্তৃত মুখে কোমর দুই দিকে সমান রাখিয়া বসাইতে

হয়। কাপড় ১ গজ মারকিন আবশ্যক। জিন কাপড় ডবল করিলে অতিশয় পুরু হয়।

জাঙ্গিয়া—ইহা পায়জামার অর্দ্ধাংশ মাত্র, কোমরের নিম্ন হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্বায় ৬ হইতে ৮ গিরা হয়। পায়জামার মত ইজারবন্দ প্রবেশের পথ থাকিবে, তবে মিয়ানীর পরিবর্ত্তে একটী চৌবগলা উভয় পায়ের মধ্যে গুহ্যের নিম্নে দিতে হয়, নচেৎ বসিতে পারা যায় না। কাপড় লংক্লথ ৮ হইতে ১২ গিরা আবশ্যক। সাহেবেরা স্নানের সময় জাঙ্গিয়া ব্যবহার করেন। মুসলমান বালকেরাও ঘরে থাকিবার সময় পরে।

ঝোলা—ইংরাজীতে ইহার নাম হ্যাবার স্যাক। সিপাহীমাত্র-কেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য পটী অথবা ফিতা যোগে ঝুলাইয়া স্কন্ধে বহন করিতে হয়। ইহা তাহা বিশেষ। কানপুরের এলগিন মিলের খাকী জিন দ্বারা প্রস্তুত হয়। ১।০ গজ জীন আবশ্যক হয়। ৮ গিরা লম্বা ৬ কি ৭ গিরা চৌড়া ২ খণ্ড জীনের নীচের কোণ দুইটী পকেটের মত ঈষৎ গোলাকারে কাটিয়া ১ পাটের মুখে ৭ × ৪ গিরা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কাটা খণ্ড মুড়িয়া ঢাকনা প্রস্তুত করিতে হয়। পাশের লম্বা ফালী ভাঁজ দিয়া একটী বকলসের মধ্যে প্রবেশের যোগ্য ফিতার মত পটী সেলাই করিয়া ঝোলার নিম্নের প্রান্ত মুড়িয়া স্কন্ধে ঝুলাইবার জন্য দীর্ঘ প্রান্তদ্বয়ের একটীর সহিত বকলস আঁটিয়া দিবে। মধ্যে আর এক খণ্ড কাপড় দিলে দুইটী প্রকোষ্ঠ হইবে। ঢাকনার মুখে একটী বড় কাজ করিয়া যত দূর পড়ে তথায় একটী পিতলের বোতাম টাকিতে হয়।

টুপী—টুপী নানা প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। মুসলমানেরা এক প্রকার গোল উন্নত মস্তক টুপী পরে তাহার নাম তাজ। ইহা

ছয় খণ্ড ত্রিকোণ বস্ত্র পরস্পর যুড়িয়া মুখে বেষ্টন স্বরূপ সঞ্জাব দিয়া লবে একটী মাত্র বখেয়া দিতে হয়। ইহা মখমল, বনাত প্রভৃতির হইলে ভিতরে সালুর আস্তর দিয়া মুখের বেষ্টন স্থলে জরির লেস বসাইতে হয়। হিন্দুস্থানের হিন্দুরা এক প্রকার টুপী পরেন, তাহা দুই খণ্ড অর্দ্ধ গোল কাপড় মধ্যে ভিতরে এক বখেয়া দিয়া মুখের বেষ্টনে সঞ্জাব দিতে হয়। এই প্রকার টুপী বঙ্গের অনেক মুসলমানেও পরে। মুসলমানা টুপী তাহাদের মুণ্ডিত মস্তকের আয়তন অনুরূপ একটি আবরণ বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গের বৈষ্ণবেরা একপ্রকার কানটোপ ব্যবহার করেন। ইহার উপরে এক খণ্ড গোল চান্দী তাহার সহিত কর্ণমূল আবরক দুইখণ্ড বস্ত্র সম্মুখের অর্দ্ধাংশ বাদে উভয় পার্শ্বে যুড়িয়া পশ্চাদ্ভাগে একটী যোড়া হয়, সম্মুখে ক্ষুদ্র পটী চান্দীর সহিত যুড়িয়া দুই পাশের কর্ণাবরণসহ যোড়া হয়।

আপিসের কেরাণী বাবুরা যে এক প্রকার মখমলের গোল টুপী পরেন, তাহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপঃ—প্রথমে মস্তকের বেষ্টন অর্থাৎ কপাল হইতে উভয় কর্ণের উপরদিয়া পশ্চাদ্ভাগসহ মাপ লইতে হয়। মাপ যদি ১০ গিরা হয়, তাহা হইলে উহার ⅓ অংশ অর্থাৎ ৩⅓ গিরা ব্যাস ধরিয়া ১০ গিরা পরিধি বিশিষ্ট একটী গোলক কাগজের নমুনা প্রস্তুত করিবে। এইরূপ গোল বৃত্ত কাগজে কম্পাস দ্বারা অঙ্কিত করা যায়। কম্পাস অভাবে একখণ্ড পেষ্টবোর্ড কাগজের দৈর্ঘ্য ৩ গিরা দাগ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে ইলিসপীনদ্বারা একটী ছিদ্র ও মাপের কোন এক শেষ প্রান্তে আর একটী বৃহৎ ছিদ্র কর। যে কাগজে টুপীর চান্দীর মাপে বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহা এক খানি কোমল জাতীয় কাষ্ঠ ফলকের উপর স্থাপন করতঃ পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রকরা পেষ্ট বোর্ড রাখিয়া ব্যাসের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ছিদ্রে একটী বড় পীন ঠুকিয়া

বসাইয়া প্রান্তবর্ত্তী বড় ছিদ্র যোগে একটী পেন্সিলের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়া ঈষৎ বলে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলেই বৃত্তের দাগ নিম্নস্থ কাগজে পড়িবে। তাহার পর মধ্যবর্ত্তী পীনটী তুলিয়া বৃত্তের দাগ অনুসারে নীচের কাগজখানি কাঁচীদ্বারা কাটিলেই টুপীর চান্দীর নমুনা প্রস্তুত হইল।

মানুষের মাথাটী সম্পূর্ণ গোল নহে। দুই কাণের পাশে ঈষৎ চাপা, এজন্য নমুনার কাগজখানির ঠিক মধ্যে ভাঁজ দিয়া দুই পাশের চাপার উপযোগী কিঞ্চিৎ ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাহা যে কাপড়ের টুপী প্রস্তুত হইবে তাহাও সদর পীঠ মধ্যে রাখিয়া ভাঁজ দিয়া নমুনা তদুপরি স্থাপনান্তে সেলাইএর হক ½ ইঞ্চ অধিক রাখিয়া কাটিবে। টুপী ১ গিরা উচ্চ বা খাড়াই হইলেই হয়, তবে কেহ কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চ পছন্দ করেন। চান্দীর চতুর্দ্দিকের বেষ্টন জন্য ১০ গিরা দীর্ঘ, ১॥০ গিরা প্রস্থ এক ফালী দাগ করিয়া কাটিবে। এই চান্দী ও বেড় দুই খণ্ডের অনুরূপ ভিতরের আস্তর দুই খণ্ড কাটিয়া সেলাই আরম্ভ করিবে। টুপী দৃঢ় ও খাড়া থাকিবার জন্য ১ গিরা চৌড়া ১০॥০ গিরা লম্বা শক্ত কানভাসের একখণ্ড অর্দ্ধগিরা মুখে যোড়ার জন্য মোটা সূতা দ্বারা টাঁকিয়া লইবে। এই কানভাসের বেষ্টন আসল বেষ্টনের কাপড় ও আস্তরের মধ্যে থাকিবে।

চান্দীর আস্তর খুব পাতলা ক্যালিকো, অথবা কৃষ্ণবর্ণ রেসমী লাইনিং-এর কাপড় দ্বারা প্রস্তুত হয়। চান্দীর আস্তরের উপর খুব ধুনকরা কার্পাস তুলার পাতলা স্তর সর্ব্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর একখণ্ড পুরাতন পাতলা গোল আবরণ খিলনী করিয়া সেলাইএর কলে ক্ষুদ্র বরফী আকৃতি কুইল্টীং করিবে। কল অভাবে হাতে ঐরূপ খুব সরু পেস্নুজ দিলেও হয়।

তাহার পর আসল কাপড়ের চান্দীর সহিত বেষ্টন খিলিয়া যাহাতে বেষ্টনের যোড়াটী চান্দীর এক মাথায় পড়ে, অর্থাৎ চেপ্টা পাশে যেন না পড়ে, এই ভাবে ভিতরে বস্ত্রের অনুরূপ সূত্র দ্বারা বখেরা করিবে। চান্দীর চতুর্দ্দিকের সেলাই করা প্রান্তের সহিত আস্তরের কুইল্‌টীং করা সদরদিক বাহিরে রাখিয়া খিলনী করিয়া বেষ্টন আস্তরসহ সরু তুরপাই করিবে। তাহার পর কান্‌ভাসের বেষ্টন ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া আসল্‌ বেষ্টন অর্দ্ধগিরা মুড়িয়া ঢাকিয়া আস্তরসহ তুরপাই করিবে। তবে মস্তকের তৈল, কপালের ঘর্ম্মদ্বারা সহসা মলিন না হয় তজ্জন্য খুব পাতলা ২ ইঞ্চ চৌড়া একখণ্ড চামড়া অথবা অয়েলক্লথ ভিতরে তুরপাই করিয়া দিলেই টুপী প্রস্তুত হইল। একটী পুরাতন টুপীর সমস্ত সেলাই খুলিয়া দেখিলেই অভিজ্ঞান ভাল হইবে।

টুপীর মথমলের উপর রেসমের, উলের, কারের অথবা জরির ফুল তুলিতে হইলে নিম্ন প্রদর্শিত চিত্রানুরূপ ফুল তুলিতে অভ্যাস করিবে। পত্র পুষ্পের অনুকৃতি স্বাভাবিক হইলেই সুদৃশ্য হইবে। তদ্রূপ কার্য্যের জন্য প্রকৃতিদেবীর রঞ্জিত পত্র পুষ্পের আভা ও বর্ণের অনুরূপ রেসম দ্বারা স্বাভাবিক চিত্রের অনুকরণ করিবে।

এইটী গোলাপ পুষ্পের অনুকৃতি। ইহার পত্র ও বৃন্ত হরিদ্বর্ণের, কোরক গোলাপী বর্ণের রেসম দ্বারা প্রস্তুত করিবে।

পরবর্ত্তী চিত্রানুরূপ পাকান রেসমী সূতা দ্বারা রামপুরী চাদরের হাঁশিয়ার অনুরূপ সেলাই করা যায়। ক্ষুদ্রাকৃতি বখেয়া দ্বারা দোরোখাও সেলাই করা যাইতে পারে।

যদি উল দ্বারা অনুকরণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্ন প্রদর্শিত চিত্রদ্বয়ের অনুরূপ সেলাইকালীন প্রাকৃতিক বর্ণের উল ব্যবহার করিবে।
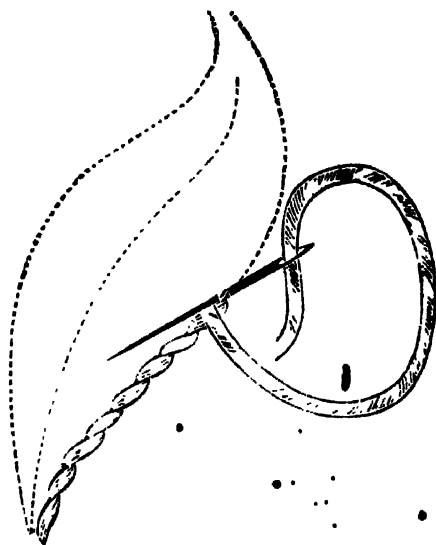
এইরূপ পত্রের আকৃতির রেখা পেস্‌মুজ দ্বারা সেলাই করিয়া প্রান্তে উল দ্বারা চতুর্দ্দিক ঘুরাইয়া সেলাই শেষ হইলে পরবর্ত্তী চিত্রানুরূপ মধ্যে উল প্রবিষ্ট করাইবে।
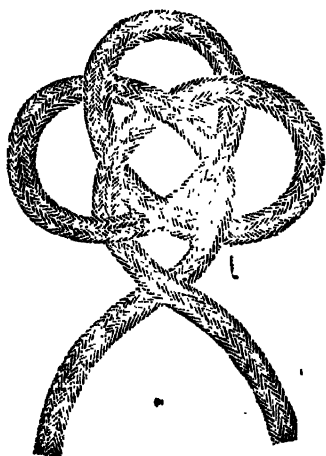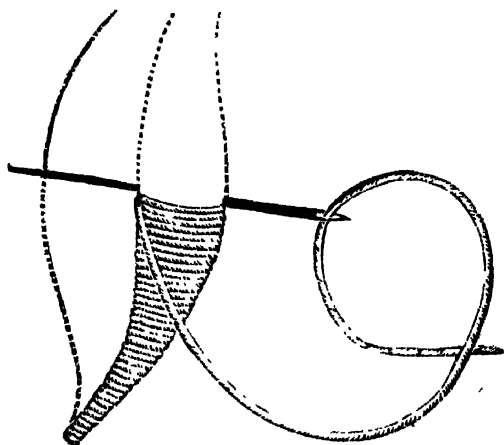
র দ্বারা নক্সা করিতে হয় তাহা হইলে পার্শ্ব প্রদর্শিত চিত্রানুরূপ কারের ভাঁজ দিয়া পেস্‌মুজ ভুরপাট দ্বারা কার বস্ত্রে সংবদ্ধ ক্রমে সেলাই করিবে।

একটা নক্সা শেষ হইলে ক্রমে পরে পরে ঐরূপ নক্সা প্রস্তুত করিবে। টুপীতে সরু কার দ্বারা ফুল ভাল হয়।

পুঁতী দ্বারাও বনাত, সার্জ্জ প্রভৃতি বস্ত্রে অতি বিচিত্র পুষ্পপত্রের

অনুকৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। রেসমের শক্ত সূতা দ্বারা পুঁতী প্রাকৃতিক বর্ণানুরূপ ক্রমে ক্রমে গাঁথিয়া বস্ত্রের উপর তুরপাই সদৃশ টাঁকা দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। পার্শ্ব প্রদর্শিত চিত্রানুরূপ পুঁতা দ্বারা টুপীর ফুল সেলাই করিতে পারা যাইবে। যেখানে যে বর্ণের পুঁতা বসাইলে প্রাকৃতিক বর্ণ ও আভা বিশিষ্ট হইতে পারে তাহা করিবে।

জরির কাজে কোন বর্ণের প্রয়োজন হয় না, তবে জরি ফ্রেমে আবদ্ধ কাপড়ে সেলাই যে প্রকারে করিতে হয়, তাহা সে যাছে। ফ্রেম ভিন্ন হাতে ধরিয়া জরির ফুল কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা কোন কারিগরের নিকট শিখিলে ভাল হয়।

বটুয়া—বটুয়া প্রবাসী, পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী এমন কি গৃহস্থের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। টাকা, পয়সা সুপারী, মসলা, ঔষধ নানা ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য রাখিবার পক্ষে বটুয়া যেমন উপযোগী, বিলাতি ব্যাগ তেমন নহে। ইহা কি সংসারী কি উদাসী সকলের

পক্ষেই অত্যাবশ্যকীয় সঙ্গী, এজন্য উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল প্রভৃতি দেশের লোকেরা বটুয়ার বড় আদর করে। বটুয়া দুই চারি পয়সা মূল্যের ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন বহুল বিধায় প্রস্তুত ও বিক্রয় অত্যধিক।

বটুয়া একাধিক প্রকোষ্ঠে প্রস্তুত হয়। দুই পৃষ্ঠে দুই খানি স্থূল ও স্থায়ী বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে মধ্যে যত খণ্ড দেওয়া যায়, তদনুসারে প্রকোষ্ঠ বর্দ্ধিত হয়। অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ বটুয়া প্রস্তুত হয়। দুই খানি খেড়ো অথবা তদ্রূপ স্থূল রঞ্জিত বস্ত্র দুই পৃষ্ঠের আবরণ এবং মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠের জন্য দুই তিন খানি চতুষ্কোণ কাপড় সামনে ভাঁজ দিয়া নিম্নার্দ্ধের দুই কোণ গোল করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। উপরের মুখে ডুরী ধরিয়া টানিলে যেন বটুয়াটী প্রায় গোল দেখায়। আবরণ খণ্ডের সহিত আস্তর দিলে ভাল হয়। লাল, সবুজ প্রভৃতি বনাতের খণ্ড যুড়িয়া যদি পৃষ্ঠাবরণ প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে উহাতে আস্তর না দিলে ভিতরের যোড়া দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ যোড়াযুক্ত পৃষ্ঠাবরণ যোড়ায় বখেয়া করিয়া ইস্ত্রীদ্বারা চিরয়া কোন টঁ্যাকসই রঙ্গীন পাতলা কাপড়ের আস্তর দিবে। ভিতরের প্রকোষ্ঠের পাটগুলিও মজবুত কাপড়ের হওয়া উচিত। পৃষ্ঠাবরণসহ প্রকোষ্ঠের পাটগুলি একত্রে বখেয়া করিয়া উল্টাইয়া যোড়া ভিতরে এমনভাবে ফেলিবে যেন দৃষ্ট না হয়। প্রকোষ্ঠের পাটগুলির মুখ প্রায় এক ইঞ্চ মুড়িয়া পটী সেলাই করিবে। পৃষ্ঠাবরণের উভয় পাটের মধ্যে ডুরিভরা সঞ্জাব দিয়া বখেয়া করিতে হয়। যোড়ার সেলাই কলে করা হইলে এক বখেয়ার উপর আর এক বখেয়া করিয়া খুব মজবুত করিবে, হাতে বখেয়া করিলেও খুব মোটা শক্ত সুতাদ্বারা টানিয়া সেলাই করিবে। তাহার পর ডুরী ভরিতে হয়। মোটা সুতা দোতারী অথবা তিন তারী করিয়া খুব পাক দিয়া মাজিয়া লইতে হয়। এক প্রান্ত হইতে ১ ইঞ্চ ব্যবহিত সমান পেসুজ দিয়া অপর প্রান্ত ঘুরিয়া পূর্ব্ব স্থানে আনিতে

হয়। এক একটী ডুরী প্রথম প্রান্তের বিপরীতদিক হইতে পূর্ব্ব প্রদত্ত পেসুজের ঘরে ঘরে প্রবিষ্টভাবে অপর প্রান্ত ঘুরিয়া পূর্ব্ব স্থানে আনিবে। উভয় প্রান্তস্থ সুতার মুখ দুইটী পরস্পর গাঁঠ দিয়া দুই প্রান্তের দুইটী গাঁঠ ধরিয়া এক কালীন টানিলেই বটুয়ার মুখটী পেসুজের অনুরূপ চুনটবৎ সঙ্কুচিত হইয়া বন্ধ হইবে। মুখটী খুলিবার জন্য দুই পাশে দুইটী ডুরী ভিতরে প্রবিষ্ট ও বহির্মুখ ভাবে দুইটী পাক দিয়া একটী টানা প্রস্তুত করিবে। এই টানাদ্বয়ের মুখে গাঁঠ দিবে। তাহার পর দুই পাশের দুইটী টানা ধরিয়া টানিলেই বটুয়ার মুখস্থিত বন্ধ করিবার ডুরী খুলিয়া মুখ খুলিবে। ডুরী স্থূল ও শক্ত হওয়া উচিত, যেন দীর্ঘকাল ব্যবহারে বারংবার খুলিতে ও বন্ধ করিতে যে টান পড়ে তাহাতে ছিঁড়িতে না পারে। বন্ধ করিবার ডুরী বটুয়ার মুখের বেষ্টনের অপেক্ষা ২ ইঞ্চ বড় থাকা উচিত, যাহাতে বন্ধ হইলে উভয় ডুরীর মধ্যে বাহু প্রবিষ্টভাবে বটুয়াটী স্কন্ধে ঝুলাইয়া রাখা যায়। কারণ যাহারা বটুয়া ব্যবহার করে, তাহারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ বটুয়া কাঁধে ঝুলাইয়া রাখে, তাহাতে হারাইবার ভয় থাকে না। কাঁধে না ঝুলাইলেও মুখ বন্ধ করিয়া কোন স্থানে ঝুলাইয়া রাখা যায়।

কুঁড় জালী—ইহাও বটুয়ারই মত, তবে ইহার মুখে ডুরী ভরা হয় না। একখানি চতুষ্কোণ বস্ত্রের চারি কোণ পরস্পর সংবদ্ধ ভাবে হস্ত প্রবেশের মুখ ও তাহার বিপরীত দিকে তর্জ্জনী অঙ্গুলী বহির্গমনের রন্ধ্র থাকে। কোণের যোড়াযুক্ত মস্তকে একটী পিতলের আঁকসী মোটা সুতা দ্বারা টাকিয়া দিতে হয়, যেন কণ্ঠস্থিত মালার সহিত ঝুলাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহার ভিতরে প্রকোষ্ঠ প্রায় থাকে না, কিন্তু অন্যূন একটী খণ্ড মধ্যে দিলে দুই প্রকোষ্ঠ হয়, তাহাতে মালা, তিলক, ক্ষুদ্র দর্পণ নামের ছাপ প্রভৃতি থাকে।

সুজারী—দর্জীরা সূঁচ, সুতা, বোতাম, আইহুক, পীন, কাঁচী, ইলিসপীন, পেন্সিল, আঙ্গুস্তান, খাড়মাটী প্রভৃতি রাখিবার জন্য এক প্রকার থলে প্রস্তুত করে, তাহারই নাম সুজারী। ইহা বনাত, অথবা কাশ্মীরা কাপড়ের খণ্ড দ্বারা নিম্নাবরণ, এবং সার্জ্জ, ফ্লানেল, মখমলদ্বারা প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হয়। একখণ্ড ৬ গিরা লম্বা, ৩ গিরা চৌড়া বনাতের দুই কোণ ঈষৎ গোল করিয়া ৩ গিরা হইতে অপর দুই কোণ কাটিয়া একটী পানের অথবা অর্ক পত্রাকৃতি করিবে। ভিতরে কোন সাটীনের আস্তর দিয়া হাতে অথবা কলে কুইলটিং করে। ৩ গিরা চিহ্নিত স্থানে ৩ গিরা দীর্ঘ ৩ গিরা প্রস্থ এক খণ্ড সার্জ্জ মুখে মুড়িয়া ক্ষুদ্র পটী সেলাই করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে নিম্নাবরণেরমত ঈষৎ গোল কাটিয়া স্থাপন কর। ইহার ১½ ইঞ্চ ব্যবধানে একখণ্ড ফ্লানেল, তাহার ½ ইঞ্চ পরে একখণ্ড মখমল সাজাইয়া খিলনী করিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টনবৎ একটী ফিতা, অথবা রেসমী সঞ্জাব দিয়া পানবৎ প্রান্তে ১ হাত পরিমাণে উক্ত ফিতা বা সঞ্জাব দীর্ঘ রাখিবে। তাহার পর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিতার লবে একটী মাত্র বখেয়া করিলেই সুজারী প্রস্তুত হইল। ইহা দর্জী স্বীয় দক্ষিণ হস্তের পার্শ্বে বিস্তৃতভাবে রাখিয়া সেলাই করিতে থাকে। তিন খানি প্রকোষ্ঠের কাপড় ক্রমে পর পর থাকাতে সর্ব্বনিম্ন স্তরে বা প্রকোষ্ঠে বোতাম, মাপের গজ, ও সুতা রাখা হয়, তাহার উপরের প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র কারচুবীর কাঁচী, ইলিসপীন, প্রকোষ্ঠাবরণের গাত্রে হাতের সূঁচ, পীন প্রভৃতি বিদ্ধ করিয়া, তৃতীয় প্রকোষ্ঠে খড়িমাটী, পেন্সিল প্রভৃতি রাখা হয়। কার্য্য শেষ হইলে দ্রব্যাদি যথাস্থানে ভরিয়া সুজারী জড়াইয়া প্রান্তস্থ ফিতা দ্বারা বাঁধিয়া পকেটে রাখিতে পারা যায়।

সুজারী দর্জীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহার ভিতরে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাজাইয়া কার্য্যের সময় আবশ্যক মত ব্যবহার করে।

সুজারীর স্থায় লেখকের লিখন-সমগ্রী পেন, পেন্সিল, নিভ, পীন, ডাক কাগজ লেফাফা, টিকেট প্রভৃতি রাখিবার জন্য প্যাড স্থূল বস্ত্রের আস্তরদার নানা প্রকোষ্ঠময় প্রস্তুত করা যায়। ক্ষৌর কার্য্যের জন্য ভিতরে আরসী, উপরে চিরুণী, ব্রশ, কাঁচী, সাবান, ক্ষুর, হোন, ষ্ট্রপ প্রভৃতি রাখিবার উপযোগী দুই ইঞ্চ চৌড়া পুরু ফিতা দ্বারা প্রকোষ্ঠ বা বন্ধনী সেলাই করা যায়। ইহার আকৃতি ঠিক লেফাফার মত কাটিয়া চতুর্দ্দিকে রেসমা ফিতা দ্বারা মুড়ি সেলাই করিয়া অপ্রশস্ত প্রান্ত দ্বয়ের মুখ দুইটী ক্ষুদ্র বন্দবৎ ফিতা টাঁকিয়া দিয়া তদ্যোগে বাঁধিতে হয়। বিস্তৃত প্রান্তে একটী বড় বকলস আবদ্ধ করিয়া উপরের ঢাকনাতে ষ্ট্র্যাপ সেলাই করিয়া দিবে।

প্রিজার্ভার—Preserver অর্থ রক্ষণা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা পায়ের মোজা জুতার ঘর্ষণ হইতে রক্ষিত হয়। রক্ষণের উপযোগী বলিয়া ইহার নাম রক্ষণা।

এক খণ্ড পুরু কাগজের উপর পদ স্থাপন করিয়া পেন্সিল দ্বারা চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দাগ করিবে। দাগ অনুসারে সুখতলারমত কাগজ কাটিয়া যে জীন অথবা তদ্রূপ পুরু কাপড়ের প্রিজার্ভার প্রস্তুত হইবে তাহার সদর দিক্ ভিতরে রাখিয়া ভাঁজ দিয়া তাহার উপর নমুনার কাগজ স্থাপন করতঃ পেন্সিলের দাগ করিয়া সেলাইএর হক রাখিয়া কাটিবে। তাহার পর পায়ের মাপের সমান লম্বা একখণ্ড ২৷৷০ কি ২৸০ গিরা চৌড়া কাপড়ের দ্বারা অগ্রভাগের দুই কোণ কাটিয়া প্রায় বাদামী ভাবে দুই পায়ের দুই খণ্ড করিবে। পদের উপর যতদূর খোলা থাকিলে পদ প্রবেশ করিতে পারে, ততদূর প্রায় গোলভাবে ৩ গিরা দীর্ঘ ১ গিরা প্রস্থ কাটিয়া বাহির করিবে। গোড়ালীর দিকে পেসুজ দিয়া মুড়িয়া পরে তলারসহিত উপরের অংশ পেসুজ দিবে, তাহার পর পদ প্রবিষ্ট হইলে যদি কোন স্থানে কাপড় অধিক অর্থাৎ ফুলা দৃষ্ট হয়, তাহা

কাটিয়া কমাইয়া পুনরায় পেস্তুজ দিয়া পরীক্ষা করিবে। পরে ঠিক হইলে পেস্তুজের উপর বখেয়া করিবে। উল্টাইয়া মুখে সরু সঞ্জাব দিয়া বখেয়া তুরপাই করিলেই প্রস্তুত হইল। চর্ম্মকার যেরূপ সুখতলা ও উপরের অংশ কাটিয়া জুতা প্রস্তুত করে, সেইরূপ তলা ও উপরের কাপড় কাটিতে পারিলেই প্রিজর্ভার পায় ঠিক হয়। রবরের জুতার মাপ লইলেও হইতে পারে।

দোলাই—ইহাকে দোহর ও বলে, অর্থ দুই পাট কাপড়ের চাদর। এক পাট নীলু জামদানী, অপর পাট মলমল। দীর্ঘ ৬ হাত, প্রস্থে ৩ হাত হওয়া উচিত। ৩ হাত বহরের কাপড় হইলে মধ্যে যোড়া দিতে হয় না, ৩ গজ হিসাবে প্রত্যেক প্রকারের কাপড় হইলেই হয়। ১গজ বহরের কাপড় হইলে প্রত্যেকে ৪॥০ গজ আবশ্যক হয়। ৩ গজ পৃথক করিয়া ১॥০ গজের মধ্যে কাটিয়া দুইখণ্ড করিয়া মধ্যে যোড়া দিয়া ৩ গজ দীর্ঘ খণ্ডের এক পাশে যুড়িলেই ৩ হাত বহর হইবে। সঞ্জাবের জন্য ১ গজ নয়ন সুক দ্বারা ১ গিরা সঞ্জাব কাটিয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া খিলনী করিয়া মুখে লব থাশ ও সঞ্জাবের ভিতর প্রান্তে এক বখেয়া করিবে। পাটের যোড়ার সেলাই ভিতরে পড়িবে, এবং জামদানীর বুটার সদর দিক উপরে থাকা উচিত

বালাপোষ—ইহা লেপ বা রাজাইএর রূপান্তর মাত্র। তেমনই ভিতরে তুলা ভরা, তেমনই সেলাই করা, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত পাতলা ও হালকা ইহাই প্রভেদ। মুর্শিদাবাদে অতি উৎকৃষ্ট রেশমী বালাপোষ প্রস্তুত হয়। বেগুনী রংএর আবরোয়াঁ নামক ৩ হাত বহরের অতি সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র দ্বারাই প্রায় বালাপোষ প্রস্তুত হয়, তবে ঐরূপ বর্ণ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম রেসমী কাপড়ের বালাপোষও ভদ্র ব্যবহার্য্য শীত বস্ত্র।

৬ হাত ও প্রস্থে ৩ হাতের কম হয় না, অথচ দুই হইতে চারি

ছটাক কার্পাস তুলার অধিক ওজনে বালাপোষ প্রায় হয় না। বস্ত্রের অনুরূপ কার্পাস তুলা রঞ্জিত ও শুষ্ক হইলে অতি দক্ষ ধূনকর তাহা ধূনিয়া সর্ব্বত্র সমান পুরু স্তরে বিস্তৃত করে, তাহার পর অতি সাবধানে উল্টাইয়া বালাপোষ সামনে বিস্তৃত করতঃ খড়িমাটী গোলা সূত্রে মর্দ্দিত করিয়া বরফীরমত কোণাকোণি দাগ করিতে হয়। দাগ শুষ্ক হইলে বস্ত্রের বর্ণানুরূপ রঞ্জিত সূত্রযোগে অতি সরু পেসুজ দিতে হয়। তাহার পর অর্দ্ধ গিরা চৌড়া সবুজ রেসমের সঞ্জাবের মুখে জরদ রেসমের মগজী দিয়া দুইটী লবে বখেয়া দিলেই বালাপোষ প্রস্তুত হইল। মূল্য ৭।৮ হইতে ১৫৲ ২০৲ টাকা বস্ত্রের ও সেলাইএর নৈপুণ্যানুসারে হইয়া থাকে।

সুজনী—ইহা মালদহেই অতি উত্তম প্রস্তুত হয়। দীর্ঘে ৪।৪॥৹ হাত, প্রস্থে ২॥৹ হাত হয়। বালাপোষেরমত দুই ছটাক তুলা ভিতরে দিতে হয়। কোন ভাল সালু. অথবা একরঙ্গা দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার এক দিক সদর এবং তাহার বিপরীত দিকে মফস্বলরূপে সেলাই করা হয়। সুজনীর সেলাইএর বৈচিত্র্যানুসারেই মূল্যের তারতম্য হয়। লাল অথবা বেগুনী জমীনে সাদা সূতা দ্বারা নানা নক্‌সার লতা' পাতা, ফুল, কল্‌কা এরূপ পরিপাটী বখেয়া, ও জিঞ্জিরা সেলাইদ্বারা প্রস্তুত হয় যে দেখিলে সৈরিন্ধ্রীর সুখ্যাতি না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। মালদহ অঞ্চলের বিধবা স্ত্রীলোকেরা সুজনী প্রস্তুত করে। প্রত্যেক খানি ৩৲ হইতে ৮।৯৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। এরূপ সুজনী মাসে কম দামী পাঁচ খানা, অধিক দামী দুই খানা অনেকেই সেলাই করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বালা পোষেরন্যায় তুলা ভরিয়া উল্টাইয়া নানা নক্‌সার কাঠের ও পাথরের ছাপ দ্বারা খড়িমাটী গোলার দাগ করিয়া হইতে হয়। তাহার পর ঐ দাগে দাগে সেলাই করিলেই প্রস্তুত হইল।

চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ সামিয়ানা পর্য্যন্ত নানা প্রকারের প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যার হিন্দু দরজীরা অতি চমৎকার চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করে। নানাবর্ণের একরঙ্গাদ্বারা নানাকৃতির লতা, পাতা, ফুল, কলকা, পদ্ম, পাখী কাটিয়া চাঁদোয়ার উপর সেলাই করিয়া বসাইয়া দেয়। কাটা কাপড়ের খণ্ডগুলির প্রান্ত মুড়িয়া তুরপাই সেলাই করিতে হয়। সেলাইএর সুতাও বস্ত্রের অনুরূপ নানাবর্ণের হইতে হয়। কর্ত্তিত বস্ত্রখণ্ডগুলি অতি অল্প পরিমিত মণ্ডমিশ্রিত জলে ডুবাইয়া আর্দ্রাবস্থায় চাঁদোয়ার আসল কাপড়ের যথাস্থানে ক্রমে বিস্তৃতি করিয়া খিলনীদ্বারা আটকাইতে হয়, তাহার পর তুরপাই সেলাই করিতে হয়। বৃহৎ চন্দ্রাতপে এবং সামিয়ানায় এক কালীন দশজন দর্জীও সেলাই করিতে পারে। উড়িষ্যাবাসী হিন্দু দর্জীদিগের স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ ছোট চাঁদোয়া সেলাই করে। পুরুষ ওস্তাদেরা সাটিন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রেসমী চন্দ্রাতপে, বৃহৎ ছত্রে ও আড়ানী নামক রৌপ্য দণ্ডাবদ্ধ বৃহৎ হাত পাখাতে জরির দ্বারা যে সকল সীবন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

জীর্ণ সংস্কার।

গাত্র বস্ত্র জামা প্রভৃতি ব্যবহার অথবা অনবধানতায় ছিন্ন হইলে তাহা মেরামত করিতে জানিলে পুনরায় নূতনের ন্যায় ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

কোন কোট, কামীজ, ওভারকোট, অলষ্টার, প্যাণ্টুলন প্রভৃতি দৈবাৎ ছিন্ন, কীটদষ্ট, বা অনলদগ্ধ হইলে পরিচ্ছদের অনুরূপ বস্ত্রদ্বারা মেরামত করা কর্ত্তব্য। পশমী অথবা রেসমী কাপড় হইলে মেরামতের সুতা বস্ত্রের অনুরূপ হওয়া উচিত। মেরামতের খণ্ডগুলি চতুষ্কোণ,

ত্রিভুজাকৃতি অথবা মণ্ডলাকার যেখানে যেরূপ আকৃতির হইলে সুশ্রী হয়, তদ্রূপ কাটিয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া খিলনী করতঃ জিঞ্জিরা করিবে। খণ্ডের কোন প্রান্তই মুড়িয়া বা ভাঁজ দিয়া বসাইবে না। যোজিত খণ্ডের চতুর্দ্দিকেই সরু জিঞ্জিরা দিবে, তবে ভিতর অর্থাৎ মফস্বল দিকে সরু তুরপাই করা যাইতে পারে।

যদি কোন সংস্কারস্থলে পূর্ব্বকৃত সেলাইএর যোড়া থাকে, তবে ছিন্ন স্থানের উভয় পাশের সেলাই খানিকদূর খুলিয়া নূতন খণ্ডদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত জিঞ্জিরাদ্বারা মেরামত করিয়া পরে আসল কাপড়েরমত পুনরায় তুরপাই প্রভৃতি সেলাই করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে ইস্ত্রী করিয়া নূতন তুল্য করিবে।

সূক্ষ্ম বস্ত্রের ছিন্ন স্থানে পূর্ব্বোক্তমত অপর খণ্ড চাপা দিয়া সংস্কার না করিয়া রফু করিবে। পরিধেয় ধুতি, উড়ানী, শাড়া প্রভৃতিতে রফু করিতে পারিলে নূতন তুল্য হয়। সুঁচের অগভাগদ্বারা এক একটা সুতা বাহির করিয়া তাহার অনুরূপ সুতার সহিত দুই মুখ একত্রে একটা মোচড়া দিয়া টানিয়া সমান করিবে, তাহার পর অপর প্রান্তেও ঐরূপ মোচড়া দিয়া যুড়িতে পারিলেই পূর্ব্ববৎ হইবে। এইরূপ টানার সমস্ত সুতা যোড়া হইলে পোরেণের সুতা যুড়িবার সময় কাপড়ের বাণ প্রস্তুত করিবে।

শাল প্রভৃতি মেরামত করিতে হইলে রফু করাই কর্ত্তব্য। সুতায় সুতায় টানা পোরেণ অনুসারে বাণ প্রস্তুত করিতে পারিলেই মেরামত উত্তম হয়। পাশের হাঁশিয়ার অনুরূপ রেসমেদ্বারা মেরামত করিতে হয়। পাশের জমীর মেরামত জন্য উল সুতার খাই খুলিয়া তদ্দ্বারা মেরামত করিবে।

প্যাণ্টুলন প্রভৃতি বিশেষতঃ রাইডিং ব্রিচ্ নামক অশ্বারোহণের পরিচ্ছদ দীর্ঘকাল ব্যবহারে বসিবার স্থান ক্ষয় হইয়া অব্যবহার্য্য হইলে পরিচ্ছদের অনুরূপ বস্ত্র দ্বারা দুই পায়ের অথবা উভয় পাছার স্থানে সমান দুইখণ্ড বস্ত্রদ্বারা এরূপভাবে মেরামত করিবে, যেন দেখিতে উভয়ই সমান সুশ্রী হয়। বিলাতি মূল্যবান কড্রয় নামক পশমী বস্ত্রের যে রাইডিংব্রিচ প্রস্তুত হয় তাহার আসন, অর্থাৎ অশ্বারোহণকালীন যতদূর জীনের সহিত ঘর্ষণ লাগিতে পারে, সেই স্থানে শ্যাময়েড্ লেদার বা সাবর নামক তৈয়ারী কোমল চর্ম্ম উপরে তুরপাই করিয়া যুড়িয়া দেওয়া হয়। ব্যবহারে ও ঘর্ষণে সাবরই ক্ষয় হয়, আসল কাপড় নষ্ট হইতে পারে না। তদ্রূপ সাবর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে প্রয়োজন মত সাবর ক্রয় করিয়া পুরাতন সাবরের মাপমত কাটিয়া পূর্ব্বমত তুরপাই এবং জিঞ্জিরা সেলাই করিবে। তসর সুতা খুব শক্ত, তাহাই পাকাইয়া ঈষৎ মোম প্রলিপ্ত ভাবে সেলাই করিবে। মোম না দিলে রেসমী সুতার পাক খুলিয়া যায়। মোম অতি অল্প নারিকেল তৈলসহ গলাইয়া কোন বড় মুখবিশিষ্ট শিশিতে রাখিবে। ব্যবহার কালীন উহার কিঞ্চিৎ লইয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগে পরস্পর মর্দ্দনান্তে পাকান সুতায় মাজিয়া দিবে। রেসমী সুতা পাকাইলে অতিশয় স্থিতিস্থাপকতা হেতু কুঞ্চিত হইয়া যায়, কিন্তু মোম প্রলিপ্ত হইলে পাক খুলিতে অথবা কুঞ্চিত হইতে পারে না।

জীর্ণসংস্কারের উদ্দেশ্য ছিন্ন, কর্ত্তিত, কীট দষ্ট বা অনল দগ্ধ স্থান এরূপ ভাবে মেরামত করিতে হয়, যেন তাহা ব্যবহার কালীন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াতে লজ্জিত হইতে না হয়। মেরামত করিয়া উহা এরূপ এক নূতনত্বে পরিণত করিবে, যেন তাহা দেখিতে সুশ্রী ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক হয়।

টরণ বা পরিবর্ত্তন করা।

অনেক মূল্যবান কাপড়ের ভাল কোট প্যান্টুলন প্রভৃতি দীর্ঘ কাল ব্যবহারে ছিন্ন না হইলেও এরূপ বিশ্রী, ময়লা চেহারা হইয়া পড়ে, যে তাহা ধৌত করিয়া পরিতেও আর ইচ্ছা হয় না। তেমত স্থলে পরিচ্ছদের সমস্ত সেলাই সাবধানে কাঁচিদ্বারা কাটিয়া খুলিবে এবং রিঠা (কেহ ইঠা বলে) ফল উষ্ণ জলে ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া তন্মধ্যে বস্ত্র খণ্ডগুলি ভিজাইয়া অনেকক্ষণ বিলক্ষণ আলোড়নে খা:িয়া ধুইয়া টাঙ্গাইয়া দিবে। পুনরায় নূতন রিঠার জলে আর একবার পূর্ব্বমত ধৌত করিলেই বস্ত্র নির্ম্মল হইবে। তখন শুষ্ক ও দুম্‌ফ্রক যোগে ইস্ত্রী করিয়া কাপড় বিস্তৃত করিলে দেখা যাইবে সদর দিক অপেক্ষা মফস্বল দিক যাহা পূর্ব্বে ভিতরে থাকাতে ময়লা ও বিশ্রী হইতে পারে নাই, তাহা প্রায় নূতনবৎ রহিয়াছে। বিচক্ষণ দর্জী তখন মফস্বল দিককে সদর ও সদরদিগকে ভিতরে করিয়া পুনরায় আস্তরযুক্তরূপে সেলাই করিয়া ইস্ত্রী, ব্রশ করিয়া এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া দেয়, যে ঠিক নূতনেরমত বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ বস্ত্রের পৃষ্ঠ-পরিবর্ত্তনকে টরণ্ করা বলে। এরূপ টরণ করা কোটটী আরও পাঁচবৎসর ব্যবহার করা চলে, তবে একটী অসুবিধা ঘটে অর্থাৎ প্রথম প্রস্তুত কালীন কাজ ঘরগুলি যেদিকে ছিল, টরণ করাতে তাহার বিপরীত দিকে পড়ে। যদি বামপাশে কাজঘর ও দক্ষিণপাশে বোতাম টাঁকা ভাবে প্রথমে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে টরণ করিলে দক্ষিণপাশে কাজঘর ও বামপাশে বোতামপটী পড়িবে। কারণ কাজঘরের জন্য যে রন্ধ্র করা হইয়াছিল, তাহা আর বুজাইবার উপায় না থাকাতেই ঐরূপ ঘটে। যাহা হউক মিতব্যয়ী লোকের পক্ষে ও গৃহে ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা থাকে না। বিলাতে বড়লোকদিগের পুরাতন

দামী পরিচ্ছয় বিক্রয় হয়। দর্জীরা তাহা ক্রয় করিয়া টরণ করে। গরীব লোকে তাহাই ক্রয় করিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট বনাত, কাশ্মীরা ও সার্জ্জ ভিন্ন অপর বস্ত্রের পরিচ্ছদ টরণ করা যায় না। তদ্রূপ অত্যুত্তম কাপড়ের গজ ১০।১২৲ টাকা, একটী কোটের মূল্য ৩০।৪০৲ টাকা, কিন্তু টরণ করিলে ঐ কোট অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় হয়।

মখমল, সাটীন প্রভৃতি কাপড় যাহা এক রোখা তদ্দ্বারা টরণ করা যায় না। টরণ করিতে হইলে যে কাপড়ের দুই রোখই সমান তাহাই উত্তম।

সেলাইএর কল।

ইতি পূর্ব্বে হাতে সেলাইএর বিষয় সবিস্তারে বলা হইয়াছে, কিন্তু অধুনা সেলাইএর প্রধান সাধন সেলাইএর কলের বিষয় বলা প্রয়োজনীয়, কারণ সেলাইএর যে সমস্ত কল বিক্রয় হয়, তৎসহ তত্তাবতের ব্যবহার বা চালনা প্রণালী যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিধায় অনেকেরই পক্ষে বোধ যোগ্য নহে, এজন্য তদ্রূপ বর্ণিত বিবরণীর বোধ-সুগম জন্য সেলাইএর কলের অনুকৃতিসহ বিবিধ সীবন-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মানী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে নানা প্রকারের সেলাইএর কল নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভারতে ইংলণ্ডের তৈয়ারী সিঙ্গার কোম্পানীর কলই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। হুইলার উইলসন কৃত কলও কেহ ব্যবহার করেন। এই কারিকরের কলই ভাল, সেলাই ভাল হয় বলিয়া মূল্যও সিঙ্গার কোম্পানীর কল অপেক্ষা কিছু অধিক,

কিন্তু সিঙ্গার কোম্পানী যেমন মাসিক কিস্তিবন্দী প্রথায় কল ভাড়া দিয়া থাকেন, হুইলার উইলসনের কল নগদ দাম ভিন্ন ভাড়া হিসাবে প্াওয়া যায় না, এজন্য অল্প বিত্ত লোকে, বিশেষতঃ দর্জীরা অগ্রিম ১০৲ টাকা জমা দিয়া একজন জামিনদার দ্বারা একরারনামা লেখাইয়া দিয়া মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়া হিসাবে কল ক্রয় করে। যদি মাসে মাসে নিয়মিত রূপে কিস্তির টাকা কেহ না দেয়, তাহা হইলে সিঙ্গার কোম্পানী কল ফেরত লইতে পারেন, তদ্রূপ ফেরত লইলে তৎকাল পর্য্যন্ত যে টাকা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহা ভাড়া স্বরূপ পরিগণিত হয়, এই জন্যই মাসিক কিস্তিবন্দীকে ভাড়া পদ্ধতি বলিয়া একরারনামা লেখাপড়া হয়। তবে কিস্তি মত সমস্ত মূল্যের টাকা পরিশোধ হইলে কোম্পানী তখন মাসিক কিস্তিবন্দীর টাকা প্রাপ্তির যে সকল কুপন রসিদ দিয়া ছিলেন তাহা ফেরত লইয়া বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন। নগদ মূল্য অপেক্ষা মাসিক ভাড়ার নিয়মে কলের মূল্য কিছু বেশী দিতে হয়, অর্থাৎ নগদ মূল্যে যে কলটা ১০০৲ টাকা, ভাড়া হিসাবে উহার জন্য ১২৲ টাকা অধিক দিতে হয়, কারণ ধারে দেওয়াতে এই অতিরিক্ত টাকা সুদ হিসাবে পরিগৃহীত হয়।

কল দুই প্রকারে পরিচালনায় নামে বিক্রয় হয়, এক প্রকার হাত কল, অর্থাৎ হাতে ঘুরাইবার কল, আর এক প্রকার পা কল, অর্থাৎ পা-দানী (Treadle) যোগে পরিচালিত কল। এই উভয় প্রকার কলের কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। একই কল হতে ঘুরাইবার হাতল, অথবা পায় চালাইবার পা-দানী যোগে চালান যাইতে পারে। হাত কল অপেক্ষা পা কল পা-দানীর জন্য অতিরিক্ত ২৪৲ হইতে ৩০৲ টাকা দিতে হয়। ঐরূপ উপরের ঢাকনা যুক্ত কল অপেক্ষা ঢাকনা হীন পা-কলের মূল্য ৮৲ হইতে ১৪৲ টাকা কম হয়। তাহার পর সাধারণ জামা সেলাইএর নানা মূল্যের

নানা প্রকার কলগুলি (Vibrating) কম্পিত, অথবা (Oscillating) আবর্ত্তক (Shuttle) মাকু যুক্ত নামে পরিচিত। ভাইব্রেটিং বা কম্পিত মাকু একটী সূক্ষ্মাগ্র চোঙ্গ বিশেষ, তন্মধ্যে সুতা জড়ান নালিকা বা নলী প্রবিষ্ট থাকে, কিন্তু অসিলেটীং বা আবর্ত্তক মাকু একটী ঘড়ীর পেণ্ডুলম্ বা দোলকের ন্যায় গোল আধার, যাহার মধ্যে সুতা জড়ান গোল চক্রবৎ নলী সংবদ্ধ থাকে। এই উভয় কলই সূক্ষ্ম বস্ত্রের ও স্থূল বস্ত্রের জন্য হালকা ও মজবুত দুই প্রকার কম দামী ও বেশী দামী কল পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপযোগী হালকা কল গুলিকে পারিবারিক কল, এবং স্থূল বস্ত্রের উপযোগী মজবুত কল গুলিকে পুরু বা গুরু কার্য্যের কল বলা হয়। হাল্কা কল অপেক্ষা পুরু বা গুরু কার্য্যের কলের মূল্য ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা অধিক হয়। আবার ভাইব্রেটীং কল অপেক্ষা অসিলেটীং কল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়া প্রায় ১০৲ টাকা বেশী মূল্যবান। অতএব গৃহস্থ পরিবারের ব্যবহার জন্য কিঞ্চিৎ কম মূল্যবান ভাইব্রেটীং হাত কল নগদ ৫০৲ অথবা পা-কল ৭০৲ টাকাতে ক্রয় করাই ভাল, কারণ সেলাই উভয় কলেই সমান হয়। অথচ অসিলেটীং কল একটু সুবিধা জনক, অর্থাৎ নলীতে সুতা জড়ান ও নলী ভরা সহজ বলিয়া মূল্যও ১০৲ টাকা বেশী দিতে হয়। এজন্য ভাইব্রেটীং কলের পরিচালনার বিষয়ই এ স্থলে বর্ণিত হইল, কারণ নলী ও মাকুর পার্থক্য ভিন্ন অন্যান্য সীবন-প্রণালীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। পুনরায় উক্ত উভয় প্রকার মেশিন বা কলই স্বর্ণ জলে সুঅলঙ্কৃত গুলির মূল্য ৫৲ টাকা অধিক হয়।

নিম্নে যে কলের প্রতিকৃতি চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা পা, কল বা ট্রিডল্ মেশিন। পা-দানী হীন হাত কল একখানি কাষ্ঠাসনে স্থাপিত ও ব্যালান্স হুইল সহ ঘুরাইবার হাতল সংবদ্ধ থাকে। আসন হইতে খুলিয়া পা-দানীতে বসাইলে চৌকিতে বসিয়া পায় চালান যায়, অথবা পা-দানী

হইতে খুলিয়া আসনে বসাইয়া ঘুরাইবার হাতল ঘুড়িয়া বিছানায় বসিয়া হাতে ঘুরাইয়া সেলাই করা চলে। অতএব যাঁহারা এ উভয় প্রকারেই কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা কোন দূর প্রবাসে গমন কালীন কলটী সহজে সঙ্গে নিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে একটী হাত কল, প্রবাসে বহন জন্য ঢাকনা, এবং ঘরে চেয়ারে বসিয়া কাজ করিবার জন্য একটী পা-দানী ক্রয় করা কর্ত্তব্য। ঢাকনা না হইলে কলটী ধূলা ময়লা লাগিয়া বিশ্রী ও শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইবারও আশঙ্কা অধিক।
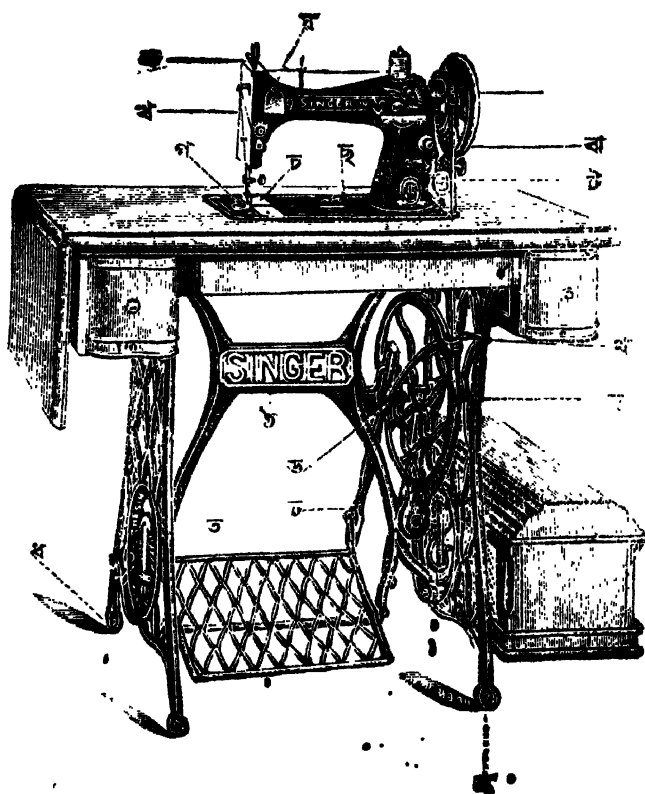
(ক) Face Plate ফেস্ প্লেট্, মুখাবরণ।

(খ) Tension টেন্‌শন্, আঁটনী।

(গ) Throat Plate থ্রোট প্লেট্, গ্রীবাবরণ।

(ঘ) Side Plate সাইড্ প্লেট্, পার্শ্বাবরণ।

(চ) Slide শ্লাইড্, ঢাকনী।

(ছ) Bed বেড্, শয্যা।

(জ) Balance Wheel ব্যালান্স্ হুইল, তৌল চক্র।

(ঝ) Stitch Regulator ষ্টিচ্ রেগুলেটার, বখেয়া পরিচালক।

(ট) Bobbin Winder ববিন ওয়াইণ্ডার, নলী আবর্ত্তক।

(ঠ) Brace ব্রেস্, যোজক।

(ড) Crank ক্র্যাঙ্ক্, চক্র কিলক।

(ঢ) Pitman পিট্‌ম্যান, আবর্ত্তক দণ্ড।

(ত) Treadle ট্রিডল্, পা-দানী।

(থ) Belt Shifter বেল্ট শিফ্‌টার, দোয়ালী আবদ্ধক।

(দ) Band Wheel ব্যাণ্ড্ হুইল, দোয়ালীর চাকা।

(ধ) Leg লেগ্, পায়া।

(ন) Roller রোলাব আবর্ত্তক।

কলের দক্ষিণ পার্শ্বে ঢাকনা cover কভার, উপরে মেজ, দুই পাশে দেরাজ।

প্রত্যেক কলের সহিত উহার ব্যবহার অর্থাৎ চালনা-প্রণালী পরিজ্ঞাপক এক এক খানি উপদেশ পুস্তিকা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। ঐ পুস্তকে কলের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজনা, তৈলাক্তকরণ ও চালনার প্রতিকৃতিসহ বিশিষ্ট বিবরণ ও উপদেশ লিখিত দৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহার সমস্ত চিত্র এস্থলে প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। তবে উহাতে যে সকল

মুড়া সেলাই, পটী, কুইলটীং, চুনট, চুনটসহ ফুলাই বা (Puffing) পফিং, লেস যোজনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহাই বোধ-সুগম জন্য এ স্থলে বর্ণিত হইবে। উক্ত পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন সরু, মোটা সূঁচ এবং সুতি ও রেসমী কটন বা রিল সুতার উল্লেখ আছে, তাহাও সবিস্তারে বর্ণিত হইবে। আবরণের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কলের তৈল সম্বন্ধে এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের নামের লিষ্ট ও প্রত্যেকটী কি কি নম্বর দ্বারা কোম্পানীর কারখানায় পরিচিত ও প্রাপ্তব্য তাহা দৃষ্ট হইবে। কল ক্রয় কালীন কতটী সূঁচ, কয়টী ববিন বা নলী, কল খুলিবার ও বুড়িবার যন্ত্র ইত্যাদি যাহা আনুষঙ্গিক উপকরণ স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা উক্ত পুস্তিকা অনুসারে বুঝিয়া লওয়া উচিত।

সেলাইএর কলের প্রথম কার্য্য উহা বিশেষ যত্নের সহিত পরিস্কৃত করণ। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ ন্যাকড়া দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া কলের যে সকল স্থানে তৈল প্রবেশের ছিদ্র দৃষ্ট হইবে, এবং যে সকল স্থান পরস্পর সংলগ্ন বা যোড়া অর্থাৎ চালনা সময়ে যাহা পরস্পর ঘর্ষণ যোগ্য সেই সকল স্থানে তৈল দানী যোগে তৈল প্রবিষ্ট করিবে। সিঙ্গার কোম্পানীর তৈয়ারী যে এক শিশি তৈল কলের সহিত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিলাতি বিশুদ্ধ স্থইট অয়েল, অর্থাৎ শোধিত লঙ্কা অয়েল কিঞ্চিৎ পেট্রোলিয়ম্ অর্থাৎ শোধিত কেরোসিন তৈলসহ তরলীকৃত। শোধিত নারিকেল তৈলসহ কেরোসিন মিশ্রিত হইলে উদ্দিশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে কোন তৈল বা কেরোসিন কলে দেওয়া উচিত নহে। স্বতন্ত্রভাবে তৈল দিলে কল শীঘ্রই তৈলের আঠাতে ভাল চলিবে না, সুধু কেরোসিন দিলেও উহা শীঘ্রই শুষ্ক হইবে এবং সংযোগ স্থান ক্ষয় হওয়াতে কল ঢিলা হইয়া পড়িবে। এজন্য পূর্ব্বোক্ত কেরোসিন মিশ্র স্থইট অয়েল সর্ব্বত্র দেওয়া হইলে কলের মাকু খুলিয়া পাঁচ মিনিট

কাল কল চালাইবে, তাহার পর হ্যাকড়া দ্বারা বিলক্ষণ মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া সেলাই আরম্ভ করিবে। না মুছিলে কলের তৈল কাপড়ে লাগিবার সম্ভাবনা।

কলের যে অংশ চাপার নিচে থাকিয়া সেলাই কালীন কাপড় সরাইয়া দেয় তাহাকে দাঁত বলে। দীর্ঘকাল সেলাই করিলে কাপড়ের ও সূতার আঁশ দাঁতে ক্রমে সংলগ্ন হইয়া কলকে অচলপ্রায় করিয়া দেয়, এজন্য প্রত্যহ দাত গুলির মূলাংশ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

কলে (খ) চিহ্নিত স্থানের নাম টেন্‌শন্। ইহা দ্বারা সূতার টান ঠিক করা হয়। মাকুর সূতা যত টান থাকে, সূঁচের সূতা তাহার সমান টান হইলেই সেলাই ভাল হয়। দুইটী সূতা পরস্পর ফাঁদ পড়িয়া চর্ম্ম-কারের চর্ম্ম সেলাইএর মত কাপড়ের মধ্যে পড়িলেই উভয় দিকের বখেয়া ভাল দেখায়, অন্যথায় উপর বা নীচের যে সূতা বেশী টান হইবে তাহা সোজা থাকিবে। কলে কিরূপে সূতা লাগাইতে হয়, এবং টেন্‌শন্ কিরূপে উভয় সূতার সমান করিতে হয়, তাহা কলের উপদেশ পুস্তিকায় চিত্রদ্বারা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ববিন বা নলীতে সূতা জড়ানএবং নলী মাকুর মধ্যে স্থাপনের প্রণালীও ঐ পুস্তকেই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে।

একটী কথা বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রেসার ফুট অর্থাৎ (গ) চিহ্নিত থ্রোটপ্লেট (যাহা দাঁতের উপর স্ক্রু আঁটা থাকে), এবং (চ) চিহ্নিত শ্লাইড্ বা ঢাকনা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে চাপ দিবার চরণ, তাহা পশ্চাদ্বর্ত্তী উত্তোলনী যোগে তুলিয়া কাপড় সেলাইএর জন্য দিতে হয় এবং উত্তোলনী নামাইয়া চাপ দিয়া সেলাই করিতে হয়, সুতরাং সেলাই করা ভিন্ন চাপ-চরণ উত্তোলনী যোগে নামাইয়া দাঁতে সংলগ্ন ভাবে কদাচ কল ঘুরাইবেনা, তাহাতে দাঁত ক্ষয় হইবে।

সেলাই আরম্ভের পূর্ব্বে কিরূপ কাপড়ে কিরূপ সূঁচ ও সূতা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্ন প্রদর্শিত বিবরণীতে দ্রষ্টব্য।

সূচীর আকার	সেলাইকরা কাপড়ের প্রকার	সূতার নম্বর
O	সূক্ষ্মবস্ত্র, মজালিন, ক্যাম্ব্রিক, লিনেন প্রভৃতি	১০০—১৫০ সূতা ৩০ রেসম
B	সূক্ষ্ম ক্যালিকো, লিনেন, নয়নসুক, আদ্ধি, রেসমী কাপড়	৮০—১০০ সূতা ২৪—৩০ রেসম
½	লংক্লথ, মারাকিন, ছিট গার্হস্থ্য পরিচ্ছদে, গজ ফ্লানেল, রেসম	৬০—৮০ সূতা ২০ রেসম
1	মোটা সূতী কাপড় অ্যাঙ্গোলা, জীন, জুট ফ্লানেল, সার্জ্জ প্রভৃতি	৪০—৬০ সূতা ১৬—১৮ রেসম
2	খেরো, টিকিং, জীন, বনাত স্থূল বস্ত্রমাত্র, এরেণ্ডী প্রভৃতি	২৪—৪০ সূতা ১০—১২ রেসম
3	অলষ্টারের পুরু পশমী কাপড় মোটা কাশ্মীরা, পাতলা কানভাস	১০—২৪ সূতা ৬০—৮০ লিনেন
4	কানভাস ব্যাগ, অতি মোটা জীন, পাতলা চামড়া প্রভৃতি	৪০—৬০ লিনেন অথবা মোটা সূতা

সূঁচের আকারের ৭টা চিহ্ন প্রত্যেক সূঁচের গোড়ায় মুদ্রিত দৃষ্ট হইবে। ½ ও 1 নম্বর সূঁচই সাধারণ কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সূঁচ ক্রয় কালীন প্রয়োজন মত নম্বর দেখিয়া লইবে।

কলের সহিত কতিপয় অতিরিক্ত অংশ অর্থাৎ হেমার, বাইণ্ডার, কুইল্টার প্রভৃতি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা উপদেশ পুস্তিকায় তাহার অতি-

রিক্ত সরু হেমার, রফ্লার, রফ্লার পর্কিং প্রভৃতি কতিপয় যন্ত্র স্বতন্ত্র মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। বোতামের কাজঘর প্রস্তুতের যন্ত্রও পাওয়া যায়, তাহাও স্বতন্ত্র মূল্য দিয়া ব্যবহার বিধিসহ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

সাধারণ বখেয়া সরু মোটা অর্থাৎ বখেয়ার ঘর গুলি পরস্পর সন্নিহিত ও ব্যবহিত করণ জন্য (ঝ) চিহ্নিত থম স্ক্রু বামদিকে ঘুরাইলে বখেয়া সরু হয় এবং দক্ষিণ দিকে ঘুরাইলে মোটা হয় জানিয়া যে কাপড় যত সরু তাহাতে তত সরু বখেয়া এবং মোটা কাপড়ে মোটা বখেয়া করিবে। বখেয়া যাহাতে লব খাশ অনুসারে সর্ব্বত্র সমান বা সম রেখায় হয় তাহা অভ্যাস করিবে। বখেয়া করিতে সিদ্ধহস্ত হইলে অন্যান্য প্রকার যন্ত্র যোগে নানারূপ নক্‌সা সেলাই আরম্ভ করিবে।

টক্ মেকার—ইংরাজীতে টক্ (Tuck) অর্থ কোন কাপড়ের দাওনে পরস্পর সন্নিহিত এক বা অধিক সংখ্যক প্লেট রচনা করা। শেমিজ, গাউন, পেটি কোট প্রভৃতির দাওনে অর্দ্ধ ইঞ্চ হইতে ১ ইঞ্চ চৌড়া তিন চারিটী প্লেট সেলাই করিলে দেখিতে সুদৃশ্য হয়, অথচ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে গেলে পরিহিতার বয়োবৃদ্ধি সংকারে পরিচ্ছদ খর্ব্ব বোধ হইলে প্লেট গুলির বখেয়া খুলিয়া দিলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইবে। অতিরিক্ত যন্ত্র গুলি কলের সূচী-দণ্ডের সহিত সংলগ্ন করিবার সময় অতিরিক্ত থম স্ক্রু যোগে প্রেসার ফুট তুলিয়া কলের উপরিস্থ ফলকের ছিদ্র সহ টক্ মেকার আঁটিয়া কতিপয় নয়নসুক অথবা লংক্লথের ১গজ দীর্ঘ ৮ গিরা চৌড়া ফালীদ্বারা প্লেট রচনা অভ্যাস করিবে। অভ্যাস ভাল না হইলে পরিচ্ছদে তদ্রূপ প্লেট রচনা আরম্ভ করা উচিত নহে। একটী প্লেট সেলাই হইলে থম স্ক্রু খুলিয়া দ্বিতীয় প্লেটের ব্যবধান অনুসারে টক্ মেকার যন্ত্রটী দক্ষিণ দিকে সরাইয়া পুনরায় থম স্ক্রু আঁটিবে। প্লেট কত চৌড়া আবশ্যক তাহা যন্ত্রের গাত্র সংলগ্ন অপর একটী স্ক্রু দ্বারা করা যাইতে পারে।

এই গাত্রস্থ স্ক্রু বামে সরাইলে প্লেট সঙ্কীর্ণ ও দক্ষিণে সরাইলে বিস্তৃত বা চৌড়া হইবে।

ব্রেইডার—Braid অর্থ কার বস্ত্রের প্রান্তে অথবা তদ্দ্বারা কোন অক্ষর, অঙ্ক অথবা নক্সা সেলাই করা যায়। কার প্রেসার ফুটের মধ্য দিয়া বখেয়া হইয়া কাপড়ে আবদ্ধ করণ জন্য ছিদ্রযুক্ত একটী স্বতন্ত্র প্রেসার ফুট কলের সহিত পাওয়া যায়। সূচা-দণ্ডটী পশ্চাদ্বর্ত্তী উত্তোলনী যোগে সম্পূর্ণ উপরে তুলিয়া প্রেসার ফুট আঁটিবার স্ক্রুটী ঢিলা করিয়া প্রেসার ফুট খুলিয়া বাহির করতঃ তাহার স্থলে ছিদ্র যুক্ত প্রেসার ফুট প্রবিষ্ট ভাবে স্ক্রু আঁটিবে। তাহার পর ঐ ছিদ্র পথে কার প্রবিষ্ট ভাবে সেলাই আরম্ভ করিবে। বনাত, মখমল, সার্জ্জ, কাশ্মীরা প্রভৃতি স্থূল বস্ত্রেই কার বসান ভাল হয়। এক খান ৮×৮ গিরা বনাতের প্রান্তভাগে সরল রেখায় ও চতুষ্কোণে গোল কোণ সেলাই করিয়া মধ্যস্থলের নক্সা সেলাই করিবে। যাহারা এই কাজে সিদ্ধহস্ত তাহারা কোনরূপ আদর্শ না দেখিয়াও নক্সা সেলাই আপন মনের কল্পনা অনুসারে করিতে পারে, কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন চিত্র একখণ্ড টিনের উপর গঁদ অথবা লেই যোগে আঁটিয়া শুষ্ক হইলে ক্ষুদ্র বাঁটালী অথবা তদ্রূপ লৌহাস্ত্র দ্বারা কাটিয়া নমুনা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিৎ খড়িমাটী গঁদের জলে গুলিয়য়া নমুনার টীন খানি বস্ত্রের উপর স্থাপন করতঃ স্পঞ্জ, ব্রশ, অভাবে ন্যাকড়া যোগে, ঐ খড়িমাটী গোলা ঘষিয়া লাগাইয়া দিবে। শুষ্ক হইলে সেই চিত্রানুরূপ কার সেলাই করিবে। টীনের নমুনার চিত্র অতি সূক্ষ্ম না হয়, কার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেলাইএর উপযোগী বড় হওয়া উচিত।

হেমার—Hem হেম অর্থ মুড়ী সেলাই। চাদর বা পরিচ্ছেদের দাওনে পটীর ন্যায় মুড়িয়া হাতে তুরপাই সেলাই করাকে হেম্ করা বলে। বস্ত্রের প্রান্ত মুড়িবার জন্য চারিটী চারি মাপের হেমার কলের

সহিত পাওয়া যায়। মুড়ী যত চৌড়া হওয়া আবশ্যক সেই মাপের একটী হেমার কার বসানের সচ্ছিদ্র প্রেসার ফুটের পশ্চাতে অতিরিক্ত থম্ স্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া দিবে। লংক্লথ কাপড়ের ফালী দ্বারা মুড়ী সেলাই অভ্যাস করিবে। হেমার আঁটা হইলে উহার আবর্ত্তিত অর্থাৎ পাক দেওয়া চেপ্‌টা চোঙ্গের ভিতর বস্ত্র প্রান্ত প্রবিষ্টভাবে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে দুই চারিবার টানাটানি করিলেই মুড়ীর ভাঁজ পাড়িবে।

বাইণ্ডার—হেমারের ন্যায় আর এক প্রকার যন্ত্র থাকে, তাহাকে বাইণ্ডার বলে। হেমারের ন্যায় বাইণ্ডার অতিরিক্ত থম স্ক্রুযোগে সচ্ছিদ্র প্রেসার ফুটের সহিত আঁটিয়া দিবে। কোন পুরু কাপড়ের তৈয়ারী পরিচ্ছদের প্রান্ত ফিতা দ্বারা মুড়িয়া সেলাই করাকে বাইণ্ডিং বলে। ফিতার মুখ বস্ত্রের প্রান্তে হাতে খিলিয়া দিলেই ভাল হয়। তাহার পর সেলাই আরম্ভ হইলে ফিতাটী এমন ভাবে ধরিবে, যেন মোড়াই সর্ব্বত্র সমান হয়। সেলাই অতি লবে অথবা অধিক খাশে হইলে প্রেসার ফুটের পার্শ্ববর্ত্তী থম্ স্ক্রু ঢিলা করিয়া উপযুক্ত লবে সেলাইএর উপযোগীরূপে আঁটিয়া দিবে।

কুইল্‌টীং—Quilt কুইল্ট অর্থ লেপ বা রাজাই। লেপ সেলাই জন্য বরফীর মত চতুষ্কোণ যে ঘন ঘর সেলাই করা হয় তাহাকে কুইল্‌টিং বলে। তুলা ভরা লেপ অথবা তদ্রূপ পুরু কোমল ইস্ত্রিযুক্ত কাপড়ে কুইল্‌টিং ভাল হয়। একটী দণ্ড ও রেখা প্রদর্শক বক্রমুখ যুক্ত যন্ত্রটীকে কুইল্টার বলে। উহা সচ্ছিদ্র প্রেসার ফুটের পশ্চাতে অতিরিক্ত থম্ স্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া রেখা যত ব্যবহিত হওয়া প্রয়োজন তদনুসারে বক্রাগ্র সূঁচ হইতে দূরে অথচ নিকটে সরাইয়া সেলাই আরম্ভ করিবে। কোণাকোণিভাবে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ সেলাই হইলে পরে বরফীর মত চতুষ্কোণ করণ জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সেলাই আরম্ভ করিবে। ৬ হাত

দীর্ঘ ২॥০ কি ৩ হাত প্রস্থ লেপের কোণাকোণি প্রথম সেলাইটী সরল রেখায় হইলে পর পরবর্ত্তী সেলাই বক্রাগ্র দ্বারা সরল ভাবে হইবে। প্রথম সেলাই সরল রেখায় করণ জন্য কাপড় ছোট হইলে মধ্যে ভাঁজ দিয়া, অথবা রুল করিয়া দাগ করিবে কিন্তু বড় কাপড় বালাপোষ প্রভৃতি হইলে খড়ি মাটী গঁদের জলে গুলিয়া মোটা সূতায় মাখাইয়া কোণাকোণি প্রথম দাগটী করিয়া ক্রমে তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী সেলাই করিবে।

এই পর্য্যন্ত সেলাইএর যন্ত্রগুলি কলের সহিত পাওয়া যায়, ইহার অতিরিক্ত সরু বা কুট হেমার, রফ্লার, পফিং রফ্লার, শায়ারিং রফ্লার, লেস-হেমার এবং ফেলার নামক ছয়টী অতিরিক্ত যন্ত্র স্বতন্ত্র মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়।

কুট হেমার—ইহাদ্বারা কামাজের দাওনে মুড়া সেলাই করা হয়। ইহা একটা প্রেসার ফুট, মুখে মোড়াই জন্য ও সূঁচ প্রবেশ জন্য ছিদ্র থাকে। সাধারণ প্রেসার ফুট খুলিয়া তাহার স্থলে সরু হেমার আঁটিয়া প্রথমে পৃথক ফালী দ্বারা হেম সেলাই অভ্যাস করিবে। বেশী কাপড় মোড়াই হইলে হাত নীচু করিয়া ঈষৎ বাম ভাগে সরাইবে। কম কাপড় মোড়াই হইলে হাত ঈষদুচ্চভাবে দক্ষিণদিকে সরাইবে।

রফ্লার—সাধারণ প্রেসার ফুটটী খুলিয়া তাহার স্থলে রফ্লারের ছিদ্রযুক্ত মুখ প্রবিষ্টভাবে থম স্ক্রু আঁটিয়া দিবে, এবং উহার উন্নত মুখ অর্থাৎ কনেক্টিং লেভার বা যোজকপ্রান্ত নিডল-ক্ল্যাম্প বা সূচী-আবদ্ধকসহ আঁটিয়া দিবে।

রফল্ অর্থ চুনট করা—যে কাপড় চুনট করিতে হইবে তাহার যন্ত্রের তলায় সেপারেটার বা পৃথককারক প্লেট এবং রফ্লিং ব্লেড্ অর্থাৎ চুনটকারক অংশের মধ্যে প্রবিষ্টভাবে সূঁচের নিম্নবর্ত্তী দাঁতের উপর

স্থাপনান্তে সেলাই আরম্ভ করিলেই চুনট হইয়া মধ্যে বখেরা পড়িতে থাকিবে। চুনটের কুচা অর্থাৎ কুঞ্চিত অংশের ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্ত্বতা সাধন জন্য নিডল ক্ল্যাম্পে সংবদ্ধ রেগুলেটিং নট্ নামক পেঁচ ঘুরাইলে কুচী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়। ক্ষুদ্র বখেরা দ্বারা সরু কুচা এবং বৃহৎ বখেরা দ্বারা বড় কুচী প্রস্তুত হয়। বাজে কাপড়ের ফালা দ্বারা চুনট বা রফ্লিং অভ্যাস করিবে।

কাপড় চুনট সেলাই ভিন্ন রফ্লার সংবদ্ধ অবস্থায় কল কদাচ চালাইবে না।

পফিং-রফ্লার—ইহাদ্বারা বস্ত্রের প্রান্ত স্ফীতভাবে চুনট হইয়া থাকে। যে কাপড় দ্বারা পফ্ অর্থ ফুলা প্রস্তুত করিবে তাহা মাপ মত লইয়া মুড়া সেলাই করিয়া পরে রফ্লারে সেলাই করিবে। এক প্রান্ত সেলাই হইলে অপর প্রান্ত আরম্ভ করিবে। বখেরার দূরত্ব দ্বারা [illegible] লেভারের পেচ ঘুরাইয়া পফিং সেলাই হইয়া থাকে।

রফ্লার-শায়ারিং—শায়ার অর্থ প্রদেশ বা দেশের [illegible] ভিন্ন অংশ। কাপড়ের উপর ঐরূপ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বড় চুনট বা পফ্ সেলাই করা যায়। পূর্ব্ব কথিত মত রফ্লার আঁটিয়া সমান দূরত্ব অনুক্রমে সেলাই করিবে।

লেস হেমিং—প্রত্যেক বস্ত্রের প্রান্তে একবারেই মুড়া সেলাই ও তৎসহ লেস সেলাই হইবার জন্য ফুট হেমারের মত একটী প্রেসার ফুট আঁটিয়া মোড়াই স্থানে বামহস্ত এবং সূঁচ প্রবেশের কাটাস্থানে লেস প্রবিষ্টভাবে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া সেলাই করিতে হয়। দৃঢ় অভ্যাস ব্যতীত একাজে সিদ্ধ হস্ত হওয়া যায় না।

ফেলার—ফেল অর্থ দুইখণ্ড কাপড় একত্রে যোড়া সেলাই। অতি বৃহৎ চাদর, সামিয়ানা, ও তাঁবু, কানাত প্রভৃতির পাট পরস্পর

ঘুড়িবার পক্ষেই সুবিধা, ক্ষুদ্র কাজে প্রায় প্রয়োজন হয় না। দুই পাট হাতে সমানে ধরিয়া উত্তম যোড়া সেলাই জন্য দৃঢ় অভ্যাসের আবশ্যক, নচেৎ যোড়া কম-বেশ হইবে। ফেলার বস্তুটী ফুট হেমারেরই রূপান্তর মাত্র।

কলে সেলাইএর প্রায় সমস্ত কথাই বলা হইল। আর একটী কথা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রেসার ফুট নামক চাপিবার অংশটীর মাথায় একটী বেষ্টন পেঁচ আবদ্ধ দৃষ্ট হইবে। উহার নিম্নে চাপ-দণ্ডের গাত্রে একটী তারের স্প্রিং পরান আছে। বেষ্টন পেঁচটী দক্ষিণে ঘুরাইলে বসিবে, বামে ঘুরাইলে উঠিবে। বসিলে স্প্রিং সঙ্কুচিত হইবে, উঠিলে বিস্তৃত বা ব্যাপক হইবে। সঙ্কুচিত হইলে বলবৃদ্ধি হেতু চাপ বেশী পড়িবে, বিস্তৃত হইলে স্প্রিং ঢিলা হওয়াতে বল হ্রাস হেতু চাপ কম হইবে। এক্ষণে জানিতে হইবে যে সরু কাপড়ে কম চাপ ও খুব পুরু কাপড়ে বেশী চাপ না পড়িলে নিম্নস্থ দাঁত কাপড় ভাল টানিবে না সরু কাপড়ে বেশী চাপ পড়িলে দাঁতের টানে ছিঁড়িয়াব ভয় আছে, পুনরায় স্থূলবস্ত্রে কম চাপ পড়িলে সেলাই সটান হইবে না, এজন্য কাপড়ের অবস্থানুরূপ উপরের বেষ্টন পেঁচ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চাপ হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। কল ভাল না চলিলে, সূতা কাটিলে নিজে কলের যোগাযোগের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া নিকটবর্ত্তী সিঙ্গার কোম্পানীর আপিসে কলটী উত্তমরূপে সারাইয়া আনাইবে।

পরিশিষ্ট।

সেলাই সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বর্ণন ও চিত্রাদি দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষণে কতিপয় বিশেষ কথা বলিয়া আমরা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিব।

সূচীরক্ষণ—কলের ও হাতে সেলাই করিবার সূঁচ অনেক সময়ে যত্নাভাবে মরিচা ধরিয়া নষ্ট হয়, বিশেষতঃ বর্ষার সময় বায়ুতে অম্লজানের আধিক্য বশতঃ লৌহ-দ্রব্য মাত্রই শীঘ্রই কলঙ্কিত হইয়া উঠে। কলঙ্ক ধরিলেই সূঁচ আর টিকেনা, পট্ পট্ ভগ্ন হইতে থাকে, অধিকাংশ সূঁচেরই ডাগা বা তীক্ষ্ণাগ্র মরিচা ধরাতে ভোঁতা হইয়া সেলাইএর পক্ষে অযোগ্য হয়। এই অসুবিধা নিবারণ জন্য সূঁচগুলি রক্ষণপক্ষে যত্নবান হওয়া উচিত। একটী ১ ড্রাম টিউব শিশি বাতি চূর্ণ পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে সূঁচ গুলি উদ্ধমুখ ভাবে ভরিয়া কাক দৃঢ়াবদ্ধ ভাবে রাখিলে সূঁচ মরিচা ধরেনা। যে পাথুরে চূণ পানে খায় তাহাকে কলি চূণ, ইংরাজীতে Quick lime কুইক্ লাইম্ বলে। এই চূণ জলে দিলে স্ফীত হইয়া উঠে, তখন এমারতের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যতক্ষণ শুষ্কাবস্থায় থাকে ততক্ষণই কলি চুণ এবং জলে দিলে ফুলাচুণ নামে অভিহিত হয়। বাতির গুঁড়ার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম কলি চূণ চূর্ণ যোগে সূঁচগুলি কাগজের মোড়কে উত্তমরূপে প্যাক করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল অকলঙ্কিত ভাবে থাকিবে।

কাঁচী ও সেলাইএর কলের উপযন্ত্রাদি নিষ্কলঙ্ক রাখিতে হইলে মৎ প্রণীত শিল্পী নামধেয় পুস্তকের পরিষ্করণ ও রক্ষণ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চুনটকরণ—সরু পেসুজ দিয়া সুতা টানিয়া চুনটকরণ সময় সাপেক্ষ, অথচ অতি সূক্ষ্ম চুনট প্রায় হয় না। দর্জীরা কামীজের পিঠ, কফের অংশ, শেমিজের গলার অংশ, ফ্রিল্ প্রভৃতি ঘিলা যোগে চুনট করে। ঘিলার চুনট যথেচ্ছা সরু হইতে পারে। একটী গোল বড় ঘিলা সংগ্রহ করিয়া তাহার ঠিক মধ্যস্থলে ১ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট অর্থাৎ একটা পয়সা চাপিয়া ধরিয়া ইলিস পীন অথবা লৌহ কিলক দ্বারা চতুর্দ্দিকে দাগ করিয়া ধারাল ছুরী দ্বারা সাবধানে দাগে দাগে ঘিলার খোলাটী গোলাকারে কাটিয়া অভ্যন্তরস্থ শাঁস খুঁড়িয়া কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। একটী মাদুর অথবা জিন কাপড় আবৃত সিলি বোর্ড বা লাবরোদের উপর একখণ্ড লম্বা নয়নসুকের ফালীর এক প্রান্ত (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ঘিলার গোল গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট ভাবে) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ঘিলাটী সবলে বস্ত্রখণ্ডসহ অগ্রভাগে ঠেলিলেই চুনট হইতে থাকিবে। প্রথমেই চুনট ভাল হইবে না। ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধহস্ত হইলেও তিন চারিবার উপর্য্যপার চুনট করিলেই ইচ্ছানুরূপ উত্তম সরু চুনট হইবে।

ছাতার উপরের আবরণের ফ্রিল্ অর্থাৎ ঝালর, বালিসের আবরার ঝালর, মসারীর ঝালর, প্রভৃতি এই ঘিলার চুনট দ্বারাই শীঘ্র ও উত্তম হয়। তবে পুরু কাপড়ের অথবা রেসমী সাটীন প্রভৃতির ঝালর পেসুজ দ্বারা সময়ব্যবহিত ঘরে ঘরে চুনট করাই ভাল।

সাধারণ মন্তব্য—(১) কাপড় কাটিবার সময় যদি উহা জীন ও সার্জ্জ কাপড়ের মত সদর মফস্বল হয়, কিম্বা ছিঁট কাপড় মাত্রেই সদর দিক ভিতরে রাখিয়া ভাঁজ করিয়া কোণাকোণি টানিয়া জমাইয়া মাপ অনুসারে দাগ করিবে। দাগ সর্ব্বত্র দেওয়া হইলে সেলাইএর হক রাখিয়া কাটিবে।

(২) প্রত্যেক ভাঁজ করা কাপড়ই কাটিবার সময় বাম দিকের

প্রান্ত হইতে কাটা আরম্ভ করিবে। কদাচ বাম দিকে কাপড় রাখিয়া হস্তের দক্ষিণ দিক হইতে কাটিবে না। দক্ষিণ দিকে কাপড় রাখিয়া বাম দিক হইতে কাটিতে আরম্ভ ক'রলে বামহস্ত মুক্ত থাকাতে কোন স্থানে ধরিবার প্রয়োজন হইলে ধরা সহজ ও সুবিধা জনক হইবে। তবে কলার প্রভৃতি অপ্রশস্ত অংশ যদি বাম হস্তে তুলিয়া ধরিয়া কাটিতে হয়, তেমত স্থলে কচিৎ দক্ষিণ দিক হইতেও কাটা যায়। কাটিবার সময় ভাঁজ করা কাপড় ঘুরাইয়া চতুর্দ্দিক কাটা সুবিধা জনক নহে, কর্ত্তক নিজে ঘুরিয়া কাটাই সহজ। অতি বৃহৎ কাপড় যাহা ঘুরাইবার উপায় নাই তাহা যেরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটিতে হয়, সেইরূপে কাটা অভ্যাস করিবে। অতি ক্ষুদ্র কাপড় ঘুরাইয়াও কাটা যায়।

(৩) খিলনী ও পেসুজ সেলাই কাপড় কাটার মত বাম দিক হইতে আরম্ভ করিতে হয়, কিন্তু তুরপাই দক্ষিণ দিক ভিন্ন সেলাই হইতে পারে না। বখেয়া, জিঞ্জরা প্রভৃতিও বাম দিক হইতে আরম্ভ করিবে। সেলাই কালীন বাম হস্ত কাপড় ধরিবার জন্য নির্ম্মুক্ত থাকা উচিত। রেসম প্রভৃতি মূল্যবান কাপড় পেসুজ কালীন কোন এক পাট কম বেশী প্রায় হয়, এজন্য পান দ্বারা অথবা খিলনা করিয়া দুই পাট সমান ভাবে পেসুজ, বখেয়া প্রভৃতি করিবে।

(৪) অনেক ক্ষণ ক্রমাগত সেলাই করিলে হাত ঘামিয়া, কাপড়ের মাড় লাগিয়া ময়লা হইয়া উঠে, এজন্য শুভ্র বস্ত্র সেলাই কালীন মধ্যে মধ্যে হাত ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। সেলাই কালীন কলের তৈল লাগিয়া, অথবা হাতের ময়লায় কাপড় যেন অপরিষ্কৃত না হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। অনেকের কুঅভ্যাস সেলাই কালীন দাঁতে সূতা কাটে! শক্ত সূতা হইলে কাঁচী দ্বারা সূত্র কাটাই সদযুক্তি, তদ্ভিন্ন সেলাই করা বস্ত্র সহ সূতা দাঁতে কাটা অসভ্যতা।

(৫) পরিচ্ছদের সেলাই শেষ হইলে ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত খিলনীর সূতা, কলের সেলাই করা সূতার উদ্বর্ত্ত অংশ ক্ষুদ্র কাঁচী দ্বারা ক্রমে কাটিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবে। যদি ইস্ত্রী করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ ঝাড়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছদের উপর ড্রমক্রক দিয়া ইস্ত্রী করাই নিরাপদ। ইস্ত্রী করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত ইস্ত্রীটী মাটিতে ও থলেতে ঘষিয়া পালিসবং সুপরিষ্কৃত করিয়া লইবে। ইস্ত্রী যতই মার্জ্জিত ও মসৃণ হইবে; ইস্ত্রী করাও ততই শীঘ্র ও সুন্দর হইবে।

(৬) কাপড় ভাঁজ ও পাট করিতে শিখিতে হয়। ধোপা ধৌত বস্ত্র ইস্ত্রী করিয়া এক প্রকারে পাট করে, এবং দর্জ্জী অন্য প্রকারে পাঠ করিয়া থাকে। কোট, প্যাণ্টলুন, কামীজ প্রভৃতি প্রত্যেক পরিচ্ছদের ভাঁজ পৃথক পৃথক। দর্জ্জীর ভাঁজ দেখিয়া শিক্ষা করাই সহজ, তবে কথা এই, ভাঁজ অন্তে কাপড়টী বাক্সে রাখিবার যোগ্য প্রায় চতুষ্কোণ, আস্তিন ভিতরে থাকা রূপে ভাঁজ করিতে হয়।

(৭) প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সাদা কাপড়ে কোনরূপ রঙ্গীন সূতা দিয়া পেসুজ, তুরপাই, বখেয়া প্রভৃতি অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে নিজের সেলাইএর দোষাদোষ নিজেই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং সংশোধনের ও উন্নতির প্রয়াসী হইতে পারিবে। কেহই স্বকৃত কার্য্যের নিকৃষ্টতা ভাল বাসেনা। আমার হাতের লেখাটী খারাপ হউক, সেলাইটী বিশ্রী, ছবিটী কুৎসিত হউক এরূপ ইচ্ছা কেহই করেনা, সকলেই আপনার কাজটি ভাল হয়, এই বাসনা করে। কোন্ সেলাই কিরূপে করিতে হয় তাহার পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক এক একটী উত্তম সেলাইএর আদর্শ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া অনুকরণ ও অভ্যাস করিতে দিলে দেখা যাইবে, প্রায় অনেকেই যত্ন ও শ্রম দ্বারা নিজের সেলাইএর উন্নতি করিয়াছে।

পেসুজ, তুরপাই, ও বখেয়ার ঘর অর্থাৎ প্রত্যেক ফোঁড়ের দূরত্ব প্রথমে প্রতি ইঞ্চে ৬ হইতে ১০, তাহার পর ৮ হইতে ১৮, পরিশেষে ১২ হইতে ১৮ ঘর হইলেই হাত তৈয়ারী হইবে। অতএব সাদা জমীনে রঙ্গীন লাল, কি কালো সূতা দ্বারা শিক্ষা ও অভ্যাস করিবে।

(৮) একাধিক অংশ পরস্পর যোজনা সময়ে দরজ কত চৌড়া, গাহতম (গো পুচ্ছ) বা সর্ব্বত্র সমান হইবে জানিয়া তদনুরূপ দুই পাট (যদি পেসুজ তুরপাই অথবা খিলনী ও কলের বখেয়া করিতে হয়) খিলনী কালীন দরজের চৌড়া অনুসারে বাম পাট বড় ও দক্ষিণ বা উপরের পাট ১ ধান হইতে ৩ ধান কম করিয়া খিলিবে। পেসুজও ঐ হিসাবে উপরের পাটের প্রান্ত বা কিনারা হইতে ১ হইতে ৩ ধান ব্যবধানে করিতে হয়, তাহা হইলে সেলাই থাকা সত্ত্বে কাপড়ের সূতা খুলিবে না।

(৯) সেলাই কালীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কোন ক্রমেই যেন নোংরা, বিশ্রী, দাগ লাগা না হয়। কাপড় কাটা হইতে ও সেলাই অন্তে ইস্ত্রী করা পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হইলেই "অভ্যাস জায়তে সিদ্ধি" গুণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

(১০) কাপড় কাটা প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ কাপড় টানা, জমান, ভাজ দেওয়া, মাপ মত দাগ দেওয়া ও পরিশেষে কাটা বারংবার মনোযোগের সহিত দেখিলে একটী অভিজ্ঞান জন্মিবে। পুরু রকম অতি বৃহৎ আকারের প্যাকিং কাগজ দ্বারা নমুনা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে মাপ লিখিয়া রাখিতে হয়। এই নমুনা অপেক্ষাকৃত পাতলা কাগজের উপর ফেলিয়া দাগ করিয়া কাটিয়া অভ্যাস করিতে হয়। কাপড় কাটিয়া নষ্ট করিয়া শিক্ষা ও অভ্যাস করা অপেক্ষা কাগজ কাটা সুলভ। সর্ব্বাপেক্ষা ছাতার কাপড় কাটা অতি সহজ। প্রথমে একটী পুরাতন

ছাতার কাপড় খুলিয়া যদি ছাতাটী আটতাড়ী হয় তাহা হইলে উহার আটটী পাট পৃথক করিয়া একটীর সমান আকারের পুরু কাগজের নমুনা কাটিয়া তাহা সমান সটানে বিস্তৃত দীর্ঘ কাপড়ের উপর ফেলিয়া একবার ত্রিভূজটী সম্মুখে, আর একবার বিপরীত ভাবে দাগ করিয়া দেখিবে কত বহরের কত গজ কাপড় আবশ্যক, তাহার পর দাগ মর্ত সরল রেখায় কাটিবে।

(১১) সর্ব্বাপেক্ষা কাজঘর প্রস্তুত ভালরূপে অভ্যাস করিবে। ১৬০ নম্বরের আলেক্‌জাণ্ডার গুলি সূতা দুই থাই পাক দিয়া টুইষ্টের অনুরূপ করিয়া তাহা দ্বারা কাজঘর প্রস্তুত অভ্যাস করিবে, তাহার পর হাত তৈয়ারী হইলে টুইষ্ট দ্বারা কাজঘর প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইবে। পাকান সূতা একটু লেই, মাড় অথবা গঁদ দ্বারা মাজিয়া লইলে আর কুঞ্চিত হইবে না, সোজা থাকিবে। কাজের মুখে ডুরী ভরিয়া বাঁধিতে পারিলেই কাজ উত্তম হয়।

(১২) বেঞ্জী কত প্রকারে, কোন স্থানে কিরূপ ভাবে বসাইতে হয়, সুতী ও গরম কাপড়ে কিরূপ সেলাই করিতে হয়, শিক্ষকের নিকট জানিয়া লইবে।

উলের কার্য্য।—অনেকে উলের কার্য্যকেও সীবনের এক অঙ্গ মনে করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। উল উণ বা ঊর্ণা শব্দের অপভ্রংষ্ট। ইহা বোনা হয়, সেলাই হয় না। উলের মোজা বোনা, কম্ফার্টার বা গলাবন্দ, টুপী প্রভৃতি বোনা হয়, সুতরাং বয়ন কার্য্য সেলাইএর অঙ্গীভূত বিষয় নহে। ইংরাজীতেও উলের কার্য্যকে knitting নিটীং বলে, উহার অর্থ বয়ন বা বোনা। উলের কার্য্য দ্বারাও বিলাতে অনেক অবীরা নিঃস্ব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা নিজেদের উদরের অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে। বিলাতে কোন কার্য্যই প্রায় ক্লেহ হাতে করে না, প্রায় সমস্ত কার্য্যের জন্যই কল বা যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। উলের কাজের জন্যও

সেলাইএর কলের মত নিটীং মেশিন প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু কল অপেক্ষা হাতের কার্য্য টঁ্যাকসই হয়, এ জন্য হাতে তৈয়ারী জুতা, মোজা, এমন কি হাতে তৈয়ারী কাগজেরও আদর অধিক ও মূল্যও অধিক। হাতে তৈয়ারী এক জোড়া ফুল মোজার দাম ৪৲, হাফ মোজা ২৷৷৹ টাকা, কিন্তু কলের মোজা পশমী ফুল ১।৹, হাফ ৸৹ আনা মাত্র।

মোজা বুনিবার জন্য দুইটী ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ মসৃণ শলাকার প্রয়োজন। কেহ ঐ শলাকা গজদন্তের, লৌহের, অভাবে বাঁশের তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করে। শলাকাদ্বয়ের অগ্রভাগে উলের এক প্রকার পেঁচ পড়াইয়া শালাকার একটীর গাত্রে ক্রমে সাজাইতে হয়। কম্ফার্টারও ঐরূপেই দুইটী শলাকা দ্বারা বুনিতে হয়। এই পেঁচ পড়া নানা প্রকারে হইতে পারে। এক প্রকার সোজা পেঁচ, অপর প্রকার রিব্‌ড। ইংরাজী রিব্‌ অর্থ পঞ্জরাস্থি। পাজরের অস্থি যেমন এক একটী উচ্চ, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উচ্চ পেঁচ বিশিষ্ট বোনা মোজা। টুপীও নানা প্রকারে উক্ত শলাকা দ্বয়ের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গেঞ্জী শব্দ ইংরাজী Gauze গজ শব্দের অপভ্রষ্ট মাত্র। প্যালেষ্টাইন নামক স্থানের Gaza গজা নগর হইতে রেসমের সচ্ছিদ্র যে বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহাই উক্ত নগরের নামানুসারে গজ নামে অভিহিত হয়। ঐরূপ সচ্ছিদ্র পাতলা উর্ণা বস্ত্রকে অধুনা গজ ফ্লানেল বলে। উল দ্বারা উক্তরূপ সচ্ছিদ্র যে হাত কাটা অঙ্গরক্ষা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম বেনিয়ান। এই বেনিয়ানকেই আমরা গেঞ্জী বলিয়া থাকি। মোজা বোনার ন্যায় গেঞ্জীও দুইটী শলাকা দ্বারা বোনা হইয়া থাকে।

উল দ্বারা কানভাস নামক চতুষ্কোণ ফাঁক ঘর বিশিষ্ট কাপড়ে জুতার উপরের আবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল এই জুতা প্রস্তুত কার্য্যেই সূঁচের প্রয়োজন হয়। একটী কাঠের ফ্রেমের সহিত কানভাস

খণ্ড চতুর্দ্দিকে বড় বড় পেসুজ সদৃশ সেলাই করিয়া সটান বিস্তৃত ভাবে আটকাইয়া পায়ের মাপ অনুসারে নমুনা দৃষ্টে জুতার আবরণ কানভাসের প্রত্যেক ঘরে ঘরে নানা বর্ণের উল দ্বারা সেলাই করিতে হয়। কোণাকোণি ভাবে দুইটী করিয়া পেঁচ পড়া সেলাই করিলে ভাল হয়। জুতার নানা বর্ণের ছাপার নক্সা কাগজ বিক্রয় হয়, তাহা ক্রয় করিয়া তদনুসারে ঐ সকল বর্ণের অনুরূপ উল দ্বারা কানভাসের ঘরগুলি পূর্ণ করিতে হয়। নমুনা অভাবে স্বয়ং নমুনা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। একখণ্ড খুব পুরু ফুলস্ক্যাপ কাগজের উপর কানভাসের ঘরের সমান ব্যবধানরূপে সরু কলমে কালী দ্বারা কসী টানিয়া লইবে। এক সারি দার্ঘ ও তদুপরি একসারি প্রস্থ ভাবে সমানে কসী টানিলেই কানভাসের অনুকরণ করা হইবে। তাহার পর মুচীর তৈয়ারী পম্প্ শু নামক জুতার উপরের আবরণ তুল্য কসীটানা কাগজে দাগ করিয়া তুলী দ্বারা নানাবর্ণ ঘরে ঘরে অঙ্কিত করিয়া গোলাপ ও অন্যান্য সুদৃশ্য পুষ্পের পত্র, কোরক, লতা, বিকশিত ফুলের নক্সা প্রস্তুত করিবে। কোন চিত্রকর দ্বারা এই নক্সা অতি উত্তম অঙ্কিত ও রঞ্জিত হইবে। তখন ঐ নক্সা দেখিয়া ঘর গণিয়া নানা বর্ণের উল দ্বারা অনুকরণ করিলেই জুতা প্রস্তুত হইবে।

বঙ্গের অনেক স্ত্রীলোক কানভাসে উল দ্বারা সুন্দর আসন প্রস্তুত করেন: ইহারও আদর্শ হইলে অনুকরণের সুবিধা হয়। এক খানি আসন দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কি প্রকারে উহা সেলাই করা হইয়াছে। উল দ্বারা নানা প্রকার ফুল, ঝালর, আবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া শিক্ষা করা যাইতে পারে। উল দ্বারা আসন সেলাইএর মত নানা ছবি আঁকা যাইতে পারে। অক্ষর, নাম, ধাম লেখাও অসাধ্য ব্যাপার নহে।

কলাবত্তু।—অর্থ জরীর দ্বারা পরিচ্ছদে এবং বস্ত্রের উপর অঙ্ক অক্ষর, চিত্র বিচিত্র লতা, পুষ্প, পত্রের নক্‌সা প্রস্তুত করা। জরীর সাচ্চা ও ঝুটা দুই প্রকার সূত্র পাওয়া যায়। সাচ্চা অর্থ চাঁদীর সূত্রের উপর সোণার পাকা গিল্টী এবং ঝুটা অর্থ তামার সূত্রে চাঁদীর ও সোণালী গিল্টী। পূর্ব্বে জরী ভারতেই প্রস্তুত হইত, কিন্তু অধুনা বিলাতী জরী সুলভ হেতু তাহাই সমধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। জরীর ফিতাও নানা প্রকারের পাওয়া যায়, তত্তাবতের সাধারণ নাম গোটা, স্থান বিশেষে বাদলা বলে। ইহাও হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা ওড়নার হাঁসিয়া রূপে ব্যবহার করে, তদ্ভিন্ন টুপী ও পরিচ্ছদেও ব্যবহৃত হয়।

কলাবত্তু বা সলমার কাজ অতি সুন্দর, তজ্জন্য ইহা সুনৈপুণ্যের কার্য্য। আদর্শ দৃষ্টে অনুকরণ করা যাইতে পারিলেও সাধারণ দর্জীরা কলাবত্তুর কার্য্য করিতে পারে না। এক শ্রেণীর দর্জীরা সাধারণ সেলাই প্রায় জানে না, কিন্তু তাহারা কলাবত্তু বা সলমার কার্য্যে সিদ্ধ হস্ত। কোন আদর্শ না দেখিয়া আপন মনে অতি চমৎকার চিত্র বিচিত্র নক্‌সা সেলাই করিতে থাকে। বিলাতি কোন কোন দর্জী হিন্দুস্থানী কারিগরের নিকট এই কার্য্য শিক্ষা করিয়া স্বদেশে উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেও একাজে হিন্দুস্থানী, কাশ্মীরী, কাবুলী প্রভৃতিরাই বিশেষ দক্ষ। কলিকাতার বড় বাজারে যে সকল কাবুলী দর্জী স্বদেশীয় সৌখীন লোকের মূল্যবান মখমলের পোষাক, সিনাবন্দ, টুপী প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহাতে সাচ্চা জরীর নানা চিত্র দৃষ্ট হয়। র‍্যাঙ্কীন কোম্পানীর সুবৃহৎ সেলাইএর কারখানাতে হিন্দুস্থানী রাজা, মহারাজ, নবাব, বেগম, আমীর লোকের যে সকল বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়, তাহা হিন্দুস্থানী দর্জীদিগেরই কলাবত্তুর বিশেষ নৈপুণ্যতার পরিচয়, তবে মেমেরাও কেহ কেহ কলাবত্তুর কার্য্য জানেন।

পুস্তকে লিখিত উপদেশ অপেক্ষা ওস্তাদের নিকট এই কার্য্য শিক্ষা করাই সুবিধা জনক। সলমার কাজে একপ্রকার ক্ষুদ্র গোল মধ্যে একটী ছিদ্রযুক্ত দ্রব্যগুলিকে চুম্‌কী বলে। ইহাও সাচ্চা ও ঝুটা দুই প্রকারই পাওয়া যায়।

কলাবত্তু ও রেসমের কার্য্যে ট্যাসেল ও জুব্বা প্রস্তুত ব্যবহৃত আছে। রেসমের সরু কার দ্বারা প্রথমে ট্যাসেলের নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া পরে ক্ষুদ্র জুব্বা বসাইয়া দিতে হয়। টুপীতে (তুরকী মুসলমানের ব্যবহৃত লাল টুপীতে এবং সাহেবদিগের ইভনিং ক্যাপ অর্থাৎ সান্ধ্য টুপীতে) এক গুচ্ছ রেসম শিখার ন্যায় লম্বিত থাকে, হিন্দীতে তাহাকে জুব্বা বলে। এই জুব্বা প্রস্তুত করিতেও কিছু নৈপুণ্যের প্রয়োজন আছে। একখণ্ড হালকা কাষ্ঠ নির্ম্মিত কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত গোল দাবার বড়ের ন্যায় খণ্ডের উপর রেসম গুচ্ছ প্রথমে বিপরীত ভাবে দৃঢ় বন্ধন করিয়া উল্টাইয়া উপরে আর একটী বন্ধন করিলে জুব্বা স্ফীত কলেবরে প্রায় ৬ ইঞ্চ দীর্ঘরূপে ঝুলিতে থাকে। কাষ্ঠাভাবে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র খণ্ড দ্বারাও ভিতরের বড়ের মত একটা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রেসমের গুচ্ছ আবদ্ধ করে। জুব্বা টুপীর একটা শোভা বিশেষ, তদ্ভিন্ন উহা দ্বারা অন্য কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না।

যাহা হউক সেলাইএর কার্য্যে বিলাতি, হিন্দুস্থানী, কাশ্মীরী নানা দেশীয় সুদক্ষ দর্জীর তৈয়ারী পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখিয়া ক্রমে তাহার অনুকরণ করাই শিক্ষার সহজ উপায়। একটী বিলাতি মূল্যবান ড্রেসিং কোট সর্ব্বাঙ্গ খুলিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উহার কোন স্থানে কিরূপ সেলাই করা হইয়াছে, তখন তদ্দৃষ্টে যে অভিজ্ঞান জন্মিবে তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেলাই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই আমরা স্থূলতঃ ব্যাখ্যা করিলাম। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই

যথেষ্ট। এতদূর পর্য্যন্ত হাতে কর্ম্মে শিখিতে পারিলে স্বয়ং পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

শিক্ষার্থী এই পুস্তকের লিখিত অভিজ্ঞান সহ কোন ভাল কারখানায় কিছু দিন শিক্ষানবীস রূপে কারিগরদিগের কার্য্য প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলে বুঝিতে পারিবেন, এতল্লিখিত প্রত্যেক কার্য্যই দৃঢ় অভ্যাস সাপেক্ষ। বাস্তবিক সেলাইএর কার্য্যে অভ্যাসই মূল। সূঁচ ধরিয়া সেলাই করিতে বসিলেই ভাল সেলাই করিতে পারা যাইবে না। পেসুজ, তুরপাই, বখেয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটা ক্রমে মাসাবধি চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে হাত তৈয়ারী হইবে, তখন সুপটু দর্জীর হাতের সেলাইএর সহিত নিজের সেলাই মিলাইয়া দেখিলেই নিজের দক্ষতার ব্যুৎপত্তি ও উপলব্ধি জন্মিবে। এ কার্য্যে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বিশেষ প্রয়োজন, ভাল সেলাই হইবে না ভাবিয়া হতাশ, বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া ত্যাগ করিতে হইবে না, তখন মনে করিতে হইবে "অভ্যাস জায়তে সিদ্ধি" শতবার অভ্যাস করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে, শৈশবে ৬।৭ বৎসর বয়সে সেলাই শিখিতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি বৎসর বয়সে পাকা দর্জী, ত্রিংশৎ বৎসরে পাকা ওস্তাগার হয়, তবে তাহারা অধিকাংশই নিরক্ষর। শিক্ষিত ব্যক্তি অতি কম পাঁচ বৎসর শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে যদি কৃতী হইতে পারেন, সে কার্য্য পাঁচ মাসে, পাঁচ দিবসে, কেহবা পাঁচ মিনিটে শিখিয়া ফেলিবেন এতটা সহজ কাজ মনে করিবেন না। সেলাই কলা বিদ্যার একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ইহা দ্বারাই জন সমাজের সৌষ্ঠব ও সভ্যতা বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য জগতে সীবন স্ত্রী-শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য বিশেষ অঙ্গ। প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়েই সীবন সর্ব্ব নিম্নস্থ শিশু শ্রেণী হইতে বালিকা সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের শিক্ষা বিভাগ

হইতে প্রচারিত সীবন-শিক্ষার নিয়মাবলী অনুসারে যে শ্রেণীতে যে পরিমাণ সূচিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষার্থীর জ্ঞাতার্থ নিম্নে বর্ণিত হইল।—

শিশু শ্রেণী।

১। সূচী, ও বয়ন শালাকা ধারণ ড্রিল। ড্রিল অর্থ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অভ্যাস। ইহা পাঁচ মিনিট স্থায়ী। সূচী ও বয়ন শলাকা ধারণ সম্বন্ধে প্রথম পাঠ।

২। ঢিলা বোনা ক্যালিকো কাপড়ে তুরপাই, পেসুজ, রঙ্গীন সূতার বড় বড় ঘর।

৩। উল বা সূতা বোনা। ১২ নম্বর সূচী ধারণ ও বয়ন বর্ণন।

বালিকা—প্রথম শ্রেণী।

১। তুরপাই দরজ ও দাত্তন ও মুড়ী সেলাই। বালিসের ওয়াড়, চাদর প্রভৃতি।

২। বোনা—সাদা ও চেইন কিনারী। কম্ফর্টার বোনা।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। প্রথম শ্রেণীর কার্য্য বিশেষ নৈপুণ্য সহ। দরজ স্বয়ং প্রস্তুত ও সরু তুরপাই।

২। বোনা, সাদা ও রিব্ড মোজা ইত্যাদি।

৩। কাঁচী ধারণ শিক্ষা, কাগজের নমুনা কর্ত্তন অভ্যাস।

তৃতীয় শ্রেণী।

১। কাপড়ে প্লেট রচনা। ফিতা বসান সেলাই।

২। ফ্লানেল প্রভৃতি কাপড়ে হেরিংবোন বা জিঞ্জিরা সেলাই।

৩। বোনা, চারি শলাকার অভ্যাস, মোজা ইত্যাদি।

৪। শেমিজ, পিনাফোর পেটিকোট, বডিস্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র পরিচ্ছদের পূর্ণাঙ্গ কাগজের নমুনা কর্ত্তন।

চতুর্থ শ্রেণী।

১। চুনট-করণ, চুনট করা কফ প্রভৃতি সেলাই। তুরপাই, পেস্থজ বখেয়া কোন ক্যালিকো, ছিট, বা ফ্লানেলের জামায় অভ্যাস।

২। ফ্লানেলের তালী সেলাই, রফু অভ্যাস।

৩। ফ্লানেলের বস্ত্রের জীর্ণ সংস্কার, দরজ, তুরপাই, বখেয়া, জিঞ্জিরা।

৪। বোনা—চারি শলাকার মোজা বোনা।

৫। মাপ গ্রহণ অভ্যাস। মাপ মত বালিকাদিগের ছোট শেমিজ প্রভৃতি নমুনা ও বস্ত্র কর্ত্তন।

পঞ্চম শ্রেণী।

১। কাজ ঘর প্রস্তুত, বোতাম, আইহুক টাঁকা, পরিচ্ছদ কর্ত্তন ও সেলাই।

২। মোজা ও উলের দ্রব্য রফু ও মেরামত

৩। গাউন, ড্রয়ার প্রভৃতির পাশ খোলা সামনা প্রস্তুত।

৪। নিম্ন শ্রেণীর সেলাই জন্য বস্ত্র কর্ত্তন।

ষষ্ঠ শ্রেণী।

১। ঝালর চুনট, গেঞ্জি সেলাই, নয়নসুক্ ছিঁট ফ্লানেল প্র— কাপড়ের যে কোন জামা কাটা।

২। জীর্ণ সংস্কার, রফু, তালী।

৩। নিম্ন শ্রেণীর সেলাই জন্য বস্ত্র কর্ত্তন, ইস্ত্রিকরণ, টরণ প্রভৃতি।

সপ্তম শ্রেণী।

১। নক্সা সেলাই, লেস, কার, ফ্রিল, কলাবত্তূ সলমা, ফুল তোলা।

২। রফু, সূতা, রেশম উল যোগে। জীর্ণ সংস্কার, টরণ,

৩। বস্ত্র কর্ত্তন, নমুনা কর্ত্তন, যে কোন পরিচ্ছদ সেলাই ও প্রস্তুত।

সম্পূর্ণ।